উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

‘ভারতই শুধু বাংলাদেশের ভালো চায়’ » ৭

ভারতে এল তাহাউর রানা

২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে ভারতে নিয়ে আসা হল। একটি বিশেষ মার্কিন বিমানে (গালফস্ট্রিম জি ৫৫০) সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা নাগাদ দিল্লিতে নিয়ে আসা হয় তাকে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২০°	৩১°	২০°	৩০°	২২°	৩১°	২০°

ছিটকে গেলেন রুতু, ফের নেতৃত্বে ধোনি » ১১

শিলিগুড়ি ২৮ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 11 April 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 321

উত্তরের খোঁজে

বহিরাগত তত্ত্ব ও গুজব উদ্বেগের বড় কারণ বাংলায়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বহিরাগত মানে আপনি ঠিক কী বোঝেন? অভিধান ঘাঁটলে দুটো কি তিনটি মানে পাবেন। সংসদ অভিধানে বহিরাগত মানে তিনটি। ১) বাইরে আগত। ২) বাহির থেকে আগত। ৩) বিদেশি।

অথচ চারপাশে তাকালে অনেক বহিরাগত খুঁজে পাবেন। মানেই পালটে যাবে। এক রাজ্যের অন্য শহরে চাকরিতে গেলেও অনেকের চোখে সে বহিরাগত।

মোথাবাড়ি ও জঙ্গিপুর অতিসম্প্রতি যে ভয়ানক দৃশ্য দেখাল, তাতে জড়িয়ে গিয়েছে বহিরাগতদের নাম।

দুটো জায়গার দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথা বললে উঠে আসবে একটাই কথা। ‘কারা যে এসে ঝামেলা বাড়াল, বুঝতে পারলাম না। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকে এলাকায় দেখিইনি কোনওদিন।’

হিন্দুরা বলছেন, কাউকে আগে দেখেননি। হামলাবাজরা অধিকাংশই বাইরের ছেলে।

মুসলিমরা বলছেন, কাউকে আগে দেখেননি। হামলাবাজরা অধিকাংশই বাইরের লোক।

অদ্ভুত! ওই ছেলেগুলো কি তা হলে চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহ থেকে এল?

আমাদের রাজ্যে এই ধরনের বহিরাগত তত্ত্ব আসে প্রতিবার। নির্বাচনের সময় আরও আরও আরও বেশি করে। এবার বোধহয় অনেকটাই আগে চলে এল সেই শব্দের দাপাদাপি। মালদা বা মুর্শিদাবাদের ঘটনায় দুশ্চিন্তার আরও বড় কারণ কী জানেন? গুজব ছড়ানোর কাজে, হামলা শুরুর কাজে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল তরুণ প্রজন্ম। দু'পক্ষেই। ধর্ম নিয়ে যাঁদের তেমন বেশি মাথাব্যথা হওয়াই উচিত নয়।

এরপর দশের পাতায়

পবন-পুত্র

শনিবার হনুমান জয়ন্তী। তার আগে কেনাকাটা জলপাইগুড়িতে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ধর্ষণে দায়ী নির্যাতিতা, রায়ে বিতর্ক

প্রয়াগরাজ, ১০ এপ্রিল : বিতর্ক আবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় নিয়ে। ধর্ষণের জন্য নির্যাতিতাকেই দায়ী করেছে ওই আদালত। অভিযুক্তের জামিনও মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয়কুমার সিং তাঁর নির্দেশে বলেছেন, ‘নির্যাতিতার বয়ান সত্যি বলে ধরে নিলেও এটা বলা যেতে পারে যে, তিনি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন এবং গোটা ঘটনার জন্য তিনি সমানভাবে দায়ী। নিজের বয়ানে নির্যাতিতা একই কথা জানিয়েছেন।’

এলাহাবাদ হাইকোর্ট

বিচারপতির যুক্তি, ‘মেডিকেল পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার সতীচ্ছদ ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু তাঁর ওপর যৌন নিপীড়ন হয়েছিল কি না, সে ব্যাপারে কোনও মত দেননি চিকিৎসক।’ ধর্ষণের জন্য নির্যাতিতাকে দায়ী করায় রায়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে জনপরিসরে। এর আগেও এলাহাবাদ হাইকোর্টের আরেকটি রায় নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়।

এরপর দশের পাতায়

অপরাধীদের ‘নিরাপদ আশ্রয়’ শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বহরে বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, শহরে এসে ঝামেলা পাকাচ্ছে বহিরাগতরা। এমনকি অন্য জায়গায় দুষ্কর্ম করে এসে শিলিগুড়িকেই ‘সেফ শেলটার’ হিসেবে বেছে নিচ্ছে অপরাধীরা। একাধিক ঘটনার তদন্তে নেমে এমন উদাহরণ পেয়েছে পুলিশ।

কিন্তু বহিরাগত দুষ্কৃতীদের ‘নিরাপদ ঠিকানা’ এই শহর কেন? কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উঠে আসছে একাধিক তথ্য। এই শহর উত্তরবঙ্গের ট্রানজিট পয়েন্ট হওয়ায় সবসময়ই বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ আসেন। আর সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাচ্ছে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা। মানুষের ভিড়ে মিশে এখানে ঘাঁটি গাড়ার পাশাপাশি অপরাধ করে চলে যাচ্ছে। তদন্তকারীরা দেখেছেন, শিলিগুড়িতে এখনও বাড়িভাড়া দেওয়ার পর বাড়ির মালিকদের মধ্যে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহ ও তা থানাকে জানানোর প্রবণতা কম। যা বড় সুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দুষ্কৃতীদের। সমস্যা আরও বাড়িয়েছে শিলিগুড়িতে পাব-বারের রমরমা। সপ্তাহের ছুটির দিনগুলিতে সিকিম, বিহারের বিত্তশালীদের আমোদ-প্রমোদের ঠিকানা হয়ে উঠছে শহর শিলিগুড়ি। এরপর নেশার ঝোঁকে গোলমালে জড়াচ্ছে তারা। আর সেই তাণ্ডবের হাত থেকে বাঁচতে পারছে না খোদ পুলিশও।

গতমাসের ১১ তারিখ মাটিগাড়া থানা এলাকায় গভীর রাতে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় তিন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ওই তিনজনই সিকিমের সিংতামের বাসিন্দা। ওইদিন রাতে আমোদ-প্রমোদের জন্য তারা শহরে এসেছিল। নির্দিষ্ট সময় পর পাব থেকে চলে যেতে বলাতেই মেজাজ হারায় তিন তরুণ। গতমাসেই নিবেদিতা রোডে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক তরুণের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এক বৃদ্ধের। ওই তরুণ বেধড়ক মারধর করে ওই বৃদ্ধকে। ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ জানতে পারে, সিকিমের ওই বাসিন্দার বিরুদ্ধে আগেও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

বাড়ির মালিকদের সতর্কতার অভাবেও ক্রমেই অপরাধীদের ‘সেফ প্লেস’ হয়ে ওঠার শহর। বুধবার ভক্তিনগর থানার সহযোগিতায় ভূপেন্দ্রনগর থেকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে অসম পুলিশ। ওই দুষ্কৃতী বাড়ির মালিককে বলেছিল, সে একজন রোগী। সেই মুখের কথাই বিশ্বাস করেছিল বাড়ির মালিক। বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় পকসো মামলায় সমীর সিং নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গঙ্গারামপুর এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে দেবীডাঙ্গায়

এরপর দশের পাতায়

বাড়ছে বিপদ

- বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এই শহরে আসেন
- কেউ ভাড়া থাকলে বাড়ি মালিকদের অধিকাংশই তা জানাচ্ছেন না
- ফলে শিলিগুড়ি ক্রমশ সেফ শেল্টার হয়ে উঠছে অপরাধীদের
- সিকিম, বিহারের বিত্তশালীরা প্রমোদের জন্য বেছে নিচ্ছেন শিলিগুড়িকে
- অনেকেই এখানে এসে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন

চুইয়ে চুইয়ে জল এল শহরে, সংকট তীব্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শহরজুড়ে ফের পানীয় জলের সংকট। গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জল পেতে সাধারণ মানুষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। কোথাও ১০ মিনিট জল থাকছে তো কোথাও ৩০ মিনিট। যে এলাকায় ৩০ মিনিট জল থাকছে সেই এলাকায় ফোর্স এতটাই কম যে সুতোর মতো জল পড়ছে। ওই সমস্ত এলাকার কাউন্সিলাররাও বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত। তাঁরাও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদ থেকে মেয়র গৌতম দেবকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

সূত্রের খবর, যেসব বাড়িতে পুরসভার পানীয় জলের সংযোগ আছে তাদের কয়েকজন পাইপের সঙ্গে টুলু পাম্প যুক্ত করে বেশি জল টেনে নিচ্ছেন। ফলে আশপাশের এলাকায় পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। এমনটাই জানতে পেরেছেন পুরনিগমের আধিকারিকরা। তাই সমস্যা সমাধানে পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরের বিশেষ দল অভিযানে নামবে। কিন্তু তাতেও পানীয় জলের সংকট কাটবে কিনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, ‘পানীয় জলের খুব সমস্যা হচ্ছে। ৮, ৯ সহ একাধিক ওয়ার্ডে কয়েকদিন ধরে জলের ফোর্স কম। আজ তো সকাল থেকে জল আসেনি। পুরনিগম শুধু বলছে করছি, করব। আর দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের গল্প শোনাচ্ছে। বর্তমানে সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় বের করা হচ্ছে না।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, ‘ঝড়ের জেরে ফুলবাড়িতে আমাদের জল শোধনাগারে তার ছিঁড়ে যায়। যে কারণে রিজার্ভারে জল তোলা যায়নি। তাই সমস্যা হয়েছে। কাজ হচ্ছে। শুক্রবারের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।’

চাহিদার তুলনায় কম জল উৎপাদন হওয়ায় পানীয় জল নিয়ে শিলিগুড়িতে বরাবরই সমস্যা রয়েছে। ইদানীংকালে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। একাধিক এলাকায় জলের চাপ কম। কোথাও কোথাও দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সিদ্দিকুল্লাহর ডাকে জমায়েত

» পাঁচের পাতায়

ট্রাম্পের শুল্কনীতি আপাতত স্থগিত

» সাতের পাতায়

অনশন চাকরিহারাদের • আজ বৈঠকে ব্রাত্য

ঝাঁঝ বাড়ল লড়াইয়ের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : লাঠি, লাথি খেয়েও পিছু হটেননি চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। অনশন শুরু করেছেন তাঁদের একাংশ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সামনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই অনশন শুরু হয়েছে। বুধবার পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে চাকরিহারা শিক্ষকদের মহামিছিলও হয় বৃহস্পতিবার। শুধু আদালতের রায়ে যোগ্যরা নন, ওই মিছিলে পা মেলান চিকিৎসক, অভিনেতা ও নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট কয়েকজন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরের সামনে অবশ্য বুধবার রাত থেকেই অবস্থান চলছে। বৃহস্পতিবার সেখানে যান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, দলের আরেক নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়রা। ১৬৩ ধারা উপেক্ষা করে অবস্থানে অনড় চাকরিহারারা প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে অনেকে শিয়ালদা থেকে মিছিলে যোগ দেন। প্রতিবাদী জুনিয়ার চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া, অভিনেতা বাদশা মৈত্র প্রমুখ মিছিলে ছিলেন।

প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলতি সপ্তাহেই রাজ্যের রিভিউ পিটিশন পেশ করার ঘোষণা আশ্বস্ত করতে পারছে না চাকরিচ্যুতদের। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, রায়ের ব্যাখ্যা চেয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে। তাতেও আস্থা ফেরাতে না পেরে শুক্রবার চাকরিহারা শিক্ষকদের একদল প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হলেও বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশ যে চারটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, তাতে আন্দোলনকারীদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, কসবায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানোর ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গিয়েছে আন্দোলনকারীদের একাংশের মুখে। অভিযোগটি অবশ্য অস্বীকার করেছেন চাকরিহারারা।

যদিও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও পুলিশ তাঁদের একাংশের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। পুরো ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে ডিসি (দক্ষিণ শহরতলি) বিদিশা কলিতা। সরকারি এত পদক্ষেপ সত্ত্বেও আন্দোলনের ঝাঁঝ কমার লক্ষণ নেই। বরং চাকরিহারাদের পাশাপাশি আলাদা আলাদাভাবে বৃহস্পতিবার আন্দোলনে নামে বিজেপি, কংগ্রেস ও বামেরা।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে রায়ের ব্যাখ্যা চেয়ে আবেদন করেছি। খুব শীঘ্র রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত আইনি প্রক্রিয়া চলছে। ফলে শিক্ষকদের চাকরি চলে গিয়েছে, তা আইনিভাবে বলা যায় না।’ সরকারি স্তর থেকে বলা হচ্ছে, ফলে চাকরিহারাদের চলতি মাসের বেতন দিতে আইনি বাধা থাকবে না।

তবে সরকার যে আদালতে অযোগ্য বিবেচিতদের জন্যও পদক্ষেপ করছে, তা বোঝা গিয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেন, ‘যোগ্য ও অযোগ্যদের বিষয়ে আলাদা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আগেই পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তাই চাকরিহারাদের অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সরকার বিষয়টি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেখছে।’ এরপর দশের পাতায়

চাকরি ফেরত চেয়ে পথে শিক্ষকদের একাংশ। কলকাতায় বৃহস্পতিবার।

চাপে সরকার

- ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিংয়ে চাকরিহারাদের জমায়েত
- আরজি কর কাণ্ডের পর আবারও গণআন্দোলনের ছায়া কলকাতায়
- চাকরিহারাদের মিছিলে আরজি করের প্রতিবাদীরা, এলেন সাধারণ মানুষও
- এসএসসি ভবনের সামনে অনশন শুরু তিন শিক্ষকের, তাঁদের মধ্যে একজন উত্তরবঙ্গের মালদার
- দ্রুত যোগ্যদের তালিকা এবং ওএমআর শিটের ‘মিরর ইমেজ’ প্রকাশের দাবি
- সরকারের পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

মহকুমা পরিষদে সিন্ডিকেটরাজ

এক চেয়ারে দুই ইঞ্জিনিয়ার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : একটা অফিস। চেয়ার একটাই। অথচ দুজন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এমনই কাণ্ড ঘটছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। পুরোনো ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বদলির নির্দেশ না আসায় তিনি চেয়ার আঁকড়ে বসে রয়েছেন। অথচ এক মাস আগে আলিপুরদুয়ার থেকে একজনকে এখানে বদলি করা হয়েছে। তিনি চেয়ার না পেয়ে এ ঘর, ও ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোনও কাজও নেই। প্রশ্ন উঠছে, নতুন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টিং দিলেও কেন আগেরজনকে এখান থেকে সরানো হচ্ছে না? অভিযোগ, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মহকুমা পরিষদে বসে থাকা বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বদলি আটকাতে এর আগেও কর্তাদের একাংশ সচেষ্ট হয়েছেন। এবারও তাঁকে রেখে দেওয়ার তৎপরতা চলছে। যতক্ষণ সবুজ সংকেত না মিলছে তাঁকে চেয়ার হস্তান্তর না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? অভিযোগ, ওই অফিসকে ঘিরে যে সিন্ডিকেটরাজ চলছে, সেটা অনেকেই ভাঙতে চাইছেন না। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, ‘শীঘ্রই আগের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বদলির নির্দেশিকা হবে বলে খবর পেয়েছি। সেই নির্দেশিকা এলেই নতুনজন দায়িত্ব নেবেন।’

প্রভাবশালী

- এক অফিসে দুজন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার
- বদলির নির্দেশ না আসায় আগের ইঞ্জিনিয়ার চেয়ার আঁকড়ে বসে রয়েছেন
- এক মাস আগে আলিপুরদুয়ার থেকে একজনকে এখানে বদলি করা হয়েছে
- ১৩-১৪ বছর ধরে চেয়ারে থাকা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার এখনও দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি

বাম আমল হোক বা হালের তৃণমূল কংগ্রেসের জমানা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কাজকর্ম নিয়ে বহুদিন ধরেই বহু অভিযোগ রয়েছে। যে কোনও কাজের টেন্ডার পেতে মোটা অঙ্কের কাটমানির লেনদেন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও সাহেব কত শতাংশ নেবেন, জনপ্রতিনিধিদের কাকে কত দিতে হবে, পুরোটাই ছক নিধারিত রয়েছে। এরপর দশের পাতায়

খুদেদের যত্নে স্কুলে চড়াই-শালিকের কলতান

পাখি সব করে রব

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১০ এপ্রিল : ধানসিঁড়ির তীরে ফিরতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে...।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতোই কাক, শালিখের টানে স্কুলে আসছে পড়ুয়ারা। কারণ, চড়াই, টিয়া, দোয়েল থেকে কাক, শালিকরা যে বাসা বেঁধেছে তাদেরই তৈরি করে দেওয়া ঘরে। তাদের জন্যই ময়নাগুড়ির চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয় এখন ভরে আছে পাখির কলতানে।

উদ্যোগটা শুরু হয়েছিল বছরখানেক আগে। ময়নাগুড়ির ৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয় চত্বর জুড়ে রয়েছে আম-কাঁঠাল-জলপাই-আমলকী-জারুল-পলাশ গাছের সারি। সেই সব গাছে বাসা কয়েকশো পাখির। কালবৈশাখী ঝড়ের পর দেখা গেল স্কুলের গাছের তলায় বাসা ভেঙে পড়ে রয়েছে পাখিদের ডিম, শাবকদের দেহ। মা-পাখিদের কান্নায় মন খারাপ হয়েছিল শিক্ষক থেকে পড়ুয়া সকলেরই।

এরপরই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ঠিক করেন পাখিদের বাড়ি হবে এই স্কুল। আর সে বাড়ি ঝড়ে ভাঙবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সম্মতি ছিল। পাখিঘর তৈরির কথা বোঝানো হল স্কুলের ১১০০ পড়ুয়াকে। এগিয়ে এলেন স্কুলেরই দুই প্রাক্তন ছাত্র অজয় রায় ও অভিজিৎ রায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন পালপাড়ায় অর্ডার দিয়ে আনা হল পাখির বাসা। ঢাকনাওয়ালা, একদিকে গোল মুখ করা মাটির পাখির বাসা দেখে পড়ুয়াদের খুশি আর ধরে না। সপ্তাহখানেক ধরে সেই মাটির পাত্রগুলিকেই নানা রং করে, দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গাছের ডালে ডালে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ভৌমিক বলেন, ‘প্রথমে সংশয় ছিল, কৃত্রিম এই বাসাগুলোতে আদৌ ঘর বাঁধতে আসবে কি না পাখি। তবে সব সংশয় দূর করে গাছে লাগানো কৃত্রিম বাসায় সংসার পাততে শুরু করেছে শালিক টিয়া, ঘুঘু, চড়ুই সহ বহু পাখি।’ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, ‘পাখিদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয় চত্বরে আরও বেশি করে ফলের গাছ লাগাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও নির্দিষ্ট স্থানে পাখিদের জন্য কিছু পরিমাণ মিড-ডে মিলের ভাত আর বিস্কুট রেখে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী দেবস্মিতা রায়, বর্ষা সন্ন্যাসী কঙ্গোর, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র বিকাশ সরকার, অনিরুদ্ধ কঙ্গোররা সবার প্রতিক্রিয়া একইরকম। তারা বলছে, স্কুলেই পাখিদের বাসা তৈরি করে লাগিয়ে দেব, এটা ভাবতেই পারিনি। আমাদের তৈরি করে দেওয়া ঘরে পাখিরা রয়েছে, এটা দেখতে যে কতটা ভালো লাগে, তা বলে বোঝাতে পারব না।

স্কুলের শিক্ষকরাই ওদের বুঝিয়েছেন পরিবেশ আর বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় পাখিদের থাকা কতটা জরুরি। আর সেকথা জানার পর, শুধু স্কুলে নয়, নিজেদের গ্রামেও তারা পাখিদের কেউ উত্যক্ত করলেই রুখে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামেগঞ্জে অনেকে বাটুল দিয়ে পাখি শিকার করে। তারা যাতে এ ধরনের কাজ না করে তাই পড়ুয়ারা তাদের বোঝাচ্ছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি মনে করেন, চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয়ের এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। সত্যিই পথ দেখাচ্ছেন এই স্কুলের পড়ুয়া, প্রাক্তনী আর শিক্ষকরা।

চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয় চত্বরে অস্থায়ী আস্তানায় বাসা বেঁধেছে পাখির দল।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ১৩টি এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-৪৭০-এপি-এমপিএস-২, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট): ২৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.৪০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট :** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১৮২৬।

এসাইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমপিএস-৪৫-২৫-১	দিনহাটা
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-৪৬-২৫-১	ধুবড়ী

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লীজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলে এসএলআর এবং ভিপি লীজের লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অগ্রজ ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লীজ

এসাইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএজটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১২
এএ/৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১২
এএ/৯	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১	১৫৪৮৩-১৫৪৮৪-ভিপি-১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-৫ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	৬২৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-০৪-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩.২০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্যে অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আইডিএস প্রযুক্তির ট্রায়াল রান বন্ধ

কুনকি নিয়ে সতর্ক বন দপ্তর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ এপ্রিল : কুনকি নিয়ে টানাপোড়েন চলছে রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে। ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)-এর ট্রায়াল নিয়ে তাই সংশয় দেখা দিয়েছে। রেললাইনের ওপর হাতির আনাগোনা ঠেকাতে এই প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়ার কথা রেল ও বন দপ্তরের। কিন্তু তার আগে কুনকি দিয়ে ট্রায়াল রান চালানোর কথা। নিশ্চিত হওয়ার পর পুরোপুরি ব্যবহার করা যাবে। সেই ট্রায়ালের জন্য কুনকিই মিলছে না। আইডিএস প্রযুক্তির ট্রায়াল রান বন্ধ। রেল চাইছে বর্ষার আগেই ট্রায়াল রান শেষ করতে।

কুনকি নিয়ে সমস্যা কেন? মাসখানেক আগে একবার ট্রায়াল রানের ব্যবস্থা করেছিল রেল ও বন দপ্তর। সেদিন কুনকির পায়ের তলায় চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পরেই ট্রায়াল রান বন্ধ হয়ে যায়। এখনই তাই আরও একবার কুনকি দিয়ে ট্রায়াল রান চালানোর কথা ভাবতে গিয়ে একটু দোনামনা করছে বন দপ্তর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সানপ বলেন, 'আইডিএস প্রযুক্তির ট্রায়াল রানের জন্য কুনকি চাওয়া হয়েছে বন দপ্তরের কাছে। তবে কুনকি মিলছে না।' রেল সূত্রে খবর, এমনিতে আইডিএস সংক্রান্ত সমস্তরকম অফিসিয়াল কাজকর্ম স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। তবে ট্রায়াল হয়নি বলে সেই প্রযুক্তির ব্যবহারে নির্দিষ্ট সংস্থাকে এখনও বরাত দেওয়া যায়নি। রেলকর্তারা বলছেন, ট্রায়াল রানের জন্য রেলের তরফে কুনকি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল বন দপ্তরের কাছে। দমনপুর রেঞ্জ দুটি কুনকি এখনই দিতে নারাজ। ট্রায়াল রানের সময় সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যই সম্ভবত বন দপ্তর রাজি হচ্ছে না। মুখে অবশ্য বনকর্তারা সেকথা বলছেন না। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, 'রেলমন্ত্রক চাইলে অন্য কোনও রেঞ্জ থেকে কুনকি এনে ট্রায়াল রানে করাতে পারে।'

৬ ফেব্রুয়ারি রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন রেল ট্র্যাকে আইডিএস প্রযুক্তির ট্রায়াল রানের সময় দুটি কুনকি ব্যবহার করা হয়। সেদিন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সহ অন্য রেলকর্তারা সেই ট্রায়াল রান সরেজমিনে খতিয়ে দেখছিলেন। ট্রেনের হর্ন বাজাতেই একটি কুনকি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় তার সামনে ছিলেন এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে সেই ট্রায়াল রানের দায়িত্বে ছিলেন। হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

আন্দোলনে বামেরাও

আলিপুরদুয়ার, ১০ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার শহরে রেলের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা বসবাস করে আসছেন, তাঁদের উচ্ছেদের নোটিশ পাঠিয়েছে রেল। তানিয়ে গত কয়েকমাস ধরে টালবাহানাও চলছে। এর আগে বিভিন্ন দলের নেতারা নোটিশ পাওয়া বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূল ও বিজেপির পর এবার জেলার রেলের জমিতে বসবাসকারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামছে বাম সংগঠন। রেলের উচ্ছেদ নোটিশ পেয়েছেন তাঁদের একত্র করে আন্দোলনে নামতে চাইছেন তাঁরা।

এনিয়ে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় সম্মেলন করেন তাঁরা। আন্দোলনের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি' নামে কমিটি করা হয়েছে। সেই কমিটির সম্পাদক হয়েছেন জয় সেনগুপ্ত ও সভাপতি হয়েছেন রঞ্জিত চক্রবর্তী। সম্মেলনে আন্দোলন কোন পথে চলবে, তানিয়ে আলোচনা হয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
কম খরচে নববর্ষে প্রিয়জনকে
'শুভেচ্ছা'
জানাতে
আজই
চলে আসুন
উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে অথবা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর বিজ্ঞাপনগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।
এছাড়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও ৯০৬৪৮৪৯০৯৬
'শুভেচ্ছা' বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন
বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
১৩ এপ্রিল, ২০২৫

কর্মপ্রার্থী

Pharmacist available in Coochbehar. Contact : 7478031111. (C/116101)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

Urgently need Social Work professionals to work in NGO preferable with experience in HIV/AIDS projects. Salary 20-25 k per month. email-sgupta@fxbsuraksha.org (C/115798)

•

বর্তমান কাজকে বিঘ্নিত না করে রোজগার। MNC-তে পার্ট/ফুল টাইম কাজে আগ্রহী। মঃ/পুঃ (25+) চাই। (M) 8927995547. (C/116027)

•

Swift Dzire প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। শিলিগুড়ি:-9641618231. (C/116026)

বিক্রয়

ফালাকাটা মিল রোড ওয়ার্ড নম্বর-১১ অবস্থিত ৩১ ডেসিমেল জমি বিক্রয় হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- M : 9647831760. (B/S)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা, অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M-9679967639. (C/115799)

অ্যাফিডেভিট

আমি Tushar Kanti Ghosh আমার ডাক নাম Babu Ghosh ভুলবশত আমার Savings Bank A/c 1315425680 of C.B.I আমার ডাক নাম আছে। Tushar Kanti Ghosh ও Babu Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি যাহা আমি গত ইং 27/1/2025 তারিখে Siliguri Executive Magistrate আদালতে Affidavit করি। (C/115796)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ১৩ টি ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ) এর জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১৮২৬।

অগ্রজ ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-সিএটিজি-১৩

এসাইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এটিএম-জিএমইউ-২৮-২২-১	আন্টাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-১
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এমআরডিজি-জিএমইউ-৬৮-২২-১	মারাদাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-১
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ -৫৫-২২-১	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-২
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচওজে-জিএমইউ -৫৮-২২-১	হামিলটনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-১
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ -৪৯-২২-১	ঘোকসাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-২
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ -৬৩-২২-১	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-২
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ -৬২-২২-১	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ২-৩ এ টি স্টল-৩
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউডেড-জিএমইউ -৫৭-২২-১	গুমানিহাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-১
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-বিডিএস-জিএমইউ -২৯-২৩-১	বরাদিঘি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-১
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-কেসিএফ-জিএমইউ -৬৪-২২-১	কালসিনি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ টি স্টল-১
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ -৪৮-২২-১	ঘোকসাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ২ এ টি স্টল-৪
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ -১০১-২৩-১	ঘোকসাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ২ এ টি স্টল-৪
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ -৬১-২২-১	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ২-৩ এ টি স্টল-২

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্যে অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি) আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কুইক ওয়াটারিং সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এম-টিএসকে-২০২৫-১৭; তারিখ : ০৮-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং- ১ ও ২ -এর মধ্যবর্তী এবং প্ল্যাটফর্ম নং-৩ -এ কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম সুবিধার সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন। টেন্ডার মূল্য : ১,৪১,৪৬,৯৬১.৬১/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,২৪,৭০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলা ০২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা। উক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উশুতে সাফল্য উত্তরের ২ জেলার

কোচবিহার ও কামাখ্যাগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় ৭ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মালদায় নবম নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিযোগীরা নজর কেড়েছেন উশুতে। তাতে ছয়টি সোনা, তিনটি রুপো ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ পেয়েছেন কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। আর দারিদ্র্য যে কখনও সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তা প্রমাণ করেছেন আলিপুরদুয়ারের রোহিত সরকার। কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা রোহিত ৮০ কেজি বিভাগে রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

সোনা জিতেছেন কোচবিহারের উমেশ বর্মন (৫২ কেজি), রিয়া পারভিন (৫৬ কেজি), হানিফা খাতুন (৬০ কেজি), উমর ফাহরুখ হোসেন (৬৫ কেজি), প্রশান্ত বর্মন (অপশনাল) ও বাপ্পি রায় (কুং-ফু)। আর রুপো পেয়েছেন কোচবিহারের রিতুন হোসেন (৭৫ কেজি), শর্মিষ্ঠা বর্মন (অপশনাল) ও নন্দিনী দাস (চ্যাংকুয়ান)। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন কোচবিহারের কোয়েল বর্মন (৪৫ কেজি), বর্ণালি বর্মন (৫২ কেজি), তন্ময় রায় (চ্যাংকুয়ান), বিশ্বজিৎ রায় (নানকুয়ান) ও অনুরাধা সরকার (নানকুয়ান)। প্রতিযোগীদের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে মৃণাল রায় ও অভিজিৎ বর্মন। কোচবিহার জেলা উশু সংস্থার সভাপতি সত্যেন বর্মনের কথা, 'কোচবিহার থেকে ২০ জন অংশ নিয়েছে। ১৪ জনই পদক জেতায় আমরা খুশি।'

রাজ্য গেমস

এদিকে, কামাখ্যাগুড়ির রোহিত সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তার কথায়, 'ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল ও ভলিবল খেলার প্রতি যতটা নজর রয়েছে, উশু খেলার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। উশুর জন্য খেলার মাঠ থাকলে সুবিধা হত। সরকারি সুযোগসুবিধা না পেলে কতদিন এভাবে খেলা চালিয়ে যেতে পারব, তা জানি না।'

১১ মাস আগে রোহিতের বাবা সঞ্জিত সরকার প্রয়াত হন। বাবার ছোট প্রসাধনীর দোকান ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সংসারে অভাব দেখা দেয়। রোহিতের মা পার্বতী রায় সরকারের কথায়, 'ছেলে ওর বাবার স্বপ্ন পূরণ করছে। সরকারি সাহায্য পেলে অনেক উপকার হবে।' রোহিতের প্রশিক্ষক উৎপল রায় তার আরও সাফল্য কামনা করেছেন।

আজ টিভিতে

স্বয়ম্ভুর সাহায্য নিয়ে দুর্গা কি পারবে সংকল্পকে উদ্ধার করতে? **জগদ্ধাত্রী** সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

আইপিএল ২০২৫
চেন্নাই সুপার কিংস বনাম নাইট রাইডার্স
সন্ধে ৭.১৫ থেকে সরাসরি জলসা মুভিজে

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আদরের বোন, ১০.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.১৫ বাদশা : দ্য ডন, সন্ধে ৭.১৫ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.১৫ ইন্দ্রজিৎ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হার জিত, বিকেল ৪.১৫ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১১.০০ বাবা বেবি ও
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৩০ তোমায় পাবো বলে, বিকেল ৫.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ১২.০০ জতুগৃহ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঞ্চনমূল্য
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিদ্রোহ, রাত ৯.০০ কাটমুণ্ডু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৩ রক্ষাবন্ধন, দুপুর ২.০১ কোই মিল গ্যয়া, বিকেল ৫.২৫ সূর্য : দ্য সোলজার, রাত ৮.৩০ ক্রু, ১০.৪৬ ড্রিম গার্ল
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৪৮ রাধে, দুপুর ১.০৩ ওয়েলকাম ব্যাক, বিকেল ৩.৫০ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশগিরি, রাত ১০.০৯ গঙ্গাজল
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.২৯ ফরেনসিক, দুপুর ১.৩৮ গল্লি বয়, বিকেল ৪.২০ কহানি-টু, সন্ধে ৬.৩১ বধাই হো, রাত ৯.০০ মিশন মজনু, ১১.২৮ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর
রমেডি নাউ : বেলা ১১.০৫ পেনেলোপ, দুপুর ১২.৩৫ দ্য নাট জব, ২.০০ দ্য প্রোপোজাল, বিকেল ৩.৪৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, সন্ধে ৭.০৫ প্রিটি উমেন, রাত ৯.০০ সেফ হেভেন, ১০.৫০ রানওয়ে ব্রাইড

কাটমুণ্ডু রাত ৯.০০ **কালার্স বাংলা**

পুলিশগিরি সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

লায়নস অ্যান্ড হায়েনাস রাত ৮.২৫ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৩.৪৫ **রমেডি নাউ**

ভারত সরকার রেলওয়ে মন্ত্রণালয়

রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবিএস)

সহকারী লোকো পাইলট (এএলপি) নিয়োগ ০১/২০২৫
নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি

নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত সহকারী লোকো পাইলট পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়া যাবে শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে।
আবেদনপত্র দাখিল করার আরম্ভের তারিখ ঃ- ১২ই এপ্রিল ২০২৫।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ ঃ- ১১ই মে, ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	৭ (সপ্তম) সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	শিক্ষাগত এবং চিকিৎসা মান যোগ্যতা	০১.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে বয়স	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি)
সহকারী লোকো পাইলট (এএলপি)	২	১৯.৯০০/-	বিস্তারিত কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তি-এ	১৮-৩০ বছর	৯৯৭০

আবেদনপ্রার্থীদের দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাইয়ের পরে আধারের দ্বারা যাচাই না হওয়া আবেদনপত্রগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত দেরির সম্মুখীন হতে হয় তা এড়িয়ে যেতে অনলাইন মাধ্যমে আবেদনপত্রটি পূরণ করার সময় আধার ব্যবহারের দ্বারা প্রাথমিক তথ্যগুলির বিস্তারিত বিবরণ পূরণ করার জন্য। আধার ব্যবহারের দ্বারা সফল যাচাই প্রক্রিয়াকরণে পৌঁছাতে, আধারে থাকা নাম এবং জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ প্রশংসাপত্রে থাকা নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০ শতাংশ মিল-এর জন্য। অনলাইন মাধ্যমে আবেদনপত্রটি পূরণের পূর্বে আধারটি বর্তমান ছবি এবং বর্তমান ফিঙ্গারপ্রিন্টের (ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং চোখের মণি) দ্বারা আপডেট করতে হবে।
এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশক প্রকৃতির। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য আবেদন প্রার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০১/২০২৫ (এএলপি) আবেদনপত্রটি অনলাইন মাধ্যমের পূরণের পূর্বে বিশদভাবে খুঁটিয়ে পড়ার জন্য। কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি উপরে উল্লেখিত নিয়োগ সম্বন্ধিত বিষয়গুলি রেল নিয়োগ বোর্ডে নিম্নে উল্লেখিত ওয়েবসাইটগুলিতে সময় বিশেষে জারি করা হবে।

সিইএন নং ০১/২০২৫ এর- অংশগ্রহণকারী রেল নিয়োগ পর্ষদের ওয়েবসাইটগুলি

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	আজমের www.rrbajmer.gov.in	ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in
জম্মু শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in
মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in

নং ঃ আরআরবি/এসসি/নিয়োগ/সিইএন ০১/২০২৫ (এএলপি)
তারিখ ঃ ১১.০৪.২০২৫

চেয়ারপার্সনস
রেলওয়ে নিয়োগ পর্ষদ

'দালাল, প্রতারক এবং অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন'

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১২

টেন্ডার নং. সিইসিওএন/এনটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১২ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এলএইচএস/আরইউবির নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ইএনজিজি/১৯ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৮-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বালুরঘাট-একলাখী সিঙ্গল লাইন খণ্ডের মধ্যের এলসি গেট নং. ২৩, ২৪, ২৬, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪৮ এবং ৪৯ এর বিপরীতে এলএইচএস/আরইউবির নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১৫,৩৮,৯১,০৪০.০৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,১৯,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে- ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কামাখ্যা ও আনন্দ বিহার টার্মিনাল, গুবাহাটি ও শ্রী গংগানগর এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও অযোধ্যা ক্যান্ট.-এর মধ্যে সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত **সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনগুলি (টিওডি)** চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং.- 02525 কামাখ্যা থেকে ১১-০৪-২০২৫ থেকে ২৫-০৪-২০২৫ পর্যন্ত = ০৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শুক্রবার) | ট্রেন নং.- 02526 আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ১৩-০৪-২০২৫ থেকে ২৭-০৪-২০২৫ পর্যন্ত = ০৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শুক্র	—	২২.৪৫	কামাখ্যা	০৩.৪০	—	মঙ্গল
শনি	০০.৩০	০০.৩২	গোয়ালপাড়া টাউন	০১.১১	০১.১৩	মঙ্গল
শনি	০৬.৩৫	০৬.৪৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৮.৫৫	১৯.০৫	সোম
শনি	১১.০৫	১১.১৫	কাটিহার	১৪.৫০	১৫.০০	সোম
শনি	১৪.৩৫	১৪.৪৫	বারাউনি	১০.২০	১০.৩০	সোম
শনি	২১.০৫	২১.১৫	প. দীনদয়াল উপাধ্যায়	০৪.৪২	০৪.৫২	সোম
রবি	০৫.৩০	০৫.৪০	টুন্ডলা	২০.৩০	২০.৪০	রবি
রবি	০৮.৫০	—	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	—	১৭.২০	রবি

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ অভয়াপুরী আসাম, বিলাসীপাড়া, গৌরীপুর, গোলকগঞ্জ, তুফানগঞ্জ, নিউ কোচবিহার, কিষানগঞ্জ, বারসোই, নাওগাছিয়া, খাগড়িয়া, বেগুসরাই, হাজীপুর, পাটলীপুত্র, দানাপুর, আরা, বক্সার, প্রয়াগরাজ, গোবিন্দপুরী ও আলিগড় জং.।
গঠনঃ এসি প্রথম শ্রেণি (এক), এসি-৩টিয়ার (নয়), শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (দুই) এবং ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই) = ২২টি কামরা।

ট্রেন নং.- 05636 গুয়াহাটি থেকে ২১-০৫-২০২৫ থেকে ২৫-০৬-২০২৫ পর্যন্ত = ০৬টি ট্রিপ (প্রত্যেক বুধবার) | ট্রেন নং.- 05635 শ্রী গংগানগর থেকে ২৫-০৫-২০২৫ থেকে ২৯-০৬-২০২৫ পর্যন্ত = ০৬টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বুধ	—	১৮.১৫	গুয়াহাটি	০০.২৫	—	বুধ
বুধ	২০.১০	২০.১২	গোয়ালপাড়া টাউন	২১.৩০	২১.৩২	মঙ্গল
বুধ	২১.২৫	২১.৩৫	নিউ বঙ্গাইগাঁও	২০.৪৫	২০.৫০	মঙ্গল
বৃহস্পতি	০৩.৪৫	০৩.৫৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৩.৪৫	১৩.৫৫	মঙ্গল
বৃহস্পতি	০৭.১০	০৭.২০	কাটিহার জং.	১০.২০	১০.৩০	মঙ্গল
বৃহস্পতি	১৯.৩০	১৯.৪০	গোরখপুর জং.	২০.৪০	২০.৫০	সোম
শুক্র	১৬.০০	১৬.১০	জয়পুর জং.	২৩.৪০	২৩.৫০	রবি
শনি	০৩.৩০	—	শ্রী গংগানগর	—	১৩.২০	রবি

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ কামাখ্যা, কোকরাঝাড়, আলিপুরদুয়ার জং., নলগাঁও, কিষানগঞ্জ, নাওগাছিয়া, খাগড়িয়া, বেগুসরাই, বারাউনি জং., সমস্তীপুর জং., মুজফ্ফরপুর, হাজীপুর, ছাপড়া জং., সিওয়ান, ভাটনি জং., দেওরিয়া সদর, মানকাপুর জং. অযোধ্যা ধাম জং., অযোধ্যা ক্যান্ট., লক্ষ্ণৌ, কানপুর সেন্ট্রাল, কনৌজ, ফারুখাবাদ, কাসগঞ্জ, হাথরাস সিটি, মথুরা জং., ভরতপুর জং., বান্দীকুই জং., গান্ধীনগর জয়পুর, রিঙ্গাস জং., সিকার জং., চুরু, সাদুলপুর জং., তাহসিল ভাদরা, নোহর, এলেনাবাদ, হনুমানগড় জং. ও সাদুলশহর।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (আঠারো) এবং জিএসএলআর (দুই) = ২০টি কামরা।

ট্রেন নং.- 05742 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১৮-০৫-২০২৫ থেকে ২৯-০৬-২০২৫ পর্যন্ত = ০৭টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার) | ট্রেন নং.- 05741 অযোধ্যা ক্যান্ট. থেকে ১৯-০৫-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৫ পর্যন্ত = ০৭টি ট্রিপ (প্রত্যেক সোমবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
রবি	—	১৩.৪০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৯.৩০	—	মঙ্গল
রবি	১৪.৫০	১৪.৫২	কিষানগঞ্জ	০৬.৪৩	০৬.৪৫	মঙ্গল
রবি	১৮.০৫	১৮.১০	কাটিহার জং.	০৪.১০	০৪.২০	মঙ্গল
সোম	০৫.২০	০৫.৩০	গোরখপুর	১৫.৪৫	১৫.৫৫	সোম
সোম	০৯.৩০	—	অযোধ্যা ক্যান্ট.	—	১১.৪০	সোম

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ আলুয়াবাড়ি রোড, বারসোই, নাওগাছিয়া, খাগড়িয়া, বেগুসরাই, বারাউনি, সাহপুর পটোরী, হাজীপুর, ছাপড়া জং., সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, মানকাপুর জং. ও অযোধ্যা।
গঠনঃ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (বিশ), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) এবং এসএলআরডি (এক) = ২২টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : খুব কাছের লোককে সাহায্য করে ভুল হতে পারে। পাওনা আদায় হবে। **বৃষ :** ব্যবসা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা করতে হতে পারে। **মিথুন :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বিকল্প কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা সফল হবে। **কর্কট :** পুরোনো কোনও সম্পদ বিক্রি করে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বাড়িতে অতিথির আগমন। **সিংহ :** ঈর্ষাকাতর আত্মীয়ের কারণে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ পেতে পারেন। **কন্যা :** কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। কোনও দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। **তুলা :** ব্যবসায়িক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ সাফল্য। **বৃশ্চিক :** রাগ দমন করুন। আপনার উগ্র মেজাজের জন্যে ঝামেলায় পড়তে পারেন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু :** সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতান্তর। পেটের সমস্যায় বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। **মকর :** ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ঋণ নিতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। প্রেমে শুভ। **কুম্ভ :** পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। নতুন চাকরির সুযোগ। **মীন :** চোখ নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হতে পারে। লটারিতে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২১ চৈত্র, ১১ এপ্রিল, ২০২৫, ২৮ চ'ত, সংবৎ ১৪ চৈত্র সুদি, ১২ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৫৩। শুক্রবার, চতুর্দশী রাত্রি ২।৪৪। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৩।৮। ধ্রুবযোগ রাত্রি ৭।৫০। গরকরণ দিবা ১।৫৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে রাত্রি ২।৪৪ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৮।৩২ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৬ গতে ১০।১২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৭।৫০ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।১৪ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১১।৮ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ২।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাখিবিতানের জমি পেল বন দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ এপ্রিল : গজলডোবার পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের (পাখিবিতান ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি) জমি বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হল। জলাশয় ও জঙ্গল মিলিয়ে মোট ১০২৪.৮৮১ হেক্টর জমি জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাখিবিতানে নতুন ফরেস্ট রেঞ্জ ও বিট অফিস করা হচ্ছে।

পাখি পর্যবেক্ষণে তৈরি হবে নতুন ওয়াচ টাওয়ার। পাখিবিতানের জঙ্গলে থাকা বন্যপ্রাণীদের রক্ষাতেও পরিকল্পনা রয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ থেকে রাজ্য বন দপ্তরে পাখিবিতান ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের অনুমোদন এলেই পরিকল্পনা রূপায়ণ শুরু হবে বলে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও এম রাজা জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ির মালবাজার এবং রাজগঞ্জ ব্লকের তিস্তা ব্যারাজের জলাশয় ও জঙ্গল নিয়ে পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য তৈরির জন্য ৭ বছর আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য সরকার।

উত্তরে মাল ব্লকের সাওগাঁও এলাকার তিস্তা নদীবক্ষ, দক্ষিণে গজলডোবার তিস্তা ব্যারাজ, পূর্বদিকে ওদলাবাড়ি ফরেস্ট কম্পার্টমেন্ট, গজলডোবা ফরেস্ট বিটের ১এ ও ২ কম্পার্টমেন্ট, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ ফরেস্ট এবং তারঘেরা রেঞ্জ রয়েছে। পশ্চিমে সরস্বতীপুর-১ কম্পার্টমেন্ট, সরস্বতীপুর বিট, সারুগারা রেঞ্জ, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যের লালটং ফরেস্ট ব্লক নিয়ে পাখিবিতান।

গজলডোবার পাখিবিতান।

রাজগঞ্জ ব্লকের জঙ্গলমহল মৌজা এবং মাল ব্লকের হাঁসখালি মৌজার অন্তর্গত জমি ও জলাশয়কে কেন্দ্র করেই পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। পাখিবিতান অভয়ারণ্যের মধ্যে সরকারি খাসজমি খুবই কম, বন দপ্তরের জমিও খুব একটা নেই। সেচ দপ্তরের জমিই ছিল প্রায় ৭৫ শতাংশ। তাছাড়া গজলডোবা চা বাগানের ৯০ হেক্টরের কিছু বেশি জমি অভয়ারণ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কয়েক বছর আগে গজলডোবায় পাখি সমীক্ষা হয়েছিল।

তাতে প্রায় দেড়শো প্রজাতির দেশি ও পরিযায়ী পাখির তালিকা তৈরি করা হয়। কিন্তু এখন প্রায় ৫০০ প্রজাতির পাখিদের দেখা মেলে বলে বিভিন্ন প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন জানিয়েছে। সমীক্ষায় পার্পল সোয়ামফেন, কিংফিশার, নর্দান পিনটেইল, গ্রেল্যাগ গুজ, ফেরুজিনিয়াস পোচার্ড সহ দেশীয় বিভিন্ন ধরনের পাখির খোঁজ মিলেছিল।

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও জানান, সবেমাত্র পাখিবিতান অভয়ারণ্যের জমি হস্তান্তর আমাদের কাছে হয়েছে। পাখিবিতানকে নিয়ে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান রাজ্য বন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। দুটি রেঞ্জ অফিস ও চারটি বিট অফিস এবং বেশ কয়েকটি পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াচটাওয়ার করা হচ্ছে।

সুদের টোপে হাপিস চার কোটি

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : কাউকে ১৫ শতাংশ সুদ, আবার কাউকে ১০ শতাংশ সুদের টোপ দিয়ে প্রায় চার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে শিলিগুড়িতে। অভিযুক্তের নাম বিশাল সাহা। সে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজা রামমোহন রায় রোডের বাসিন্দা। ওই তরুণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। বুধবার রাতে বিশালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোটা অঙ্কের সুদের প্রলোভন দেখিয়ে বিশাল লোকজনের থেকে টাকা তুলত। কাউকে ১৫, আবার কাউকে ১০ শতাংশ সুদ দেওয়ার টোপ দিত বিশাল। লোভে পড়ে অনেকেই তার শিকার হয়েছেন। টাকার পাশাপাশি অনেকে আবার ওই তরুণের কাছে সোনাও রাখতেন চড়া সুদের আশায়।

ডন রায় নামে এক তরুণ বিশালের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। ডনের দাবি, তিনি ২০ লক্ষ টাকা বিশালকে দিয়েছিলেন। প্রথম এক-দু'মাস ঠিকঠাক সুদ পেলেও পরবর্তীতে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই তাঁর টনক নড়ে। এমনকি বুধবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে বিশালের বাড়ি গেলে, সে অভব্য আচরণ করে বলে অভিযোগ ডনের। পরে তিনি পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিকে, এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই বুধবার আরেক তরুণী এসে ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণী পুলিশকে জানান, তিনি বিশালকে প্রায় ৪০০ গ্রাম সোনা দিয়েছিলেন। পরিবর্তে ভালো সুদ দেবে বলেছিল বিশাল। কিন্তু তরুণী এখন বুঝতে পারছেন, তিনিও প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেছেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে।'

ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ১০ এপ্রিল : খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জের বড় দেওয়ানভিটা গ্রামে বৃহস্পতিবার সকালে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় গোয়ালে। মৃতের নাম সন্ধ্যারানি বালা (৫৫)।

সিন্ডিকেটের মাথা তৃণমূল কাউন্সিলার

সঙ্গী সিপিএমের প্রবীণ নেতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : সেচ ও জলপথ দপ্তরের শিলিগুড়ি সেচ ডিভিশনে ঘুঘুর বাসার রাশ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলারের হাতে। তাঁর এবং শহরের এক প্রবীণ সিপিএম নেতার প্রচ্ছন্ন মদতেই সিন্ডিকেটের রমরমা। সেচ দপ্তরের টেন্ডারের কাজের ক্ষেত্রে মূলত তাঁরাই নিয়ন্ত্রক। অভিযোগ, কে কোন কাজ পাবেন, তা কাউন্সিলারের বাড়িতে স্থির হয়। বিষয়টি অজানা নয় শাসকদলের নেতৃত্বের। যা নিয়ে শাসকদলের অন্দরে তীব্র ক্ষোভও রয়েছে। অভিযোগ, দলে থেকেও ওই কাউন্সিলার তৃণমূল নেতাদের কাজ করতে দিচ্ছেন না। তবে দপ্তরের কাজে যুক্ত ঠিকাদারদের সংগঠনের নেতা তৃণমূল কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ বলেছেন, 'সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ৪০ বছর ধরে আমরা এই দপ্তরের কাজ করছি। কোথাও ২৫ পয়সা কাটমানি দিতে হয় না। সবাইকেই ভাগ ভাগ করে কাজ দেওয়া হয়। আমি নিজে ১৯.৯৯ শতাংশ লেস দিয়ে কাজ নিয়েছি।'

শিলিগুড়ি সেচ ডিভিশনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ পেতে ঘুষপ্রথা চলে আসছে। কোটি কোটি টাকার কাজে বড়, মেজো থেকে ছোট আধিকারিকদের কাকে কত শতাংশ দিতে হবে তা নির্দিষ্ট করা রয়েছে। কোটি টাকার ওপরে কাজ হলে

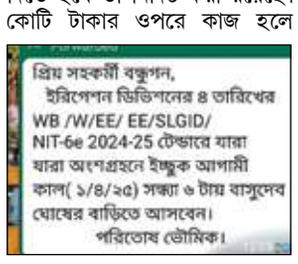
প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগন,
ইরিগেশন ডিভিশনের ৪ তারিখের WB /W/EE/ EE/SLGID/ NIT-6e 2024-25 টেন্ডারে যারা যারা অংশগ্রহনে ইচ্ছুক আগামী কাল(১/৪/২৫) সন্ধ্যা ৬ টায় বাসুদেব ঘোষের বাড়িতে আসবেন।
পরিতোষ ভৌমিক।

শতকরা ৩৩ পয়সা থেকে শুরু করে পাঁচ টাকা পর্যন্ত কমিশন দিতে হয় কাজ বের করতে। আবার কয়েক লক্ষ টাকার কাজ হলে এক লপ্তে ১০-২০ হাজার টাকা হাতে গুজে দিতে হয়। অভিযোগ, শুধু কাটমানির নিয়ন্ত্রণই নয়, কে কাজ পাবেন, কাকে কাজ দেওয়া যাবে না, এর পুরোটাই ইরিগেশন কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অঙ্গুলিহেলনে চলে। অভিযোগ, দলের কাউন্সিলার বাসুদেব এবং সিপিএম নেতা পরিতোষ ভৌমিক কাজ বণ্টনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন। যদিও এই দুজনই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, অনলাইনে টেন্ডার হয়। কাজেই এখানে যে এজেন্সি সবচেয়ে বেশি কম দর দেবে, সেই সংস্থা কাজ পাবে।

শহরের তৃণমূলের নবীন-প্রবীণ নেতাদের অনেকের অভিযোগ, ওই দপ্তরে দলের দু'একজন মৌরুসিপাট্টা চালাচ্ছেন। সেখানে সিপিএমের একজনকে নেওয়া হয়েছে। অথচ দলের ছেলেদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা এখানে কাজ করছেন, সেই ঠিকাদারদেরও এখন কাজ পেতে কাউন্সিলারের পায়ে ধরতে হচ্ছে। কাউন্সিলারের বাড়িতে বসে ঠিকাদারদের কাজ বণ্টন হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। দলের জেলা নেতৃত্বের বিষয়টি দেখা উচিত। যদিও বাসুদেব সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, 'আমার বাড়িতে মাঝেমধ্যে এমনি গল্প করতে বসা হয়। কিন্তু এখানে কাজ নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না।'

প্রাক্তন মোর্চা নেতার জামিন

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : এক মাসের মাথায় জামিন পেলেন প্রাক্তন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা প্রকাশ গুরুং। পৃথক রাজ্যের দাবিতে ২০১৭ সালে পাহাড়ে আন্দোলনের সময় মামলায় জড়িয়েছিলেন প্রকাশ। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়েছিল। কিন্তু আত্মগোপন করে থাকায় সেই সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পরবর্তীতে প্রকাশ পাহাড়ে ফিরলেও পুলিশ আর কোনও পদক্ষেপ করেনি।

কিছুদিন আগে প্রাক্তন এই মোর্চা নেতা অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টে যোগ দেন। এরপরই গত মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এক মাস জেলে ছিলেন প্রকাশ। হাইকোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করায় বৃহস্পতিবার জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি।

সম্মেলন

বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার বাগডোগরার একটি ভবনে বিজেপির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এদিন সম্মেলন করা হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরিজিৎ দাস, মহিলা মোর্চার নেত্রী লছমি শর্মা প্রমুখ।

তিস্তার চরে আলোচনা।

চরের সমস্যা, জীবিকার খোঁজ সমীক্ষায়

বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকা ও সমস্যার খোঁজ নিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকরা। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রেসিডেন্সির উদ্যোগে ওই গবেষণার ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু হয়েছে ৪ এপ্রিল থেকে। 'এসো নদীর পথে হাঁটি' শিরোনামে বৃহস্পতিবার এই সমীক্ষা চলেছে। সমীক্ষার শেষ দিনে কুড়িজনের একটি গবেষকদল তিস্তার বোয়ালমারি চরে যায়। স্থানীয়দের কাছে যে চরটি 'নিজতরফ' নামে পরিচিত।

এই চরে ১৪ হাজার হেক্টর জায়গায় প্রায় ৪০০ পরিবারের বাস। যেখানে মূলত ভুট্টা, বাদাম ও আলু চাষ হল প্রধান জীবিকা। সমস্যা বলতে এই এলাকায় নদীভাঙন প্রবল। পাশাপাশি ভূগর্ভের জলে আয়রনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। মাছ শিকার কারও কারও জীবিকা বটে, কিন্তু এখন আর আগের মতো মাছ পাওয়া যায় না নদীতে। ফলে কর্মসংস্থান কমছে। চরের তরুণরা অনেকে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।

এছাড়াও বর্ষায় তিন মাস চর জলে ডুবে থাকায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যাও উঠে এসেছে সমীক্ষায়। গবেষণা প্রকল্পের প্রধান মেহেবুব সাহানা বলেন, 'আমরা বোয়ালমারি চরে প্রথম পর্বের সমীক্ষা শেষ করলাম। চরের বাসিন্দাদের অসুবিধা শুনলাম। তাঁদের সমস্যা আমরা রাজ্য সরকারকে জানাব।'

রাজ্য কমিটিতে দুই জুনিয়ার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি গঠিত হল। এই কমিটিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুজন জুনিয়ার ডাক্তারকে সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন রেডিওলজি বিভাগের সিনিয়ার রেসিডেন্ট (এসআর) সুকান্ত সিংহরায় এবং হাউস স্টাফ প্রশান্তকুমার সিংহ।

রাস্তা সংস্কার

চোপড়া, ১০ এপ্রিল : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানজাগির প্রাইমারি স্কুল থেকে বাক্সাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের সূচনা করলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। ওই এক কিলোমিটার রাস্তার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। উপপ্রধান মহম্মদ সুলেমান জানিয়েছেন, দুটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তা হবে।

৪০ বছরের কারাদণ্ড

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার দায়ে এক শিক্ষককে ৪০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল দার্জিলিংয়ের বিশেষ পকসো আদালত। দোষী সাব্যস্ত হওয়া তরুণের নাম মহম্মদ হাসিম (২৩)।

গত বছর জুনে বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে স্পেশাল এডুকেটর হাসিমের বিরুদ্ধে। মেয়েটির পরিবারের লোকেরা ৭ জুন তার বিরুদ্ধে দার্জিলিং মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেডিকেল টেস্ট হয় নাবালিকার। ঘটনার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন মহিলা থানার তৎকালীন ওসি চুংকু ভুটিয়া। এক মাসের মধ্যে পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। একাধিক তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

সরকারি আইনজীবী প্রণয় রাই বলেন, 'ওই নাবালিকা যে স্কুলে পড়াশোনা করত, সেখানেই শিক্ষকতা করত হাসিম। বেশ কিছুদিন ধরে সে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করছিল। যার মাত্রা বাড়ছিল প্রতিদিন। পুলিশ যথাযথ তদন্ত করেছে। দোষীর সাজা ঘোষণা করেছে আদালত।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চোপড়া, ১০ এপ্রিল : বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকলগছ এলাকার করিমউদ্দিনের (৫৪)। বৃহস্পতিবার বিকেলে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুনিয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সম্পর্কে ভাগ্নির বিয়েতে গিয়েছিলেন করিমউদ্দিন। খাওয়াদাওয়া সেরে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে জরুরি ফোন আসায় তাঁরা রাস্তার পাশে দাঁড়ালে উলটোদিক থেকে দাসপাড়ামুখী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে।

জখম অবস্থায় বাবা ও ছেলেকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা করিমউদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। চালক সহ গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ।

দালালরাজ...

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন **মনজুর আলম**

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

চোপড়া, ১০ এপ্রিল : রোজকার মতোই ভিড় জমেছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে। চেনবানু চিকিৎসককে দেখিয়ে বাইরে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে হাত থেকে কাগজটি কেড়ে নিলেন এক তরুণ। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। তারপর চেনবানু বাইরে এসে বসলেন গেটের সামনে চায়ের দোকানে। চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

- কিছু হয়েছে?

- ওই ছেলেটা এল। কাগজটা নিয়ে দেখে বলল, বাইরে চলুন করে দিচ্ছি। খুন চেক (রক্ত পরীক্ষা) করতে ৪০০ টাকা চাইছে। অত টাকা তো আনিনি। আজ আর করা হল না।

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি তাহলে রক্ত পরীক্ষা হয় না? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সুগার, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের মতো কিছু সাধারণ রক্ত, কফ পরীক্ষা করা যাবে। বাকি ক্ষেত্রে ভরসা বেসরকারি ল্যাব। সেই সুযোগ নিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দালালদের দাপট বাড়ছে। গেটের ভেতরে ঢুকেছে বহুদিন আগে। এখন চিকিৎসকের চেম্বারের বাইরে রীতিমতো ওঁত পেতে থাকে।

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব ও পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুঁকছে কেন্দ্রটি। সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হাজারো মানুষ। আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন শামিম আখতার। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'আগে আউটডোরে অনেক ধরনের ওষুধ মিলত। এখন সেই সুবিধা আর নেই। অ্যান্টিবায়োটিক বাইরে কিনতে হয়।' কনক বড়াই জলাতঙ্ক রোগের টিকার জন্য দিনের পর দিন ঘুরেছেন।

ব্লকে একমাত্র এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইন্ডোর পরিষেবা রয়েছে। অথচ রোগীর আত্মীয়পরিজনদের বিশ্রাম কিংবা রাত কাটানোর মতো বন্দোবস্ত নেই। কথা হচ্ছিল সমসাদ আলির সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'একজন প্রসূতিকে নিয়ে এসেছি। রাতে থাকতে হবে। এদিকে, কোনওরকম ব্যবস্থা নেই। পরিষেবায় প্রচুর খামতি রয়েছে।'

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীর লাইন।

খামতি কোথায়

- ৩০টি শয্যার অনুমোদন, জায়গার অভাবে বসেছে ২৪
- আউটডোরে একঘরে বসে রোগী দেখেন চিকিৎসকরা
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের সপ্তাহে রোটেশনাল ডিউটি ব্লকে
- প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের দালালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের করিডরে

অভিযোগ অনেক। বিএমওএইচ অবশ্য আশ্বাস দিলেন সব সমস্যা মিটে যাবে তাড়াতাড়ি। ডাঃ রণজিৎ সাহার বক্তব্য, 'ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের মধ্যে করিডর তৈরি করা হয়েছে। আশা করি, এবার বেড সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সমষ্টিজন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও এক্স-রে পরিষেবা চালু হওয়ার অপেক্ষায়। পরিকাঠামোর মান উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে।'

চিকিৎসক প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। রোজ আউটডোরে গড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০ রোগী আসছেন। অথচ বিএমওএইচ সহ চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র দুজন। ফার্মাসিস্টও বসেন আউটডোরে।

সরকারি আবাসনের বেহাল দশা। মুসকান হুসেন নামে এক নার্সিং স্টাফ জানালেন, তাঁরা প্রত্যেকে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছেন এখন। ঠাঁই নাই ইন্ডোরেও। ৩০ বেডের অনুমতি রয়েছে বটে, তবে পাতা হয়েছে ২৪টি। জায়গার অভাবে বাকি শয্যা পাতা যায়নি। মাঝেমধ্যে রোগীর চাপ এতটা বেশি হয় যে, গাদাগাদি করে থাকতে হয়। আউটডোরেও জায়গার অভাব। একটিমাত্র ঘরে একটি টেবিলে একাধিক চিকিৎসক বসে রোগী দেখেন। বর্তমানে পরিষেবা দেওয়া হয় যে ভবনে, সেটার সঙ্গে লাগোয়া একটি ভবন ২০ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে। সেটার বিপজ্জনক অবস্থা।

সামান্য বৃষ্টিতে চত্বরে জল জমে। নিকাশি ব্যবস্থার করুণ অবস্থা। পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান। জানালেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একটি বিশ্রামাগার বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিকাশিনালার কাজ চলছে। ভবনের সামনে পেভার্স ব্লক বসেছে। নিকাশি সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিলেন তিনি।

ভূস্বর্গ।। *শ্রীনগরের ডাল লেকে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির গৌতম বণিক।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উন্নয়নের প্রদীপের তেল থাকবে না

বিজেপির ওয়ার্ডে 'হুঁশিয়ারি' উদয়নের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : গত পুরভোটে ওয়ার্ডে জিততে পারেননি তৃণমূল কংগ্রেস। কাউন্সিলার বিজেপির। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপট্টি থেকে হেমন্ত বসু কলোনি পর্যন্ত প্রায় ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তার শিলান্যাস করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

সরকারি প্রকল্পের কাজে গিয়ে ওয়ার্ডবাসীকে বিশেষ বার্তা দিলেন উদয়ন। বলেছেন, 'বাড়ির অভিভাবকের কথা শুনলে পরিবার ঠিক থাকে। কথা না শুনলে সব নষ্ট হয়ে যায়। অভিভাবককে না দেখলে উন্নয়নের প্রদীপের তেলও আর থাকবে না।'

অভিভাবক কে, তাঁকে কীভাবে 'দেখা' হয়নি এবং উন্নয়নের প্রদীপের তেল ফুরিয়ে যাওয়া বলতেই বা কী বোঝাতে চাইলেন তিনি? তবে কি ওয়ার্ডে দল জেতেনি বলে উন্নয়নমূলক কাজ থমকে যেতে পারে বলে ঘুরিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল? এমন নানা প্রশ্ন উঠছে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দিনহাটার বিতর্কিত বিধায়কের এমন মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে, ওয়ার্ড দখলে না আসার হতাশা ঝরে পড়েছে গৌতম ও রঞ্জনের গলায়। মেয়র বললেন, 'কিছু সংখ্যক ভোটে আমরা হেরে গিয়েছি। এই ওয়ার্ডে আমাদের প্রার্থী পরিমল মিত্র জিতলে নিশ্চয়ই মেয়র পারিষদ হতেন।' কাউন্সিলারের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, 'সারা শহরে জঞ্জাল সমস্যায় সবথেকে বেশি জর্জরিত ৪ নম্বর ওয়ার্ড।' রঞ্জনের বক্তব্য, 'এই ওয়ার্ড অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আগামী নির্বাচনে আপনারা একটু ভাববেন। যাতে অন্য ওয়ার্ডের মতো এখানকার উন্নতি করতে পারি আমরা।'

বিজেপি সাংসদ, বিধায়ককেও আক্রমণ করলেন রঞ্জনরা। উদয়নের অভিযোগ, 'বিজেপি সাংসদ প্রতিবছর ৫ কোটি টাকা করে পায়। তবুও আপনাদের এলাকার উন্নয়ন হল না কেন? সেটা ভাবুন। বিধায়ক শুধু কলকাতা গিয়ে হল্লা করছে।'

শংকর ঘোষের পালটা জবাব, 'আমরা নিশ্চিত, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের প্রদীপ নিভে যাওয়ার পর উদয়নবাবু তাঁর অবসরজীবনের জন্য শিলিগুড়িতে সঙ্গী হিসেবে গৌতম দেবকে পেয়ে যাবেন।'

এদিন শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে বেশ কয়েকটি কাজের সূচনা করেন মন্ত্রী। ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের সেবক থেকে প্রগতি পথ রোড পর্যন্ত রাস্তা, নিকাশিনালার শিলান্যাস হয়। এরপর সবাই পৌঁছান ৪ নম্বরে। মঞ্চে উঠেই সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি চলে ভোটের অনুরোধ। উদয়ন বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরের কোন রাস্তায় কী সমস্যা, সেসব আমার জানা নেই। গৌতম আমাকে বলে। আপনারা হয়তো ভাবছেন, উন্নয়ন তো হচ্ছেই। ভোট দেওয়ার সময় শুধু বিজেপিকে দেখছেন, সেটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। বাবা-মায়েদের দেখলে, বাবা-মা'রাও নজর রাখে।'

প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উদয়ন গুহ ও গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার।

এদিনের সভা থেকে ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়কে গৌতম নির্দেশ দেন, জঞ্জাল অপসারণের বিষয়টি যেন আরও ভালোমতো দেখা হয়।

ঘোলা জলে ধরি মাছ

বৃষ্টিতে বেড়েছে তিস্তার জলস্তর। সেখানেই মাছ শিকার। ফুলবাড়ি ক্যানালে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

জঙ্গলে আগুন নিয়ে বৈঠকে সুজিত

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : ঘনঘন জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। তার ফলে জীববৈচিত্র্যের পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। জঙ্গলে আগুন লাগলে, কীভাবে চটজলদি তার মোকাবিলা করা যায়, সেব্যাপারে কার্সিয়াং ডিভিশনের দমকল বিভাগ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বৃহস্পতিবার তিনি ডাউহিল ফরেস্টেও যান। সেখানকার রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন।

বনকর্মীদের নজরদারি সত্ত্বেও গত বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে আগুন লাগছে। কোথাও আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কাউন্টার ফায়ার, জঙ্গলের শুকনো পাতা পোড়ানোর মতো কাজ করা হয় বন দপ্তরের তরফে। সহায়তা করে দমকল বিভাগ। এদিন দমকলমন্ত্রী আশ্বাস দেন, 'বনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দমকলকর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।' পাশাপাশি বনবস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে বনকর্মীদের কাজ করার পরামর্শ দেন। কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জ অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'দমকলবাহিনী সবসময় আমাদের সাহায্য করে।'

ডাউহিল ফরেস্টে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বৃহস্পতিবার।

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১০ এপ্রিল : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়িতে এক আশা কর্মী বিজয়া বালার (৫৫) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বুধবার গভীর রাতে তাঁর বাড়ি থেকেই। ২০০৭ সাল থেকে তিনি লিউসিপাকড়ির সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা সভাপতি নমিতা চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক রত্না মিত্র অধিকারী প্রমুখ শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ভালোমানুষ সেজে মাদকের কারবার নেতার

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ এপ্রিল : ভালোমানুষের মুখোশের আড়ালেই কি দীর্ঘদিন থেকে মাদকের কারবার চালাচ্ছিলেন শীতলকুচির পাঠানটুলির ওই তৃণমূল নেতা? এই প্রশ্নেরই এখন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে শীতলকুচির গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জেসমিন বিবি এবং তাঁর স্বামী দলের বুথ কমিটির চেয়ারম্যান তাহেজুল ইসলামের বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানায় অভিযান চালায় পুলিশ। তৃণমূল নেতার বাড়িতে মাদক তৈরির কারখানার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযানের পর প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, এধরনের অপরাধমূলক কাজ তাঁর প্রথমবার নয়। বছর দুয়েক আগেও গোরু ও কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগ উঠেছিল তাহেজুল ইসলামের বিরুদ্ধে। সেসময় বিএসএফ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে ওই তৃণমূল নেতার বাড়ি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কারখানা থেকে তৈরি মাদক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'পাঠানটুলির ঘটনা নিয়ে দলীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বৃহস্পতিবার পাঠানটুলি গ্রামে ঢুকতেই দেখা গেল পাড়ার মোড়ে মোড়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে মাদক তৈরির কারখানা নিয়ে আলোচনা। এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির পর তাপমাত্রা খানিকটা কমলেও পাঠানটুলি আজও উত্তপ্ত ছিল। ২০২১ সালের ১০ এপ্রিল বিধানসভার চতুর্থ দফার নির্বাচনে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল আনন্দ বর্মনের। সেই ঘটনার আলোচনা তো ছিলই, সেইসঙ্গে এদিনের আলোচনায় সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তৃণমূল নেতা তাহেজুলের বাড়িতে মাদক তৈরির কারখানা এবং মাদক ব্যবসার কথা।

পাঠানটুলির তৃণমূল নেতা তাহেজুল ইসলামের বাড়ি সিল করে দিচ্ছে পুলিশ।

পুলিশি অভিযানে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও তাহেজুল ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তাঁরা গা-ঢাকা দিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। মাদক তৈরির যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার পর পুলিশ গোটা বাড়ি সিল করে দিয়েছে।

ঠিকাদারি করেন তাহেজুল। তার আর্থিক সচ্ছলতা এখন আতশ কাচের নীচে। স্থানীয়রা বলছেন, প্রতিদিনই মোটা টাকার লটারি টিকিট কাটতেন ওই তৃণমূল নেতা। লটারি টিকিট কাটার অর্থ কোথা থেকে আসত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

'অন্তর্বাস চোর' প্রাথমিক শিক্ষক

আলিপুরদুয়ার, ১০ এপ্রিল : একবার-দু'বার নয়, তিনবার। তিনবার বাড়িতে ঢুকে চুরি করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। তাও আবার অন্য কিছু চুরি নয়, মহিলাদের অন্তর্বাস চুরি। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনায় সরগরম হয়ে উঠল আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের লোহারপুল সংলগ্ন এলাকা।

অভিযুক্ত তরুণকে তাড়া করে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়। পরে পুলিশ এসে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই তরুণ আবার পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। বাড়ি আলিপুরদুয়ার শহরেই। দামি একটি বাইক নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এদিন রাত অবধি এই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

ছবি : এআই

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।' তবে অন্তর্বাস চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সেই তরুণ। তাঁর সাফাই, 'সন্ধ্যার পর ওই বাড়ির লাগোয়া এলাকায় আমরা আড্ডা দিই। তখন আমাদের কটূক্তি করা হয়। তাই রাগের বশে ওদের জামাকাপড় নিয়ে ফেলে দিয়েছি। অন্তর্বাস চুরি করিনি।'

স্থানীয়রা বুঝতে পারলেন কী করে যে ওই ব্যক্তি চোর? যে বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে সেই ব্যক্তির কীর্তি। ওই বাড়িতে ভাড়াটিয়া ও মালিকের পরিবার মিলিয়ে বেশ কয়েকজন মহিলা রয়েছেন। প্রায়ই তাঁদের পোশাক শুকানোর জন্য বাইরের দড়িতে মেলা থাকে। সেই সুযোগেই তা চুরির অভিযোগ ওঠে। এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় ওই তরুণকে সেই বাড়ির মূল দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। তারপর তাঁকে অন্তর্বাস চুরি করতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। তারপর আরও একবার একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি।

আজব কাণ্ড

- সিসিটিভি ফুটেজে অন্তর্বাস চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে, দাবি
- এর আগেও দু'বার সেই বাড়িতে হানা দিয়েছেন, অভিযোগ
- দড়িতে অন্যান্য জামাকাপড় মেলা থাকলেও সেদিকে হাত বাড়াননি
- এদিন আবার ঢুকতেই ধাওয়া করেন স্থানীয়রা
- দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়

অবহেলায় ব্রিটিশ আমলের স্মারক ডাকবাংলো

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১০ এপ্রিল : টিনের ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যায়। বৃষ্টির সময় জল গড়িয়ে মেঝে ভেজায়। ঘুনে ধরা কাঠের দেওয়াল খসে পড়ছে। অথচ খড়িবাড়ির ডাকবাংলোটি ব্রিটিশ শাসনের স্মারক। শুধু ইংরেজ শাসনকাল নয়, স্বাধীনতা উত্তর ভারতের প্রশাসনিক কাজও চলত কাঠের বাড়িটিতে। ঐতিহ্য ধরে রাখতে ডাকবাংলো সংস্কারের দাবি তুলেছেন বিশিষ্টরা। মিলছে প্রশাসনিক আশ্বাসও। কিন্তু তার বাস্তবায়ন কবে হবে, তা নিয়েও রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন।

সে সময় যাতায়াত চলত ঘোড়ার গাড়িতে। মূলত সাহেবরা ঘোড়ায় সওয়ারি হতেন। তাঁদের সন্তুষ্ট করতে জমিদাররা খাজনার (রুপার মুদ্রা) সঙ্গে বিভিন্ন ভেট নিয়ে হাজির হতেন। এমন নানান ইতিহাস বহন করা ডাকবাংলো এখন যেন অবহেলার সাক্ষী। প্রশাসনিক কাজ, বিশ্রাম, রাত্রিযাপন ও আমদপ্রোমোদের জন্য সুদৃশ্য টিনের চৌচালা ও প্ল্যাঙ্কিং করা কাঠের ডাকবাংলোটি তৈরি করেছিল ইংরেজ সরকার।

তৎকালীন জমিদার বলেন্দ্রনাথ রায় সরকারের নাতি তথা বর্ষীয়ান শিক্ষক জনার্দন রায় সরকার বলছেন, 'জঙ্গলে ঘেরা খড়িবাড়িতে প্রশাসনিক কাজের জন্য ডাকবাংলোটি তৈরি করেছিল ইংরেজ সরকার। দাদুর মুখে শুনেছি জমিদাররা ইংরেজ সাহেবদের খাজনার টাকা ভাড়ে করে ডাকবাংলোতে নিয়ে আসতেন। এমনকি জমিদারবাড়ির ভালোমন্দ খাবারও সাহেবদের দিতে হত। এই ডাকবাংলো খড়িবাড়ির ঐতিহ্য। রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।'

খড়িবাড়ির ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশদের ডাকবাংলো।

খড়িবাড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক করুণাময় চৌধুরী বলছেন, 'খড়িবাড়ি থানায় কোনও ইংরেজ অফিসার এলেও ওখানে থাকতেন।'

স্বাধীনতা পরবর্তীতে কিছুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল ডাকবাংলোটি। পরে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একটি কার্যালয় চালু হয়। ১৯৯৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফাঁসিদেওয়া ব্লক বিভক্ত হয়ে খড়িবাড়ি ব্লকের জন্ম নেওয়ার পর নতুন ব্লকের প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু হয় এই ডাকবাংলোয়। পরবর্তীতে একই ক্যাম্পাসে তৈরি হয় বিডিও অফিস এবং বিডিও আবাসন। নতুন বিডিও অফিস চালু হতেই ফের অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে ব্রিটিশ শাসনের ডাকবাংলো। স্থানীয়দের দাবি মেনে ২০১৩ সালে ১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব। নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয় খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিকে। নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডাকবাংলোটিকে গেস্টহাউস হিসাবে ব্যবহার করে পঞ্চায়েত সমিতি। তবে কিছুদিনের মধ্যে ডাকবাংলোটি হয়ে ওঠে বিডিও'র আবাসন। সম্প্রতি নিজের আবাসনে চলে গিয়েছেন বিডিও। ফের বেহাল অবস্থায় ডাকবাংলো।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ বলেন, 'ফান্ড নেই। সংস্কারের জন্য বিডিওকে বলা হয়েছে।' বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'ঘরের কাঠ পোঁকা খাচ্ছে। বাস্তুকারদের দিয়ে একটি এস্টিমেট করা হয়েছে। প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছে ডাকবাংলোটি সংস্কারের আবেদন পাঠানো হয়েছে।'

হাইকোর্টে আগুন

কলকাতা হাইকোর্টের টেম্পল চেম্বারে বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

গৃহশিক্ষক ধৃত

বৃহস্পতিবার বাগুইআটিতে মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ওই তরুণীর গৃহশিক্ষককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

রিসর্টে ধর্ষণ

বসিরহাটে এক তরুণীকে জোর করে রিসর্টে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নদীতে নিখোঁজ

হাওড়ার বাগনানে সেলফি তুলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত রূপনারায়ণ নদীর জলে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে জটিলতার শঙ্কা থাকছেই অর্থ দপ্তরে

পোর্টালে নাম, বেতনে নিশ্চিন্ত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বেতন পোর্টালে নাম থাকলেও চরম সংশয়ের মধ্যেই আছেন চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এতে সাময়িক স্বস্তি পেলেও শেষপর্যন্ত তাঁদের চাকরিটা থাকবে কি না, সেই দুশ্চিন্তা তাঁদের গ্রাস করে চলেছে। সরকারও তা প্রকাশ্যে না আনলেও নবান্ন প্রশাসনের একটা বড় অংশ এই ব্যাপারে সংশয়মুক্ত নয়। বিশেষ করে নবান্নের অর্থ দপ্তর। তারাও এই নিয়ে আবার সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টের কাছে সর্বশেষ যে আর্জি জানিয়েছে, তা মঞ্জুর হলে আপাতত চাকরিহারা শিক্ষকদের চাকরিটা থেকে যাবে। অন্যথায় চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার পথেই হাঁটবে।

পর্ষদ চলতি শিক্ষাবর্ষ অথবা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো নতুন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখার আর্জি জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে। যার শুনানি আগামী ১৭ এপ্রিল হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রের খবর, বেতন পোর্টালে প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নাম রেখে আপাতত তাঁদের ক্ষোভ সরকার সামাল দিতে পারলেও মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ ঘিরে।

আর এই নিয়েই চরম সংশয় তৈরি হয়েছে নবান্নের শীর্ষ প্রশাসনিক মহলে। বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে শুধু চাকরিহারারা নন, সরকারপক্ষও বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের মধ্যে। চাকরি বাতিল রায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশনও এখনও পেশ হয়নি সুপ্রিম কোর্টে। অবশ্য এই নিয়ে নবান্নে আইন সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে জোর তৎপরতা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এ ব্যাপারে প্রতিনিয়ত খোঁজখবর রাখছেন। নিয়মিত এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কথা হচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে সরকারের কী আলোচনা হচ্ছে, কী কী পদক্ষেপের পরামর্শ তাঁরা দিচ্ছেন, এসব কিছুই নজরে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দরকারমতো নির্দেশও দিচ্ছেন তিনি।

তবে এসবের সঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাদা চাপ তৈরি হয়েছে সরকারের অর্থ দপ্তরে। নবান্নে ওই দপ্তর সূত্রের খবর, চাকরিহারাদের চাকরি থাকার একটা 'হিল্লে' না হওয়া পর্যন্ত জটিলতা কিন্তু থেকেই যাবে বলে অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের বড় অংশই মনে করছেন।

পর্ষদের আর্জি মঞ্জুর হলে আপাতত চাকরিহারা শিক্ষকদের বেতন সমস্যা মিটলেও স্থায়ীভাবে সমাধানের পথ কোথায়? এই প্রশ্ন উঠেছে তাঁদের মধ্যে। পর্ষদের আর্জি বা রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে শেষপর্যন্ত মঞ্জুর না হলে সরকারের এখন নেওয়া চটজলদি পদক্ষেপগুলি মাঠে মারা যাবে। হয়তো রাজ্য সরকারকে আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে। এই আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

চাকরি বাতিল রায় ঘোষণার পর বিভিন্ন জটিলতার সঙ্গে সংশয়ও চেপে বসেছে নবান্নের ওপর। চরম সংশয় নিয়ে চাকরিহারা ও সরকার উভয়পক্ষই এখন দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে। সংশয়মুক্ত হতে পারছেন না উভয়পক্ষই। চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আবার তাঁদের পুরোনো জায়গায় ফেরানো না গেলে মূল সমস্যাই মিটবে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে উভয়পক্ষই।

বর্তমান অবস্থা

- মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ ঘিরে
- শুধু চাকরিহারারা নন, সরকারপক্ষও বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের মধ্যে
- চাকরি বাতিল রায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশনও এখনও পেশ হয়নি সুপ্রিম কোর্টে
- এই নিয়ে নবান্নে আইন সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে জোর তৎপরতা রয়েছে

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় রাজপথে। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

দফায় দফায় বিক্ষোভ-মিছিল

সিদ্দিকুল্লাহর ডাকে বিপুল জমায়েত

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার দফায় দফায় বিক্ষোভ আর মিছিল শহরে। যানজটে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের। একদিকে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর ডাকে জমিয়তে-উলেমায়ে-হিন্দ-এর নেতৃত্বে বিপুল জমায়েত এবং অন্যদিকে চাকরিহারাদের কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে মহামিছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভ কর্মসূচি এদিন। অফিস যাত্রীদের চোখেমুখে শুধুই বিরক্তির ছাপ।

যানজটে অবরুদ্ধ হাওড়া। ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মৌলালির রামলীলা ময়দানে একাধিক জেলা থেকে সংখ্যালঘু বিভিন্ন সংগঠনের জমায়েত ঘটে। গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, সিআইটি রোড, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, লালবাজার, পার্ক সার্কাস, লেনিন সরণি, এজেসি বোস ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত মধ্য কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই যানজটের সমস্যায় নাজেহাল অফিস যাত্রীরা। মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৩০টির ওপর মেট্রো বাতিল ছিল শহরে। মল্লিক বাজারমুখী সব রাস্তা, পার্ক সার্কাসমুখী মা ফ্লাইওভারেও সকাল থেকে যান চলাচল খুব ধীর। তিন হাজারেরও বেশি মানুষ মৌলালির বিক্ষোভ থেকেই ওয়াকফ আইন বাতিল না হলে বড় ধরনের আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। দুপুর ১২টায় শিয়ালদা থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত চাকরিহারাদের মহামিছিলে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট' থেকে শুরু করে অভিনেতা-

যানজটে ভোগান্তি

অভিনেত্রী সহ প্রায় দু'হাজারের বেশি আন্দোলনকারী রাস্তায় নামেন। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছিল, অন্যদিনের তুলনায় বৃহস্পতিবার বেশি ট্রাফিক সার্জেন্ট শহরে মোতায়েন করা হয়।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক জানান, 'একসঙ্গে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ ও চাকরিহারাদের মিছিলের জন্য একাধিক রাস্তা সাময়িকভাবে খোলা ও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' হাওড়াতেও বাম ছাত্রদের ডিআই অফিস অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ঘটে আন্দোলনকারীদের। কলেজ স্ট্রিটে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে এসএফআই। সল্টলেকে এসএসসি ভবনের সামনে চাকরিহারাদের অনশন মঞ্চে যুক্ত হন একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব। দফায় দফায় এই বিক্ষোভ মিছিলের ফলে শহরে নিত্যযাত্রীদের চোখে-মুখে বিরক্তি। পাঁচ মিনিটের পথ পেরোতে সময় লাগছে ২০ থেকে ২৫ মিনিট। শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কার্যত অবরুদ্ধ হওয়ায় বাসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সিগনালে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়ির সারি। ফলে ভ্যাপসা গরমে সাধারণ মানুষের এই নাজেহাল পরিস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহস্পতিবার।

যানজটে আটকে থাকা এক পথযাত্রী জানান, 'ধর্মতলা থেকে শিয়ালদা যেতে রোজ সময় লাগে ২০ থেকে ২৫ মিনিট। সেখানে আজ দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি যানজটে। এত মিছিলকে একসঙ্গে কেনই বা অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন? এই অফিস টাইমে নাজেহাল অবস্থার কথা একবার ভাবা প্রয়োজন ছিল সকলেরই।'

সতর্ক করলেন মমতা, বক্সীর ফোন মহুয়াকে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের লোকসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে পালটা কল্যাণকে আক্রমণ করেছেন অপর দুই তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ও সৌগত রায়। তা নিয়েও তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চরম বাগবিতণ্ডা হয় ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে দেন মহুয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তিনি চিঠি দেন। এরপরই কল্যাণ ও মহুয়ার কাছে পৃথকভাবে বিষয়টি জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। দলের অন্যান্য সাংসদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। এরপরই মহুয়াকে চরম সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা জানিয়ে মহুয়াকে বক্সী ফোনে বলেন, 'এই ধরনের আচরণ প্রকাশ্যে আগামী দিনে করলে দল আরও কঠোর পদক্ষেপ করবে।' তবে এই ইস্যুতে কোনওভাবেই কোনও পক্ষ যাতে বাইরে মুখ না খোলেন, সেই ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা।

কয়েকদিন আগেই নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার তালিকায় মহুয়ার নাম ছিল না। তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনেই কল্যাণের সঙ্গে মহুয়ার বচসা হয়। তখন মহুয়া কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে কল্যাণকে গ্রেপ্তার করানোর হুমকি দেন বলে অভিযোগ। পরে এই নিয়ে কল্যাণ তৃণমূল সাংসদদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মহুয়ার নাম না করে তাঁকে 'ভার্সেটাইল ইন্টারন্যাশনাল লেডি' বলে কটাক্ষ করেন। তৃণমূল সাংসদদের এই বিবাদ প্রকাশ্যে আসায় চরম বিব্রত হয় দল। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই মহুয়াকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অযোগ্যদের কালীঘাটে যেতে বললেন দিলীপ

রামপুরহাট, ১০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার বীরভূমের নলহাটিতে ব্যক্তিগত সফরে এসেছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সেখানেই তিনি বলেন, 'যাঁরা যোগ্য তাঁরা চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে কালীঘাটে যাচ্ছেন। এরপর যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁরাও কালীঘাটে যাবেন।'

এদিন দুপুরে বহরমপুর থেকে দিলীপ সোজা চলে আসেন নলহাটি পাহাড়ে অঞ্জন সিনহার বাড়িতে। ব্যক্তিগত সফরে এসেও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবছেন যাঁরা টাকাপয়সা নিয়েছেন তাঁদের কীভাবে বাঁচাবেন। যাঁরা টাকা নিয়েছিলেন অনেকে পাড়া ছেড়ে পালিয়েছেন। যাঁরা কিংপিন ছিলেন তাঁরা জেলে। যাঁরা অযোগ্য তাঁদের টাকাও গেল, চাকরিও গেল। তাঁরা খুঁজছেন যাদের টাকা দিয়েছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। তাঁরা তো অভিষেক পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবেন না। তবে যাবেন একসময়। যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁরা কালীঘাটে যাবেনই। এখন যোগ্যরা যাচ্ছেন।'

কসবায় লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চাকরিহারাদের। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি

চার জেলায় উদ্ধার ২ কোটির বেশি টাকা

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় চার জেলা থেকে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানাল রাজ্য। এই প্রকল্পে কেন কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে, তা নিয়ে কেন্দ্রের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্ট নিযুক্ত এক নোডাল অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত চার সদস্যের কমিটি আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মালদা, দার্জিলিং (জিটিএ এলাকা), হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এই চার জেলায় ৫ কোটি টাকারও বেশি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছিল। তাঁরা এই অভিযোগ করেছেন। প্রকৃত সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করে অন্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছিল। ওই চার জেলা বাদে রাজ্যের অন্যত্র ১০০ দিনের কাজ শুরু করা যাবে কি না, কাজ শুরু হলে কেন্দ্র অর্থ দেবে কি না, উদ্ধার হওয়া টাকা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের দেওয়া যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট।

১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সিবিআই তদন্তেরও দাবি জানানো হয়। এদিন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী আদালতে জানান, হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টে জানা গিয়েছে, চার জেলায় টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। ২ কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে দুর্নীতির কারণে টাকা বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। রাজ্য চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিল। যা বিবেচনার পর্যায়ে রয়েছে। প্রধান বিচারপতি জানতে চান, এই প্রকল্পের টাকা কবে ছাড়বে, সেই বিষয়ে কেন্দ্রকে আদালতে জানাতে হবে। এছাড়াও কেন জবকার্ড হোল্ডারদের বেকারভাতা দেওয়া হবে না তা রাজ্যকে জানাতে হবে। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'কেন্দ্র রাজ্য লড়াইয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ।' রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, অনেক প্রকল্পে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যে টাকা আসেনি। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'দুর্নীতি হয়ে থাকলে কেন্দ্র পদক্ষেপ করতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রকে বাধা দেওয়া যায় না।' উদ্ধার হওয়া টাকা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের দ্রুত বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

মুখ্যমন্ত্রীকে আদালত অবমাননার নোটিশ

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : চাকরি বাতিল ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টকে নিয়ে 'বিতর্কিত মন্তব্য' করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠালেন দিল্লির আইনজীবী সিদ্ধার্থ দত্ত। নোটিশে তিনি বলেছেন, 'দেশের শীর্ষ আদালতের রায় সকলকেই মেনে নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা না চান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে।' তবে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আইনি পথেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর করা হবে না বলে ওই আইনজীবী যে দাবি করেছেন, তা ঠিক নয় বলে মনে করছেন নবান্নের শীর্ষকর্তারা। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের চাকরি কীভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, মুখ্যমন্ত্রী সেই চেষ্টা করছেন। ওই প্রক্রিয়ায় গতি কমাতেই এই আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এটা জট পাকানোর চেষ্টা।'

কুণালের কটাক্ষ, 'রাম-বাম ভোটে পারে না। তারা কোর্টে গিয়ে জট পাকায়। মুখ্যমন্ত্রী বিচারব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখেন। তিনি বিচারপতিদের সম্মান করেন। কিন্তু কোনও রায়ে ন্যায়বিচার না হলে বা বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই অংশ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে ওই রায় রিভিউয়ের কথা বলেন। এর সঙ্গে আদালত অবমাননার কোনও সম্পর্ক নেই।'

২০১৬-র স্কুল সার্ভিস কমিশনের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে চাকরিহারাদের একাংশকে নিয়ে সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে সভা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেছেন, 'আমি এই রায় মানতে পারছি না।' তবে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, 'বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থা আছে, বিচারপতিদের সম্মান করি।' তবে নোটিশে ওইদিনের সভার কিছু অংশ তুলে ধরে আদালত অবমাননার দাবি জানানো হয়েছে।

পোস্ট মুছলেন প্রাক্তন বিচারপতি

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বুধবার রাতে সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অশালীন বিতর্কিত মন্তব্য করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা প্রেস কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মার্কন্ডেয় কাটজু। তিনি বাঙালি জাতিকে নিয়ে কটাক্ষও করেন। ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা।

তাঁদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে সরব হন। এরপরই চাপে পড়ে ওই মন্তব্য প্রত্যাহার করে পোস্টটি মুছে দিলেন এই প্রাক্তন বিচারপতি। বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর ওই পোস্ট আর দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার রাতে মমতার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অশালীন ভাষায় তিনি ওই পোস্ট করেছিলেন। ওইদিন রাতেই প্রাক্তন বিচারপতির এই পোস্টের প্রতিবাদে সরব হন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

ওই পোস্ট শেয়ার করে কুণাল লেখেন, 'এটা যদি সত্যি হয়, এই ব্যক্তির বক্তব্য হয় এবং তিনি যদি ক্ষমা চেয়ে তা ডিলিট না করেন, তাহলে উনি যে পদেই থাকুন না কেন, বাংলায় পা রেখেছেন খবর পেলে সামনে গিয়ে ঠাটিয়ে এক থাপ্পড় মারব।'

মমতাকে কটাক্ষে বিরোধিতা সব দলের

বৃহস্পতিবার রাত থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী, বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী। সমাজমাধ্যমে অনেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

বাংলাদেশিরা প্রার্থী, হস্তক্ষেপ নয় কোর্টের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বাংলাদেশের নাগরিকরা এই রাজ্যের নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনেও এই ঘটনা ঘটতে পারে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন এক ব্যক্তি। তবে এই মামলায় আদালত আপাতত হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়ে দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। আবেদনকারীর আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, এই ধরনের ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। মালদায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। ভারতের নাগরিককে বিবাহ করেছিলেন। এই অভিযোগের পরেই তিনি সরে যান।

২০২১ সালে বনগাঁ দক্ষিণে বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছিলেন আলোরানি সরকার। তিনিও বাংলাদেশি। নির্বাচন কমিশনের এক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ করা উচিত। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপযুক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য যাচাই করে নেওয়া দরকার। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, এই সমস্যা শুধু রাজ্যের নয়, গোটা দেশের। নির্বাচন কমিশনের তরফে আইনজীবী দাবি করেন, কমিশনের কাজ শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়। এক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক করতে পারে। বিচারপতি সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর জানিয়ে দেন, এই আদালতের এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে কোনও ধরনের গাইডলাইন জারি করার নির্দেশ দেওয়া এক্তিয়ার বহির্ভূত। আপাতত কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। তবে সাধারণ নাগরিক চাইলে এই ঘটনায় বাধা দিতে পারে।

রেস্তোরাঁকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : কখনও শুনেছেন গোয়েন্দা স্টাইলে খাবারের রেটিং দেওয়া যেতে পারে? ঠিক এই ধাঁচেই এবার কলকাতার রেস্তোরাঁগুলিকে পুরস্কৃত করতে বৃহস্পতিবার ঘোষণা হল

'ফুডকা কুলিনারি অ্যাওয়ার্ড'-এর। জনপ্রিয় ব্যবসায়ী শিলাদিত্য চৌধুরী এবং পরিচিত ফুড কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ির তরফ থেকে এই প্রথম এমন অন্যরকম পুরস্কার অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়। ম্যারিয়টের 'ফেয়ার ফিল্ড'-এর জেনারেল ম্যানেজার মনোজ জাঙ্গিদ, 'হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'-র প্রেসিডেন্ট সুদেশ পোদ্দারের মতো ব্যক্তিত্বরাও এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

কলকাতার রেস্তোরাঁগুলিতে 'ইন্ডিয়ান', 'চাইনিজ', 'প্যান এশিয়ান', 'কন্টিনেন্টাল' সহ আরও ৭টি খাদ্য বিভাগকে এই পুরস্কার অনুষ্ঠানে নমিনেশন হিসেবে নির্বাচন করা হবে। স্টার হোটেল থেকে শুরু করে স্থানীয় রেস্তোরাঁগুলিতে 'শার্লক হোমস' স্টাইলে ঢুঁ মেরে নাম অপরিচিত রেখে জুরি বোর্ড খাবার পরীক্ষা করবে। উপস্থিত ক্রেতাদের থেকেও প্রতিক্রিয়া নিয়ে নম্বর দেওয়া হবে রেস্তোরাঁগুলিকে। সেই অনুযায়ী ৩১ মে পুরস্কৃত করা হবে তাদের। উত্তরবঙ্গেও পরের বছর এমন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছেন বলে জানিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ।

গ্যাসের দামের প্রতিবাদ চন্দ্রিমার

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : দেশে রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গড়িয়াহাট মোড়ে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উনুনে রুটি সেঁকলেন তিনি। এই অভিনব প্রতিবাদে তাঁর সঙ্গে শামিল হয়ে তৃণমূলের মহিলা বাহিনী রুটি বেললেন, সবজি ও আলু কাটলেন। মাইক্রোফোনে চন্দ্রিমা গানও গাইলেন, 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...!'

৮ এপ্রিল গ্যাস সংস্থাগুলি ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা দাম বাড়িয়েছে। বাংলায় ৮২৯ টাকা থেকে দাম বেড়ে হয়েছে ৮৭৯ টাকা। উজ্জ্বলা গ্রাহকদের রান্নার গ্যাসের দামও বেড়ে হয়েছে ৫৫৩ টাকা। এরই প্রতিবাদ জানান চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, 'শুধু এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারই বাদ পড়েছিল মোদিজির কাছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাবুক উজ্জ্বলা যোজনার গরিব মহিলাদের পিছুও ছাড়ল না।'

চৈত্র সেলের বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা। বৃহস্পতিবার গড়িয়াহাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২১ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ চৈত্র ১৪৩১

ট্রাম্পের চাপ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে ধস নামিয়েছে। ট্রাম্পের চড়া হারে শুল্কে অধিকাংশ রাষ্ট্রনেতাই তাঁর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত। আন্তর্জাতিক মহলে যখন ট্রাম্প-বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট, তখন স্বদেশেও তিনি খুব স্বস্তিতে নেই। প্রথমত, বিতর্কের কেন্দ্রে ট্রাম্পের পরামর্শদাতা, ধনকুবের এলন মাস্ক। বৈদ্যুতিক গাড়ি সংস্থা টেসলার কর্ণধার, মহাকাশ প্রযুক্তি সংস্থা স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এর কর্ণধার তিনিই।

মহাকাশে আট মাস আটকে পড়া সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর স্পেসএক্সেরই তৈরি মহাকাশযানে চেপে ক'দিন আগে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। উৎকণ্ঠার অবসানে দেশে দেশে তখন মাস্কের নামে জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তাহলে মাস্ককে ঘিরে বিতর্কটা কীসের? আসলে তিনিই তো এখন ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি'র মন্ত্রী। লক্ষাধিক সরকারি কর্মীকে ছাঁটাই করেন মাস্ক। সরকারের বিশাল অঙ্কের খরচ বাঁচিয়েছেন।

কিন্তু মাস্কের এই গণছাঁটাই মার্কিন জনগণ ভালো চোখে নেননি। মাস্কের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে টেসলার শোরুম ও গাড়ির ওপর হামলায়। আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্যে টেসলার শোরুম, গাড়ি ভাঙচুর, টেসলা কর্মীদের বিক্ষোভ প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। শুধু আমেরিকায় নয়, আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা দেশে টেসলা কর্মীদের মধ্যে। আন্দোলনের নামকরণ হয়েছে 'টেসলা টেকডাউন'।

দুনিয়া জুড়ে টেসলা'র শোরুমের সামনে কর্মীদের বিক্ষোভ আপাতত পরিচিত দৃশ্য। গাড়ির পর গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আমেরিকা এবং জার্মানিতে। ট্রাম্প ও মাস্কের বিরুদ্ধে একদিনে দেশের সব অঙ্গরাজ্যে ১৭০০ বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছে। টেসলা'র গাড়ির বিক্রি ব্যাপক হারে কমেছে। ২০০৪ সালে সর্বাধিক শেয়ার নিয়ে টেসলায় যোগ দিয়েছিলেন মাস্ক। হয়ে ওঠেন বিশ্বের ধনীতমদের একজন।

ধীরে ধীরে কট্টর ট্রাম্পভক্ত থেকে হলেন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ। গত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারে কোটি কোটি ডলার ঢেলেছিলেন মাস্ক। টেসলা কর্মীরা এখন মাস্কের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের দাবি তুলেছেন। মাস্ক মুখ খোলেননি বটে, তবে তিনি ইস্তফা দেবেন বলে জল্পনা শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, গণছাঁটাই নিয়ে এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের পাশাপাশি বাকস্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগেও ক্ষোভ বাড়ছে মার্কিন মুলুকে। শুধুমাত্র প্যালেস্তিনীয় আন্দোলনকে সমর্থনের অভিযোগে বহু বিদেশি পড়ুয়াকে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। যা মার্কিন সংবিধান এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী। অবৈধ অভিবাসীদের হাতকড়া এবং পায়ে শিকল বেঁধে সামরিক বিমানে নিজের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে শোরগোল কম হয়নি। যদিও সেটাই মার্কিন আইন বলে সরকারি স্তরে দাবি করা হচ্ছিল।

সমালোচনার মূল অভিমুখ আসলে ফেরত পাঠানোর ধরন নিয়ে। অবৈধ অভিবাসীদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর মধ্যে বেআইনি কিছু নেই। ভারতও পাঠায়। কিন্তু আমেরিকায় যা ঘটছে, তা সম্পূর্ণ বেআইনি। বিদেশি পড়ুয়া ইজরায়েল বিরোধী বলে খবর পাওয়া মাত্র তাঁকে নিজের দেশে ফিরতে বলা হচ্ছে। তালিকায় ভারত, কানাডা সহ বেশ কয়েকটি দেশের পড়ুয়ারা আছেন।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সমাজমাধ্যমে গাজার আন্দোলন সংক্রান্ত কোনও পোস্ট শেয়ার করলেই ট্রাম্প প্রশাসনের বিরাগভাজন হতে হচ্ছে অনেককে। ক্ষমতায় আসার পরই বিতর্ক পিছু নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের। অবৈধ অভিবাসন, মার্কিন নাগরিকত্ব, গণছাঁটাই, নিরীহ পড়ুয়াকে জেহাদি বানিয়ে দেশে ফেরানো ইত্যাদি একের পর এক নানা বিষয়।

তৃতীয়ত, তাল মিলিয়ে রিপাবলিকান দলের জনপ্রিয়তা কমছে কোনও কোনও অঙ্গরাজ্যে। উইসকনসিনের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদের সাম্প্রতিক নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটপন্থী প্রার্থীর কাছে বিপুল ব্যবধানে রিপাবলিকানপন্থী প্রার্থীর হার তার প্রমাণ। এই নির্বাচন জিততেও রিপাবলিকান দলের প্রচারে মাস্ক বিপুল অর্থ ঢেলেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর রিপাবলিকান পার্টির বিজয়রথ ধাক্কা খেল এই প্রথম।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে। -শ্রীঅরবিন্দ

আলো-অন্ধকারে সময়ের টানে

প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের ঘুম না আসা রাতই একদিন বহু যোগ্যদের তুলে আনবেই। এটাই হোক সময়ের অঙ্গীকার।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

ক'দিন আগেই আমার এক ছাত্রীর আমন্ত্রণে 'প্রতিবাদে বিপ্লবে কবিতা'র কথা বলতে গিয়েছিলাম এক অনুষ্ঠানে। আসলে ও সময় বেঁধে দেয়নি, আমিও মনের আনন্দে সেই শোক থেকে শ্লোকের উৎসারণ... মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ হয়ে শঙ্খ ঘোষের যমুনাবতীতে এসে যখন থেমেছি, তখন দেখছি ভারী লম্বা করে ফেলেছি কথা। ফলত নিজস্ব চেতনার অন্তরঙ্গ উচ্চারণে কবিতা সিংহ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, তসলিমা নাসরিন উচ্চারণের সময়টুকু না পেয়ে শুধুই নাম উল্লেখ করেই প্রতিবাদের কথা বললাম।

আসলে স্ত্রী জাতি ওই কর্তব্যেই বাঁধা পড়িয়াছে। বাঁধা যেমন বন্ধন, বাধা তেমনিই প্রতিবন্ধকতা। এ দুটোই যখন ভাষার মুখ, অক্ষর, শব্দ উচ্চারণ বন্ধ করে স্রোতের উৎসমুখ শুকিয়ে তোলে তখন কেমন লাগে বলুন তো? শেষ রাতে গলা শুকিয়ে যাওয়া, ভয়ে ভাবনায় মনে হতে থাকে এই ফুরিয়ে যাওয়া মানে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছোনো।

আসলে বয়সি অভিজ্ঞতায় একখানা পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে আতঙ্কে গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে থাকা। একটা করে দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানব শিশুদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভবিষ্যৎ ছিদ্রগুলো তুলে ধরছে। পরিস্থিতি পরিবেশে ইন্ধনের মতো হাতের চেটোয় সব সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার একখানি যন্ত্র। কখনও আলো নেভে, কখনও লালচে আলোয় বুকের ভিতর পড়ে ফেলে যন্ত্র পরিচালন কলকবজা। এধার থেকে ওধার এক-একজনের মনের অন্ধিসন্ধি হাত ছেড়ে মনের নাগালে চলে আসা, কারও প্রবল প্রতিপত্তি (যেদিকেই হোক, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, খেলাধুলো, নাটক ইত্যাদি ইত্যাদি) কখনও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠা, পরক্ষণেই মুষড়ে পড়া।

এভাবে কে কত দুর্নীতিবাজ, কে কতটা তেলবাজ, সবটাই...মানে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাঁড়ির খবর না দিলে না নিলে অধিকাংশের পাগল পাগল অবস্থা। আর রাজনীতির নানা কৌশল, কার্যকলাপে মন দিতে না চাইলেও সেসব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। বিজ্ঞের মতামত না দিতে পারলেই ব্যাকডেটেড বা ধান্দাবাজ। সুতরাং মাঝেমধ্যে নোটিশও চোখে পড়ে হাতের মধ্যিখানে 'এত তারিখ হইতে অমুক সময় পর্যন্ত অনলাইন হইতে পারিব না'।

অনেকে আবার নীরবে আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করেন, বাড়ির মানুষজনের বিচার আরম্ভ করেন। বাড়ির আধবয়সি কর্তা হয়তো প্রায় বৃদ্ধা স্ত্রীকে ডিরেকশন দেন, 'আচ্ছা, তুমি তো চুলটুলগুলো নিয়ে একটু বিউটি পার্লারে ট্রিটমেন্টে গেলেই পারো'। হাঁ ঈশ্বর! স্ত্রীর যে বয়সজনিত কারণে চুল পাতলা হইয়া সোনালি সাদায় রকমারি পরিবর্তন আসিতেছে তাহা মানিতে পারা যায় না!

একসময়ে গৃহিণীর চোখ চলে যেত এখানে-ওখানে দেওয়ালের কোণে মাকড়সার জাল, এলোমেলো নোংরা হয়ে থাকা আসবাবে ধুলোটুলোয়। আর দ্বিপ্রহরে স্নানাহারের আগে ওসব মুছে ফেলা একটা রেওয়াজ ছিল আর দুপুরে খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়া কর্তা-গিন্নি দুজনেরই প্রবল নেশার মতো ছিল। এখন আর কোনও কিছুতেই কিছু এসে যায় না। খবরের কাগজের আগেই অধিক রাত্রি জাগরণের ফলে হাতের ছোট্ট যন্ত্র এই সব জানিয়ে দেয়। খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস বেসামাল।

সবখানেই সন্ধে-সকালের আড্ডাটা এখনও বেশ কিছু জায়গায় রীতিমতো আকর্ষণীয়। প্রবীণদের ঝকঝকে আড্ডা চলে, ওরই মধ্যে কারও কারও হাতে উপদ্রুত সময়ের মতো যন্ত্রটি খাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। আড্ডার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অভ্যাসবশে দু'-একখানা মন্তব্য করলেও মন থাকে মেসেজ চালাচালি বা পেজে লাইক, লাভ ইত্যাদি চিহ্নে। আর তরুণরা তো লা-জবাব। নির্বাক চলচ্ছবি। নির্বাক সে সভা ঘরে... উল্লাসে ফেটে পড়া গল্পগুজব কিংবা বিপদআপদে প্রতিবেশীর পাশে গিয়ে সবার আগে দাঁড়িয়ে পড়া, কোথায়!

যতই ব্যতিক্রম থাক, বদল হয়েছে, হচ্ছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর। সভাসমিতি আছে, সাহিত্য ঠেক আছে, উৎসব-অনুষ্ঠানেও জাঁক বেড়েছে বই কমেনি। প্রশ্ন ওঠে ক'জন উৎসাহী হচ্ছে! চলমান ডিজিটাল অগ্রগমন আর বিপ্লব ঘটছে করতলে।

কেমন বিষণ্ণ বিষণ্ণ সুর চৈত্র শেষের হাওয়ায়। গত দু'-তিনদিন সত্যিই না ঘুমিয়ে কেটেছে। যন্ত্রটি যেমন সচল হয়ে জানিয়েছে 'পথে এসো', সর্বত্রই রব উঠেছে যথার্থই মানুষ ভালো নেই। মানুষ গড়ার কারিগররা ছোটদের কাঁদিয়ে পথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। যোগ্য-অযোগ্য নিয়ে চলছে আইনের দড়ি টানাটানি। সরকারি মঞ্চায়ন আর রাজনীতির নাটক। নতুন গড়ে ওঠা পরিবারের শিশুটি বুঝতে পারছে না মা- বাবার চোখে জল কেন! কোথাও দুরারোগ্য অসুস্থ বাবা-মাকে না জানিয়ে অন্ধকারে একগাছা দড়ির খোঁজ করছেন কেউ। আমরা সচল। হ্যাঁ, সক্রিয় এখন কাজে-অকাজে, লেকচারে লেকচারে। একদল সব হারানো তরুণ-তরুণীর পাশে দাঁড়াতে চাইছে, কেউ প্রকৃত পথ নির্ধারণে পথে নেমেছে। যোগ্যতমরা কাজ ফিরে না পেলে প্রকৃত শিক্ষাঙ্গনের কী অবস্থা হবে, সে বিষয়ে নিরুত্তর সবাই। স্তাবকতার ভিড়ে দাঁড়ানো নির্ভীক শিশুও প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে।

সত্যিই সে যান্ত্রিক আলো বহুকণ্ঠস্বরকে ঐক্যবদ্ধ করছে। মতবিনিময় চলছে। আবার সুযোগসন্ধানীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন।

সময়, প্রকৃতি নিজস্ব পরিসরে স্থির। একইভাবে বসন্ত শেষের ফুল ফোটে, চৈত্রের শুকনো পাতা আর রুক্ষ ধুলোয় মন কেমনের বাতাস বয়ে যায়। বোগেনভেলিয়ার রংবেরংয়ের পাপড়ি ইউনিভার্সিটির পথে পথে রং ছড়ায়। উত্তরের পথে পথে ডিভাইডারের বিভিন্ন গাছে আলো হয়ে থাকে সবুজ আর রকমারি রং।

২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পেয়ে যে ছাত্রী প্রণাম করে ওর বিয়ের কার্ড দিয়েছিল, সম্ভাবনা পূর্ণ দু'চোখে উজ্জ্বল আলো দেখেছিলাম। সময় ওকে বা ওর মতো আরও অনেককে ভালো থাকার ইচ্ছে উজাড় করে দিয়েছিল, স্বার্থ গন্ধ আর ষড়যন্ত্রের বাতাবরণে মানুষ সে সময়কে হারিয়ে দিয়েছে। চোখের জল নয়, সময়ই আগুন হয়ে জ্বলবে। আবার লেখা হবে ইতিহাস। সাহিত্যসংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হতোদ্যম প্রজন্মই তৈরি করবে সে ইতিহাস। কান্নার অক্ষরে আবার লেখা হবে টুকরো গদ্য, কবিতার স্ফুলিঙ্গ আর বুকের আঘাতে তৈরি হবে সময়ের উপন্যাস।

মহানগর থেকে উত্তর সবখানে এখন গুচ্ছ লাল ফুলের আগুন। তুলসীর উপর জল ঝরেই যায়। পাতা শুকোয় না। কবিতা সিংহ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, তসলিমা নাসরিনরা ফিরে আসে কলমের অক্ষরে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। সময়ের কালো অনুভবে লাশকাটা ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কবির সৃষ্টি, 'বন্দিনী' বলে, 'ঝরাপাতাদের জড়ো করে পুড়িয়ে দেবো ভেবেছি : অনেকবার

রাত হলেও যত রাতই হোক, আগুন হাতে নিই

ওদের তাকিয়ে থাকা দেখলে গা শিরশির করে'...

কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলনের সেই শহিদ মেয়ের দু'চোখে আগুন শঙ্খ ঘোষ শুরু করেছিলেন থমাস হুড কে দিয়ে... 'One more unfortunate Weary of breath, Rashly importunate... Gone to her death...' "নিভন্ত এই চুল্লীতে মা/ একটু আগুন দে/ আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি/বাঁচার আনন্দে! নোটন নোটন পায়রাগুলি খাঁচা তে বন্দী/দু এক মুঠো ভাত পেলে তা ওড়াতে মন দি... "

হাতের শিরায় শিখার মানে কি সত্যিই আজ মরার আনন্দ!

কষ্ট থেকে বয়ে যাক অক্ষর শব্দ। সৃষ্টি হোক ধ্বনি। সময়কে ওরা ধরে রাখবেই। না, হতাশায় নয়। যুগের অগ্রগতির দূত হয়ে দাঁড়ায় আজকের সময়, সময়ের যন্ত্র, যত কষ্ট। ওই ছাব্বিশ হাজারের ঘুম না আসা রাতই একদিন যোগ্যতম, যোগ্যতর আর বহু বহু যোগ্যদের তুলে আনবেই। এটাই হোক সময়ের অঙ্গীকার। মেঘ থেকে বিদ্যুৎ শুষে নিতে নিতে উচ্চারণ করতেই হবে "আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো/আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো..."

ঘরে ঘরে প্রস্তুতি আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ফিরে পেতে হবে অধিকার। ক্ষুদ্র জোনাকির আলো দিগন্তে মৃত্তিকার মতো ঘনিয়ে আসে। কাস্তেটায় শান দিয়ে রাখ বন্ধু। ছোট্ট দেশলাইয়ের ফুলকি হোক বারুদ।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৬৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী কস্তুরবা গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

১৮৮৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রশিল্পী যামিনী রায়।

আলোচিত

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চাইছে না ইউনুস সরকার আর একদিনও থাকুক। ইউনুসকে চাইছে জেল থেকে অবৈধভাবে বের হয়ে আসা জঙ্গিরা। চাইছে ঠকবাজ, দুর্নীতিবাজ, মামলাবাজ, ফতোয়াবাজ, হিন্দুবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী, অমানুষগুলো।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের মিরাটের একটি জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লাসে পড়াতে এসেছিলেন তরুণী শিক্ষক। ক্লাস চলাকালীন চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। শিক্ষকের সেই ঘুমের ভিডিও করে এক ছাত্র। শিক্ষকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে নিন্দা করেছেন নেট নাগরিকরা। তদন্ত চলছে।

ভাইরাল/২

রাজস্থানে হট এয়ার বেলুন প্রদর্শনীর ট্রায়াল রান চলছিল। পরিচালক ২০ বছরের অভিজ্ঞ বাসুদেব। ফোলানোর সময় বেলুনের সঙ্গে দড়ি ধরে ওপরে উঠে যান। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে দর্শকদের সামনেই পড়ে মারা যান।

জনমন জনমত

কসবার সেই লাথিটা...

৯ এপ্রিল শিক্ষকসমাজের উপর পুলিশকর্মীর 'লাথিটা' যেন কিছুতেই হজম হচ্ছে না। আমার পুলিশবন্ধুর জন্য আমি গর্বিত, কিন্তু 'লাথি আর লাঠি' কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছি না। সমস্ত শিক্ষককুল এক মহা অমানবিক গুরুদক্ষিণা পেল কোনও এক সময়ের শিক্ষার্থীর কাছে। আমি নিশ্চিত, যে লাথি মারা সেই শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রিয় শিক্ষক আজ ব্যথিত। সমাজের বাকি সব শ্রেণির মানুষ আজ নতমস্তক তাঁর গুরুর কাছে। মানুষ গড়ার কারিগর আজ রাস্তায় মার খাচ্ছে, বলা ভালো 'লাথি আর লাঠির' বাড়ি খাচ্ছে- ভাবা যায়! আন্দোলন প্রতিরোধের এ কোন ধরন?

যখন চাকরিহারা সব শিক্ষক নিশ্চয়তার দাবিতে আন্দোলনে নামছেন তখনই এত অপমান! 'লাথি আর লাঠির' প্রহার শিক্ষকের আর্ত আর্জি, সম্মান, কলম সব ছাপিয়ে যুদ্ধ করল।

একজন শিক্ষক হিসেবে আর কোনওদিনও কোনও শিক্ষার্থীকে পুলিশ হতে বলব না। হয়তো সেই পুলিশ আবার কোনও একদিন তাঁর শিক্ষককে 'লাথি ও লাঠি' দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেবে- 'বেরিয়ে এসো, কলম আর বই নিয়ে/ হোক কলরব/ হোক প্রতিবাদ।/সভ্য মানুষ জাগবে আরও একবার/ তবে ভুলে যাবে না কসবার সেই লাথিটা।

রাজদীপ নাগ, শিক্ষক, মালবাজার, জলপাইগুড়ি।

পুলিশের হৃদয়হীনতা

জীবন-জীবিকা যেখানে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে, ভবিষ্যৎ যখন হতাশা ও অগৌরবের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তখন মানুষ বেপরোয়া হয়ে যায়। তখন তার সামনে একটাই পথ খোলা থাকে- সেটা হল প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ যদি বছরের পর বছর ধরে সমাজের মেরুদণ্ড হিসেবে থাকা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা করেন তাহলে বুঝতে হবে কারা দোষী, কারা নির্দোষ। সম্পূর্ণ বিনা দোষে রাজ্যের প্রশাসনিক যথেচ্ছাচারের শিকার হয়ে যখন শিক্ষকরা পুলিশের লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন, তাঁদের লাথি মারে পুলিশ, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যে পুলিশরা উর্দি পরে চাকরিহারা শিক্ষকদের লাথি পর্যন্ত মারলেন তাঁরা কি কোনও দিন শিক্ষকের কাছে পড়েননি, নাকি পড়াশোনা না করেই পুলিশের চাকরি করছেন? সমাজে শিক্ষকের জায়গা কোথায়, সেকথা তাঁরা ভুলে গেলেন কী করে? এসব পুলিশের পারিবারিক মূল্যবোধ কতটা সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সঞ্জীব বাগচী
আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সকলকেই চাকরি করতে হবে কে বলল?

এখনকার প্রজন্ম হাতে স্মার্টফোন এলে রিল দেখবে বা তৈরি করবে। কে যেন মাথায় ঢুকিয়েছে, এখান থেকে কামাই হয়।

শিমূল সরকার

দেখো বেশি উড়ো না! মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবার আগে থেকেই কানের কাছে গুরুজনদের এই মন্ত্র বাজত। সদ্য গোঁফ গজানো উঠতি বয়সের পড়ুয়ারা এই সব উপদেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত। কেউ যেত মামার বাড়ির আম গাছে বাঁদরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আম খেতে। কেউ যেত বোঁচকা বেঁধে ঠাকুমার সঙ্গে বৃন্দাবনে। যারা একটু লায়েক, তারা ওপাড়ার চুমকিকে নিয়ে ধাঁ। তারপরে টি-টি।

এসব চার দশক আগের গল্প। এখন হাতে স্মার্টফোন থাকলে রিল দেখবে বা তৈরি করবে। কে যেন মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর থেকে কামাই হয়। গ্রামের বহুজন এই সময়ে জমিতে বাবা-দাদার সঙ্গে হাত লাগাবে। ডুয়ার্সে বর্ষা আগে নামে। হাতির উৎপাত না থাকলে ভুট্টা চাষ হচ্ছে। কোম্পানি থেকে গাড়ি আসে ভুট্টা কিনতে। অনেকে আবার চা পাতা কেনাবেচায় নেমে পড়ে।

গ্রামে এই দৃশ্য হলেও শহরে কিন্তু ছবিটা ভিন্ন। আগ মার্কা পড়ুয়ারা শিলিগুড়ি, মালদা বা কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়ি খুঁজে পেতে হাজির হয় ভালো স্কুল বা কলেজের খোঁজে। অনেকে আগে থেকেই পরের ক্লাসের বই জোগাড় করে পড়তে বসে। টিউশনও চালু রাখে। মাধ্যমিক পুকুর হলে উচ্চমাধ্যমিক বর্ষার তিস্তা, কলেজ - সাগর। সময় বেশ কম। বিপুল সিলেবাস সম্পূর্ণ করা এক চ্যালেঞ্জ।

সকলের অত রেস্ত নেই। তারা ঘরেই মোবাইলে দেখে কোথায় পরের ধাপে পড়াশোনা করবে। এটা এক শ্রেণির পড়ুয়ার প্রচেষ্টা হলে, বেশ কিছুজন এই সুযোগে কম্পিউটারে কাজ শিখে নেয়। তিন মাসের কোর্সে কাজ চালানো গোছের ওয়ার্ড বা এক্সেলের কাজ। কোচবিহার, মালদা বা আলিপুরদুয়ারে এই প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ আছে।

কিন্তু কালচিনি বা মাদারিহাটে? সেখানে ট্রেনিংয়ের সুযোগ বেশ সীমিত। অভিভাবকদের মধ্যেও প্রয়োজনীয়তার অভাব প্রকট। প্রাইভেটে খরচ করে কম্পিউটার শিক্ষা দিয়ে লাভ কী? ওই তো অমুকের ছেলে কম্পিউটর শিখে বসে আছে। কম্পিউটার শিক্ষার সুবিধা নিয়ে ধারণা বড্ড হালকা।

বহু ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, এখনও বুঝতে পারছে না যে, ভাবী কালে হাতে লেখার কাজ প্রায় উঠে যাবে। পেশায় কম্পিউটার জানা আবশ্যক শর্ত। আরেক দলের কাছে প্রশিক্ষণের জন্য পকেটের খরচ একটা সমস্যা। মোবাইলে টাইপ অনেকে জানে। কিন্তু মোবাইল থেকে মেল পাঠানো বা ল্যাপটপের কাজে বিশেষ গুরুত্ব অজানা।

তারা মাধ্যমিক অবধি পড়েছে, এটা অনেক অভিভাবকের কাছে বড় বিষয়। তারপরে পেশা কী হবে? চৌপথিতে চায়ের দোকানে সকলে চুপ করে গেলেন। অথচ চায়ের ব্যবসা বা পর্যটনে অনলাইনের গুরুত্ব চরমে। ডুয়ার্সের হোটেল, রিসর্টে অনলাইনে বুকিং করিয়ে দু'পয়সা ডুয়ার্সের খুব কম জন পায়। যখন মোবাইলে বুকিং ছিল না, তারা রেলে, প্লেন বা বাসের টিকিটের ব্যবসাতেও তেমন বাজার ধরতে পারেনি। সাফারি বা ভ্রমণের পর গাড়ির ব্যবসাও বেশ অপেশাদারভাবে চলে।

অর্থাৎ পর্যটন ও চা মূল আয়ের পথ হলেও ডুয়ার্সের সকলে সেই পেশায় নাম লেখাতে পারে না। ফলে বাইরে যেতে হচ্ছে কাজের জন্য এবং সামান্য বেতনে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ডুয়ার্সে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির বাস। তাদের জীবন দর্শন ও চাকরির বিষয়ে মানসিকতা ভিন্ন। সকলকেই চাকরি করতে হবে কে বলল? এমন কথাও শুনতে হল। আগের প্রজন্মের খুব কমজন ভাবী, পেশাদার জগৎ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন উত্তরবঙ্গে)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১২

☆	১		২	☆	৩	৪	☆
☆		☆	৫		☆		☆
☆		☆		☆	৬		৭
☆	৮			☆	☆	☆	
৯	☆	☆	☆	১০		১১	☆
১২	১৩		☆		☆		☆
☆		☆	১৪		☆		☆
☆	১৫		☆	১৬			☆

পাশাপাশি : ১। অর্থশালী ব্যক্তি অথবা পাখি ৩। আম-কাঁঠালের গন্ধে মাতে যে পতঙ্গ ৫। যে ফল দিয়ে কাপড় কাচা যায় ৬। মুসলিম ভূত ৮। আকাশে ভাসে মেঘ ১০। বুকের খাঁচা পাঁজরা ১২। আদালতের মীমাংসা ১৪। এক ধরনের কাটারি ১৫। সোনার টাকা বা মোহর ১৬। টপকে বা ডিঙিয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। যে ধর্মের ভান করে কিন্তু ধার্মিক নয় ২। মুসলিমদের ধর্মশাস্ত্র ৪। ধূমপানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৭। পানের খিলি রাখার জন্য পাতার তৈরি ঠোঙা ৯। মাটি কেটে উঁচু করে রাখা ১০। দুখি, বিরস বদন বা শুকনো মুখ ১১। মুসলিমদের রোজা পালনের মাস ১৩। টক-মিষ্টি খাওয়ার জিনিস।

সমাধান ■ ৪১১১

পাশাপাশি : ১। ফুটানি ৩। অরুন্ধতী ৪। মাগন ৫। টসকানো ৭। টেমি ১০। কচু ১২। মিনমিন ১৪। কমলা ১৫। ঢলাঢলি ১৬। ইয়ার।

উপর-নীচ : ১। ফুটফুটে ২। নিমাই ৩। অনটন ৬। কার্মুক ৮। মিরন ৯। মানকলি ১১। চুরমার ১৩। বালাই।

বিন্দুবিসর্গ

ট্রানশিপমেন্ট বাতিল, বিপদে বাংলাদেশ

ঢাকার ভালো চায় শুধু ভারত জয়শংকর

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১০ এপ্রিল : ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করা নিয়ে ঢাকা রীতিমতো অসন্তুষ্ট। কিন্তু পদ্মাপারে এই ঘটনায় নতুন করে অসন্তোষ জন্মালেও ভারতই একমাত্র বাংলাদেশের ভালো চায় বলে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর বার্তাও দিয়েছে নয়াদিল্লি।

বুধবার একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর দাবি করেছেন, বাংলাদেশের ভালো ভারতের থেকে বেশি আর কোনও দেশ ভাবে না। এটা ভারতের ডিএনএ-তে রয়েছে। শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে যেভাবে ভারতবিদ্বেষ বাড়ছে, তাতে জয়শংকরের এই মন্তব্যে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনূস জমানায় জামাত ও কট্টরপন্থীদের তৎপরতা ওপার বাংলায় যেমন বেড়েছে, তেমনই চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হু হু করে বেড়েছে।

সম্প্রতি বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, 'ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দুই দেশের মানুষের সংযোগের কারণে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অন্য কোনও দেশ আমাদের থেকে বেশি বাংলাদেশের ভালো চাইতে পারে না। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ সঠিক পথে হাঁটবে ও সঠিক কাজ করবে।' বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরার ব্যাপারেও আশাবাদী কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী।

এই অবস্থায় ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের মতো কড়া অবস্থানে রীতিমতো প্যাঁচে পড়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার বাংলাদেশকে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহার করা নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ভারত। এর ফলে বুধবার দুপুরে বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে বাংলাদেশের চারটি পণ্যবাহী ট্রাক ফেরত চলে এসেছে।

তবে ফুলবাড়ির স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশের ২২টি ট্রাক এদিন ভারতে ঢোকে। পাট, আলু সহ বেশ কয়েকটি খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সেগুলি নেপালে রপ্তানির জন্য এসেছিল। ফুলবাড়ির স্থলবন্দরের কাস্টমস আধিকারিক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের বন্দরে কেন্দ্রের নির্দেশিকার কোনও প্রভাব পড়বে না। এই নির্দেশিকা শুধুমাত্র সমুদ্র ও বিমানবন্দরের জন্য।'

মঙ্গলবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেয়, ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ আর বাণিজ্য করতে পারবে না। এতে নেপাল, ভূটান বা মায়ানমারে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের কোনও অসুবিধা হবে না ঠিকই। কিন্তু ভারতীয় ভূখণ্ডে যানবাহন বদলের সুযোগ আর পাবে না ঢাকা। যে চারটি ট্রাক বুধবার বেনাপোল দিয়ে ফেরত চলে গিয়েছে সেগুলির মধ্যে তিনটি ছিল ঢাকা মহানগরের এবং একটি ছিল যশোরের।

ভারতের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেন, 'আমরা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। বাণিজ্যিক সক্ষমতা বাড়ানো হবে। একইসঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যাতে কোনও ঘাটতি না হয় সেই লক্ষ্যেও কাজ করা হচ্ছে।' বাংলাদেশের তরফে ভারতের বিরুদ্ধেও অনুরূপ কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি না, সেই ব্যাপারে বাণিজ্য উপদেষ্টার সাফ কথা, 'এটি আমার বিষয় নয়। ভারতকে এই মুহূর্তে চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনাও করা হচ্ছে না।' বেনাপোল আমদানি-রপ্তানি সমিতির সহ সভাপতি উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, 'ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে দুই দেশের বাণিজ্য ও বন্ধুত্বে টানাপোড়েন তৈরি হবে।'

ভগবান মহাবীরের জলাভিষেক করছেন জৈন পুণ্যার্থীরা। বৃহস্পতিবার রাঁচিতে।

বিমান বন্দর থেকে সোজা কোর্টে

১৬ বছর পর ভারতে রানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি. ১০ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার ১৬ বছর পর ভারতের কাঠগড়ায় শতাব্দীর নিকৃষ্টতম সন্ত্রাসবাদী হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানা। বৃহস্পতিবার আমেরিকা থেকে বিশেষ বিমানে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। এদিন একটি বিশেষ মার্কিন বিমানে (গালফস্ট্রিম জি ৫৫০) সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা নাগাদ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাকে নিয়ে আসা হয়। বিমানে মার্কিন আধিকারিকরাও ছিলেন। আপাতত কিছু দিন দিল্লির তিহার জেলই হতে পারে তার ঠিকানা।

রানাকে ভারতে ফেরানোর পরে বিবৃতি দিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জানিয়েছে, ২০০৮ সালের ওই জঙ্গি হানার মূলচক্রী ছিল রানা। বিবৃতিতে এনআইএ জানিয়েছে, '২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হানার মূলচক্রী তাহাউর রানাকে বৃহস্পতিবার ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৮ সালের ওই ঘটনায় মূল চক্রীকে বিচারের আওতায় আনার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চলছিল। অনেক দিনের কঠিন পরিশ্রমের ফল এই সাফল্য।'

রানাকে ভারতে ফিরিয়ে আনা মোদি সরকারের একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'ভারতের জনগণের সঙ্গে যারা অন্যায় করেছে,

ইনসেটে তাহাউর রানা। পাতিয়ালা হাউস কোর্টের বাইরে আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তা। বৃহস্পতিবার।

তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা সরকারের দায়িত্ব। রানাকে ভারতের আদালতে বিচার মুখোমুখি করাটা দেশের জন্য একটা বড় অর্জন।'

অন্যদিকে রানার প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে পূর্বতন মনমোহন সিং সরকারেরও ভূমিকা আছে বলে দাবি কংগ্রেসের। মোদি সরকারকে আক্রমণ করে কংগ্রেস বলেছে, এটা কোনও হঠাৎ সাফল্য নয়। বরং ইউপিএ সরকারের সময় শুরু হওয়া 'পরিপক্ক, ধারাবাহিক ও কৌশলগত কূটনীতির' ফল।

পালাম বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ইউএপিএ আইনে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করেন এনআইয়ের আধিকারিকরা। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিমানবন্দরের চার নম্বর গেট দিয়ে রানাকে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসা হয় পাতিয়ালা হাউস কোর্টে। সেখানেই তাকে বিশেষ এনআইএ বিচারপতি চন্দ্রজিত সিং-এর এজলাসে তোলা হয়। পালাম বিমানবন্দর থেকে পাতিয়ালা হাউস কোর্টের ১৭ কিলোমিটার রাস্তা মুড়ে ফেলা হয় কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে। রানাকে বিমানবন্দর থেকে পাতিয়ালা হাউস কোর্টে নিয়ে আসার সময় ১৭ কিলোমিটার রাস্তার পুরোটাতেই সিগন্যাল খুলে রাখা হয়। এমনকি রানার সুরক্ষার স্বার্থে দিল্লি পুলিশ অন্তত তিনটি রাস্তা তৈরি রাখে। কালো কাচে ঢাকা বুলেটপ্রুফ গাড়িতে করে কোর্টে পেশ করা হয় রানাকে।

রানাকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তকারীর সংস্থা এনআইএ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'অনেক দিনের কঠিন পরিশ্রমের ফল এই সাফল্য। এ ব্যাপারে মার্কিন বিচার বিভাগ এবং ইউএস স্কাই মার্শালের সক্রিয় সহায়তা তো ছিলই। পাশাপাশি অন্যান্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং এনএসজি-র সঙ্গে এনআইএ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় ভারতের বিদেশমন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে বিষয়টি সফল পরিণতি লাভ করেছে।'

রানা পাকিস্তান বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক। সে আমেরিকান নাগরিক ডেভিড কোলম্যান হেডলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী, যিনি ২৬/১১ হামলার পরিকল্পনা ও গোয়েন্দা রেইকি-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২৬/১১ হামলার ঘটনায় রানার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, হত্যা, জালিয়াতি এবং বেআইনি গতিবিধি (প্রতিরোধ) আইন আওতায় অভিযোগ আনা হয়েছে। তিহার জেলে রানার মতো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা সেল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এনআইএ ইতিমধ্যে আদালতের মাধ্যমে রানার মামলাটি মুম্বই থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার অনুমতি পেয়েছে।

কৃতিত্ব নিয়ে শুরু চাপানউতোর

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম কুচক্রী তাহাউর রানাকে দেশে ফেরানো নিয়ে রাজনৈতিক বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ল বিজেপি ও কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সাফ কথা, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জঙ্গি হামলার ষড়যন্ত্রীদের বিচার করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রেখেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার জঙ্গিদের ব্যাপারে নরম মনোভাব দেখিয়েছিল। আজমল কাসভকে তারা বিরিয়ানি খাইয়েছিল।' অন্যদিকে, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম দাবি করেছেন, 'মোদি সরকার মোটেও তাহাউর রানাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেনি। বরং পূর্বতন ইউপিএ আমলে যে পরিণত, ধারাবাহিক এবং কৌশলপূর্ণ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তারই জেরে তাহাউরকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। মোদি সরকার শুধুমাত্র ইউপিএ সরকারের কাজের সাফল্য পেয়েছে।'

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ মার্কিন মুলুক থেকে বিশেষ বিমানে নয়াদিল্লি আনা হয় মুম্বই হামলার অন্যতম কুচক্রীকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘ ১৭ বছরের কূটনৈতিক ও আইনি জট কাটিয়ে শেষমেশ তাহাউরকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই যাবতীয় কৃতিত্ব মোদি সরকারের বলে দাবি করতে শুরু করেছে বিজেপি। পীযূষ গোয়েল বলেন, 'কংগ্রেস জমানায় তাজ হোটেলে জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছিল। তাতে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি। মোদিজির সংকল্পের জন্যই দোষীদের বিচারের সামনে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। মুম্বইয়ের মানুষ মোদিজির কাছে কৃতজ্ঞ।' অপরদিকে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আমলে কাসভ বা তাহাউর রানারা এসে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসেছিল। কংগ্রেস জমানায় প্রায়ই বিস্ফোরণ হত। আর মোদি জমানায় যারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' ইন্ডিয়া জোটের শরিক শিবসেনা (ইউবিটি)-র বিরুদ্ধেও তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন গোয়েল। বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের দাবি, 'কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ যা পারেনি তা করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এটা একটি বিরাট কূটনৈতিক ও ঐতিহাসিক সাফল্য।'

বিজেপির এহেন মোদি বন্দনার বিরোধিতা করে চিদম্বরম বলেন, 'মোদি সরকার তো তাহাউর রানাকে ফিরিয়া আনার ব্যাপারে কোনওপ্রকার কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরুই করেনি। তাকে ফিরে পেতে কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্যও পায়নি তারা। বরং কূটনীতি, আইন বলবৎকারী সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যদি একসঙ্গে কাজে লাগানো যায় তাহলে নিজেদের ঢাক না পিটিয়েই সাফল্য পাওয়া যায়।' প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, 'তাহাউর রানাকে ভারতে ফেরানো হয়েছে এটা জানতে পেরে আমি খুব খুশি। কিন্তু পুরো কাহিনীটা বলা দরকার। মোদি সরকার এই ঘটনার সমস্ত কৃতিত্ব নিতে চাইছে। কিন্তু তাদের বিকৃতির থেকে সত্যিটা অনেকটাই আলাদা।'

মূল চক্রীর জন্য বেনজির নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম মূল চক্রী তাহাউর রানাকে বৃহস্পতিবার ভারতে আনা হয়েছে। আমেরিকা থেকে প্রত্যর্পণের পর তাঁকে দিল্লিতে আনা হয় একটি বিশেষ বিমানে। আপাতত তাঁকে রাখা হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র সদর দপ্তরে। সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটি বিশেষ সেল তৈরি করা হয়েছে।

ওই হাই-সিকিউরিটি সেলে ঢোকার অনুমতি রয়েছে মাত্র ১২ জনের। তাঁরা সকলেই বিশেষ তদন্তকারী দলের আধিকারিক। ওই দলে রয়েছেন এনআইএ-র ডিজি সদানন্দ দাতে, আইজি আশিস বাত্রা এবং ডিজি জয়া রায়। অন্য কেউ সেখানে যেতে চাইলে আগে থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

রানাকে হেপাজতে পেতে বুধবারই আমেরিকায় পৌঁছেছিল এনআইএ। সেদিনই এনআইএ-র হাতে রানাকে তুলে দেয় আমেরিকা। বৃহস্পতিবার পালাম বিমানবন্দর থেকে রানাকে এনআইএ-র সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। বিমানবন্দর থেকে গুলিনিরোধক গাড়িতে করে এনআইএ-র সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রীকে। এনআইএ সূত্রের খবর, রানাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে ২৬/১১ হামলার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দেখানো হবে—যার মধ্যে আছে অডিও রেকর্ডিং, ছবি, ভিডিও ও ইমেল। ওই সমস্ত তথ্য রানার পাকিস্তানি-আমেরিকান সঙ্গী ডেভিড হেডলির সঙ্গে যোগাযোগ

এনআইএ-র 'স্পেশাল ১২' ছাড়া ঢোকা মানা

এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও আইএসআই-এর সঙ্গে সংযোগ আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

তাহাউর রানাকে বিশেষভাবে জেরা করা হবে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সাজিদ মিরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিয়ে। তাহাউর প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আজ বিবৃতি দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। পাক বংশোদ্ভূত তাহাউরের থেকে দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছে ইসলামাবাদ। তাহাউর যে বর্তমানে পাকিস্তানের নাগরিক নন, সে ইঙ্গিতই রয়েছে পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে।

শতাধিক চিনা রাশিয়ার পক্ষে লড়ছে, দাবি জেলেনস্কির

কিভ, ১০ এপ্রিল : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কথা বললেও কাজের ক্ষেত্রে উলটোটা করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে অন্য দেশকেও টেনে আনছেন। উত্তর কোরিয়ার পর এবার মস্কোর হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে চিনারা, এমন দাবি-ই করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির। বুধবার তিনি জানান, দেড়শতাধিক চিনা রুশ ফৌজের হয়ে লড়ছে। তাদের দু'জনকে ডনেৎস্ক অঞ্চলে বন্দি করেছে ইউক্রেনীয় সেনা।

জেলেনস্কি বলেছেন, 'এটা রাশিয়ার দ্বিতীয় ভুল। প্রথমটা ছিল উত্তর কোরিয়া।' একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন জেলেনস্কি। তাতে সামরিক পোশাকে হাত বাঁধা অবস্থায় এক চিনা নাগরিককে দেখা গিয়েছে। জেলেনস্কির এই দাবি নস্যাৎ করে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন, 'চিন সবসময় নাগরিকদের লড়াইয়ের এলাকা থেকে দূরে থাকতে বলে।'

ঋতুমতী ছাত্রীর ঠাঁই ক্লাসের বাইরে

চেন্নাই, ১০ এপ্রিল : বিদ্যালয় শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, নৈতিক শিক্ষাও দেয়। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলার এক বেসরকারি স্কুল কিন্তু নৈতিকতার ধারে কাছে না গিয়ে অষ্টম শ্রেণির এক রজঃস্বলা পরীক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি সিঁড়ির ওপর বসিয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাল। তাকে চেয়ার টেবিল দেওয়া হয়নি। বুধবারের ওই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে। স্কুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার তড়িঘড়ি তদন্তে নেমেছে সরকারি প্রশাসন।

ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলের অধিকর্তা এ পালানিসামি জানিয়েছেন, শিক্ষাকর্তাদের বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুলকে কারণ জানানোর নোটিশ দিতে বলা হয়েছে। তিনি এও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সেজন্য কর্মকর্তাদের সমস্ত স্কুলে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের অধ্যক্ষের মন্তব্য মেলেনি।

তামিলনাড়ুর সেনগুত্তাইপালায়মের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষার দুটি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি থাকতেই ঋতুমতী হয়ে পড়ে। সে পরীক্ষা দেবেই। এই আবহে তার বাবা মেয়ের অস্বস্তি কাটাতে তাকে ক্লাসের মধ্যে আলাদা বসার ব্যবস্থা করতে ক্লাস টিচারকে অনুরোধ করেছিলেন। স্কুলকর্তৃপক্ষ তাঁর

অমানবিক স্কুল

অনুরোধ রাখেনি। ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁর মেয়েকে সিঁড়িতে বসিয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করিয়েছে। আড়াই ঘণ্টা সিঁড়িতে বসে পরীক্ষা দিয়ে মেয়ের পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বুধবার আমরা স্কুলে গিয়ে দেখেছি। আমাদের মেয়ে ক্লাসরুমের বাইরে সিঁড়িতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরা অবাক। স্কুলকর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা হলে তাদের দায়সারা উত্তর, এটা কি কোনও বড় সমস্যা?'

হৃদরোগে মৃত্যু পাইলটের

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : মাসখানেক আগেই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ী হল না সুখ। দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণের পরই হৃদরোগে মৃত্যু এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটের। বুধবার বছর আঠাশের পাইলট বিমান নিয়ে শ্রীনগর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু অবতরণের পরই অসুস্থ বোধ করেন। বিমানে বসেই বমি শুরু হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানান সহ পাইলট। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শোকবার্তায় বিমান সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'শারীরিক অসুস্থতার কারণে এক মূল্যবান সহকর্মীর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত।

তথ্য সুরক্ষা : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব 'ইন্ডিয়া'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : তথ্য সুরক্ষা আইন নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেন, এই আইনের মাধ্যমে তথ্যের অধিকার আইন বা আরটিআইকে কার্যত দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস, সিপিএম, ডিএমকে, আরজেডি, সপা, শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রতিনিধিরা থাকলেও তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। দলীয় সূত্রে দাবি, লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হয়েছিল ইন্ডিয়া। সংসদেও সবাই একত্রিত ছিলাম। তবে লোকসভা ছাড়া অন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে জোটের দ্বায়বদ্ধতা নেই। এদিন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, 'যে ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা আইন পাশ হয়েছে তাতে ৪৪ (৩)-এর মতো একটি বিপজ্জনক ধারা আছে। ওই ধারাটি আরটিআইয়ের ৮(১)(জে) ধারাকে সংশোধন করছে। তথ্য সুরক্ষা আইন আরটিআইকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

তাঁর অভিযোগ, জেপিসির সুপারিশ উপেক্ষা করেই কেন্দ্রীয় সরকার শেষ মুহূর্তে বিলটির সংশোধনী এনেছে। এই আইনের ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে। জনস্বার্থে তথ্য জানার অধিকারকে কার্যত ছেঁটে ফেলা হয়েছে।' শিবসেনার প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেন, 'তথ্যের অধিকারকে ধাপে ধাপে অজ্ঞতার পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষ কোনও দুর্নীতির খবরই জানতে না পারে। ২০১৯ সালের খসড়া আইনে বা ২০২১ সালের জেপিসি রিপোর্টে এই ধারা ছিল না। ২০২৩ সালে সরকার চুপিচুপি ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ওয়াকফ আইন সমর্থনে মামলা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : বিরোধিতার পাশাপাশি এবার নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সমর্থনেও মামলা হল সুপ্রিম কোর্টে। অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা এবং হিন্দু সেনা নামক দুটি সংগঠনের তরফে নতুন আইনের সমর্থনে আবেদন করা হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি হয়েছে সেগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হিন্দু মহাসভার সদস্য সতীশকুমার আগরওয়াল এবং হিন্দু সেনার সর্বভারতীয় সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তা পৃথক মামলা করেছেন। ১৬ এপ্রিল সমস্ত মামলার একযোগে শুনানি হবে সর্বোচ্চ আদালতে। সতীশ আগরওয়ালের যুক্তি, 'ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারাটি বর্বরোচিত।'

ঝড়ে ৪৮ ঘণ্টায় মৃত ১৯

পাটনা, ১০ এপ্রিল : অসময়ের কালবৈশাখীতে লন্ডভন্ড বিহার। ঝড়ের সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাতে বিপর্যস্ত একাধিক জেলা। ৪৮ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৯ জনের। তাঁদের মধ্যে বেগুসরাই ও দারভাঙ্গায় ৫ জন করে, মধুবনীতে ৩ জন, সহর্স ও সমস্তিপুরে ২ জন করে এবং লাখিসরাই ও গয়াতে একজন করে মারা গিয়েছেন। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত গোপালগঞ্জ, সিওয়ান, সরণ, বৈশালী, কাটিহার, মুঙ্গের। গভীর শোকপ্রকাশের বার্তা দিয়ে মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শিলাবৃষ্টি ও তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার রবি ফসল বিশেষত গম, আম ও লিচুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

৯০ দিনের জন্য শুল্ক-বোমা নিষ্ক্রিয় করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১০ এপ্রিল : মতিগতি বোঝা ভার ডোনাল্ড ট্রাম্পের! বুধবার খানিকটা আচমকাই আমেরিকার নয়া শুল্কনীতি ৯০ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন তিনি। ট্রাম্প জানিয়েছেন, চিন ছাড়া বাকি সব দেশের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। কিন্তু চিনের ওপর শুল্ক আরও বাড়ানোর পথে হেঁটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। চিনা পণ্যের ওপর এবার ১২৫ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য হবে বলে জানানো হয়েছে। চিনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোয় কিছুটা স্বস্তিতে ভারত।

বুধবার ট্রাম্পের এহেন সিদ্ধান্তের পরই বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমেরিকার শেয়ার বাজারের দু'টি সূচক 'এস অ্যান্ড পি ৫০০' এবং 'ন্যাসড্যাক' ৮ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকালেই ব্যাপক চাঙ্গাভাব দেখা গিয়েছে এশিয়ার শেয়ার বাজারগুলিতে। তবে বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লেও চিন ও আমেরিকার মধ্যে চলমান বাণিজ্যিক টক্কর জারি। এতে ভবিষ্যতে আবারও বাজারে অস্থিরতা ফিরতে পারে।

নয়া অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি এসব শুল্ক চালু করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী 'বাণিজ্য অসমতা'র মোকাবিলা করার জন্য। তাঁর দাবি, ৭৫টিরও বেশি দেশ এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছেছে। তাই তাদের জন্য এই ৯০ দিনের বিরতি। এই সময়ে অন্যান্য দেশের জন্য শুল্ক মাত্র ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।

গত সপ্তাহে ট্রাম্পের শুল্ক-বোমায় বিশ্ববাজারে রক্তাক্ত হয়েছিল। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপে শেয়ার বাজারে ধস দেখা গিয়েছিল। ট্রাম্পের

ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার।

এই সিদ্ধান্তে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজে বের করা হবে জানিয়েছিল ভারত।

চিনের ক্ষেত্রে শুল্ক বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ করেছেন ট্রাম্প, যা আগে ছিল ১০৪ শতাংশ। এই কড়া অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়ে ট্রাম্প নিজের সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'চিন বিশ্ববাজারকে সম্মান করে না। তারা বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে ঠকিয়েছে। এটা আর চলবে না।' তিনি আরও বলেন, 'চিন একটা সমঝোতায় হয়তো আসতে চাইছে। কিন্তু কীভাবে এগোবে তারা তা জানে না। হয়তো শিগগিরই তারা পথ খুঁজে পাবে!'

চিনও অবশ্য পিছু হটছে না। বৃহস্পতিবার তারা জানিয়েছে, শুল্ক নিয়ে আমেরিকা আলোচনায় বসতে চাইলে 'দরজা খোলা'। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের চাপের কাছে তারা মাথা নত করবে না।

হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন ট্রাম্পের? প্রথমত, বহুদিন ধরে রিপাবলিকান নেতারা ও ব্যবসায়ীরা ট্রাম্পকে বলছিলেন নতুন শুল্কনীতি তুলে নিতে। কারণ, এতে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা বাড়ছিল। কিন্তু ট্রাম্প নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার নীতি বদলাবে না।' দ্বিতীয়ত, মার্কিন অর্থমন্ত্রকের অন্দরে উদ্বেগ বাড়ছিল বন্ড মার্কেটের পরিস্থিতি নিয়ে। অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ট্রাম্পকে সরাসরি সতর্ক করেন তা নিয়ে। হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টারাও প্রেসিডেন্টকে জানান, মার্কিন ট্রেজারি বন্ড বিক্রি দ্রুত বাড়ছে। যা মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে অশনিসংকেত। এরপর হঠাৎ করেই ট্রাম্প শুল্ক স্থগিতের ঘোষণা করেন।

বারবারই 'বাণিজ্যে আমেরিকার অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়া'র কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। এদিকে শুল্কনীতি নিয়ে সাময়িক পিছু হটার ঠিক আগে ট্রাম্পের জোড়া টুইট নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আমেরিকায়।

বিদ্যালয় বন্ধ মানে স্বপ্নের মৃত্যু

মৌমিতা আলম

এপ্রিল মাসের রোদ যেন হার মানাচ্ছে জুনের তাপপ্রবাহকে। যেদিন শীর্ষ আদালতের কলমের খোঁচায় চাকরিচ্যুত হলেন ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, সেদিনের কথা। টোটোয় কর্মস্থলে যেতে যেতে দেখলাম, এক মা তাঁর মেয়েকে রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েটি রুগ্ন, শীর্ণ। পায়ের জুতো জোড়া স্কুল থেকে পাওয়া। ব্যাগটাও। মা-মেয়ে হয়তো তখনও জানে না খবরটি। খুদে হয়তো স্কুলে গিয়ে দেখবে, তার প্রিয় দিদিমণির চেয়ার ফাঁকা। যে দিদিমণির মতো হতে চায় সে। কতটা বড় ধাক্কা বলুন তো, যখন একটা শিশুমন জানতে পারবে, তার রোল-মডেল নাকি টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার দলে। মেয়েটি নিজের রোল-মডেলকে হারিয়ে ফেলবে। হয়তো তিনি টাকা দেননি, কিন্তু সবাই মিলেমিশে একাকার এখন।

রাজ্য এখন সরগরম সুপ্রিম রায় নিয়ে। কোনও নেতা মুচকি হাসছেন, কোনও নেতা দিচ্ছেন আশ্বাস। কেউ বুক ঠুকে বলছেন, 'আমি জেলে যেতেও তৈরি।' আর নিভৃতে, নিঃশব্দে কিছু স্কুল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একেতেই সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ভারসাম্যহীন। নিয়োগ অনিয়মিত। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ল এবার। শিক্ষাকর্মীর অভাবে শিক্ষক গেট খুলছেন, প্রাক্তন শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন, বিএড ডিগ্রিধারীদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে স্কুলকে, সরকার ভলান্টারি সার্ভিস দিতে বলছে। অথচ এগুলোর একটিও স্থায়ী সমাধান নয়। সমাধান স্থায়ী না হলে ক্ষত কমে না, বরং বাড়ে।

২০২৩ সালেই শুধু বন্ধ হয়েছে আট হাজারের বেশি বিদ্যালয়। যাঁরা চাকরি হারালেন, তাঁরা মোট শিক্ষক সংখ্যার প্রায় ১১.৪ শতাংশ। এতজনের চাকরি চলে যাওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আরও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার মুখে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর পুরোপুরি নির্ভর আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। একসময় সরকারি স্কুলগুলো ছিল রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। আট-নয়ের দশকে মধ্যবিত্ত, এমনকি উচ্চবিত্ত ঘরের একাংশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর ছিল।

স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন গঠনের পর রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আরও পুষ্ট হয়। গ্রামের স্কুলগুলোতে গমগম করত টিচার্স রুম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থায় ঘুণ ধরতে শুরু করে। অনিয়মিত হয়ে পড়ে নিয়োগ। আর নিয়োগের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে 'দুর্নীতি' শব্দটি।

স্বেচ্ছাচারিতা আজীবন চলতে পারে না। কেলেঙ্কারির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার ফল এখন পুরো প্যানেল বাতিল। এর প্রভাব গ্রামীণ স্কুলে আরও মারাত্মকভাবে পড়বে।

প্রায়ই শোনা যায়, ছাত্র নেই, স্কুল বন্ধ হবে না তো কী হবে! কিন্তু কেন টানা কমছে ছাত্র সংখ্যা? অনিয়মিত নিয়োগের ফলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমে যাওয়া আর সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সরকারেরই গা-ছাড়া মনোভাব প্রশস্ত করেছে বেসরকারিকরণের রাস্তা। অনেক মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত আবার হাই তুলে বলেন, বেসরকারি হলে পরিষেবা ভালো হবে। অথচ যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তাদের ছেলেমেয়েরা কি ওই ছোঁয়া 'ভালো পরিষেবা'র পাচ্ছে? আমরা সবাই চাই, তোমার শিশুর ভালো হোক। কিন্তু তোমার সোনার সমবয়সি যে পাশের বস্তিতে থাকে, তার কথাও তো ভাবতে হবে তোমাকে।

শিল্প ছাড়ুন, একশো দিনের কাজও নেই রাজ্যে। বাংলা থেকে দেশের নানা প্রান্তে পরিযায়ী শ্রমিক ও ডোমেস্টিক ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে যায় এক বিরাট অংশের লোক। এদের বাচ্চাদের বেসরকারি স্কুলে পড়ানো দিবাস্বপ্ন। বিলাসিতা। সামাজিক শ্রেণি কাঠামোয় এদের ওপরে ওঠার একমাত্র সিঁড়ি সরকারি শিক্ষা। সিঁড়িটা যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে, একটা একটা করে অংশ খুলে পড়ছে, তাতে মঞ্চে ওঠার আগেই পড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। একটি স্কুলের সঙ্গে শুধু প্রথাগত শিক্ষা নয়, জড়িয়ে থাকে শিশুর স্বাস্থ্য। মিড-ডে মিল থেকে পুষ্টির জোগান পায় সে।

একদিক দিয়ে ভালোই হলো রাষ্ট্রের। স্বাস্থ্য তো বেসরকারি বস'দের হাতের মুঠোয় এখন। যেতে বসেছে শিক্ষাও। শুধু কিছু সংখ্যক অসহায় অভিভাবকের কথা কানে ভাসে, 'হামার আর কী দিদিমণি! কামলার ব্যাটা কামলা, মিস্ত্রির ব্যাটা মিস্ত্রি হবে। হামার অত স্বপ্ন দেখি লাভ নাই।'

সরকারি স্কুলে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত মানে একঝাঁক স্বপ্নে বাধা। প্রতিষ্ঠান বন্ধ মানে তো স্বপ্নের মৃত্যু। বাড়বে বাল্যবিবাহ। পরিবারের কাছে একটি বাচ্চার শিক্ষা কেনার ক্ষমতা থাকলে, পিতৃতন্ত্রশাসিত কাঠামোয় পরিবারটি শিক্ষা কিনবে ছেলে বাচ্চার জন্য। মেয়ের জন্য নয়। অনেক শূন্য স্কুলে বেল বাজবে না, মাঠে শিশুরা ছুটে বেড়াবে না, লাইন দেবে না মিড-ডে মিলের জন্য। দেশের উন্নতিতে সবার জন্য শিক্ষা যে কতটা জরুরি, তা হয়তো দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রাষ্ট্র জানে না, জানতে চায়ও না। শিক্ষার অন্তর্জলিযাত্রার সাক্ষী হয়ে আমরা শুধু হাই তুলছি আর পোস্ট করছি। উদাসীনতায় বাঙালিকে একমাত্র হার মানাতে পারে মাঠে ঘাস চিবানো গোরু।

(লেখক শিক্ষক, বাকালি, ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও কত অজানা রে...

হিমাংশু রায়

-ফিজিক্সের ছেলেপুলেরাও গল্পের বই পড়ে!

প্রথম যখন দেখা হল, এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ছিল সুমনদার। রিসার্চ ল্যাবের সঙ্গী সুজনদা মেকানিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্সের চাইতে রুমি, কাহলিল গিবার্ন, ড্যানিয়েল ল্যাডিনস্কির লেখা পড়তে বেশি আগ্রহী। সেদিন বলছিলেন, 'আমি ইংরেজি নিয়ে পড়লে ভালো করতাম বোধহয় বুঝলি।'

কথা হল, পাঠক্রমের বই বাদে আমরা অন্য বই পড়ব কেন? গল্প, কবিতা বা যে কোনও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে লাভ কী?

আসলে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলে না। দরকার সমাজ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান। ইতিহাসের অনেক ঘটনা বা একটি নির্দিষ্ট সময়কে নিয়ে গল্প, উপন্যাস লেখা হয়। সেখানে ঘটনাগুলোর পটভূমি, সামাজিক আর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়।

আমরা জানি, ব্রিটিশরা ভারতে কবে এসেছিল, কতদিন শাসন করেছিল, কীভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজের মুক্তচিন্তার সৌজন্যে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সদর্থক বদল এসেছিল, তা জানতে পারি গল্প-উপন্যাস পড়ে। জানতে পারি তাঁতিয়া টোপি, রানি লক্ষ্মীবাইয়ের সাহসের বর্ণনা।

বই পড়ে নিজের মাটিকে চিনতে পারবে তুমি। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, জনজাতি ও তাঁদের সংস্কৃতি, চা বাগানের মহল্লা, পাহাড়ের ঢালে লুকিয়ে থাকা হাজারো অজানা গল্প জানতে পারবে। বিমলেন্দু মজুমদারের লেখা 'প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের লোক ইতিহাস', 'বিরহড় : একটি বনচারী আদিম আদিবাসী', 'টোটো ফোক টেলস'। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যের কলমে 'পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি'। চারুচন্দ্র সান্যাল রচিত 'দ্য রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল', 'দ্য মেচেস অ্যান্ড দ্য টোটোস, টু সাবহিমালয়ান ট্রাইবস অফ নর্থবেঙ্গল' উল্লেখযোগ্য পাঠ্য।

এসবের পাশাপাশি 'নীলকণ্ঠ পাখির দেশে' পড়লে দেশভাগের সময়কালের অবস্থা জানা যায়। 'কালবেলা' ও 'হাজার চুরাশির মা'তে ফুটে ওঠে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকা। 'একাত্তরের দিনগুলো' পড়লে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানা যাবে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস যেন ঘটনার জীবন্ত দলিল।

তবে একটা কথা ঠিক, একটি উপন্যাস পড়ে পুরো ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না। সেজন্য গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লেখা বই পড়া যেতে পারে। উপন্যাস আসলে একটা নির্দিষ্ট সময়কে ভিত্তি করে লেখা গল্প। সে সময়ের পরিস্থিতি বা কোনও বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে শক্তপোক্ত ধারণা পাবে। যদিও সবকিছুতে লেখকরা স্বাধীনতা নিয়েছেন নিজের মতো করে।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে, 'কল্পনাশক্তি জ্ঞানের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' সেই কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে গল্প, কবিতার বই। সিনেমা যে দৃশ্য পর্দায় আলো ফেলে দেখায়, সেই দৃশ্য বইয়ের পাতা থেকে কল্পনায় টেনে আনার মধ্যে এক অন্যরকম উত্তেজনা আছে, তা বিভূতিভূষণের আরণ্যক পড়ে বোঝা যায়। মাতৃভাষার চর্চা ভীষণ জরুরি। এটা গর্বেরও। মাতৃভাষায় লেখা সাহিত্য আমাদের দ্রুত সংযুক্ত করে।

কল্পনাশক্তি সৃষ্টিশীল মানুষ হতে সাহায্য করে। সৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যে অনুভূতি, সহানুভূতি একটু বেশি থাকে। কারণ যারা সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে পেয়েছে, তারা আর ধ্বংসের দিকে হাত বাড়াবে কেন? মানুষ সুযোগ পেলেই সুখ খোঁজে। বই যন্ত্রণা ভোলাতে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। বই কিন্তু একজন ভালো বন্ধুও। একাকিত্ব গ্রাস করলে সে হাত বাড়িয়ে টেনে তোলে। আনন্দ দেয়, হাসায়, আবার কাঁদায়ও। মনকে ছুঁয়ে যায়।

সব মানুষ এক নয়। উপন্যাস, গল্পের চরিত্রে বৈচিত্র্য বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ও মানুষের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতি ও সেই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর উপায় সম্পর্কে ধারণা দেয়।

বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই, পত্রিকা বা ম্যাগাজিন জ্ঞানের জ্বালে। খবরের কাগজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র আসলে একটি দিনের লিখিত দলিল। ইতিহাস দেশ ও বিশ্বের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়। সাহিত্য আর নীতিকথা অনুভব, অনুভূতি, রাগ, ভালোবাসা, হাসির মতো উপাদান জুড়ে জুড়ে মানবিকতার বৃত্ত তৈরি করে। সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হোক সকলের মধ্যে।

(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা)

গ্রামবাসীর বিপদে-আপদে পাশে পড়ুয়ারা

শুভজিৎ দত্ত

কী নেই ক্যাম্পাসে! স্মার্ট ক্লাস। স্মার্ট টিভিতে প্রেরণামূলক সিনেমা দেখানোর বন্দোবস্ত। জলপানের ওয়াটার রিংগিং বেল। গোটা চত্বরজুড়ে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি। ছাত্র থেকে শিক্ষক, সকলের জন্য বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স। স্পোকেন ইংরেজি শেখানোর বিশেষ ক্লাস। প্রতি শনিবার আমন্ত্রিত শিক্ষকদের কাছ থেকে নাচ, গান শেখার সুযোগ। দুঃস্থ মেধাবীরা যাতে স্টাইপেন্ড (ন্যাশনাল মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ) পেতে পারে, সেজন্য অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের কোচিং। সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে ওয়াটার কুলার।

নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বার্থে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে আরও বহু কিছু। ঝাঁ চকচকে বেসরকারি স্কুলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিতে স্রেফ ইচ্ছেশক্তির ডানায় ভর করেও যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়, তার উদাহরণ ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল। জেলার শিক্ষাকর্তারাও একবাক্যে সেই কথা মেনে নিচ্ছেন।

যদিও বছর তিনেক আগে পরিস্থিতি ঠিক এতটা ভালো ছিল না। হাল ফেরানোর শপথ নেন প্রধান শিক্ষক শুভময় ঘোষ। তাঁর উদ্যোগে শামিল হন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি গোপালচন্দ্র সরকার সহ ২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এগিয়ে আসেন স্থানীয়রাও। তাঁরাই পরিকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেই স্কুল এখন রোল মডেল। চারদিকে সবুজের সমাহার। দেওয়ালে মনীষীদের বাণী। রংতুলির ছোঁয়ায় সেজে উঠেছে গোটা ভবন।

এ তো গেল বাইরের চাকচিক্য। পঠনপাঠনের মানোন্নয়নে খামতি রাখতে নারাজ স্কুল কর্তৃপক্ষ। সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করাই প্রথম লক্ষ্য। পড়ুয়াদের কী অবস্থা, সেটা তাদের অভিভাবককে ডেকে জানানো হয়। শৃঙ্খলাপরায়ণতার পাঠ দেন শিক্ষকরা। বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই বিদ্যালয়টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সার্বিক ফলাফল প্রশংসনীয়। গত দু'বছর ধরে দুটো পরীক্ষাতেই পাশের হার ১০০ শতাংশ। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে এখন মোট পড়ুয়া সংখ্যা ১,২৬৩। এর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা বেশি।

শুধু লেখাপড়া নয়, চরিত্র গঠনও সমানভাবে জরুরি। তাই পড়ুয়াদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা গড়ে তুলতে চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণির ১০০ পড়ুয়াকে নিয়ে চালু করা হয়েছে ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি)-এর কোর্স। গতবছর থেকে একাদশের ১০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে চলছে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস)। সেই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে বার্নিশের বিধ্বস্তদের পাশে দাঁড়ানো হোক কিংবা পানীয় জলসংকট মেটানো, সাধারণকে সবুজায়নের গুরুত্ব বোঝানো থেকে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে কী করণীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতার প্রসারে স্কুলের এনএসএস ক্যাডেটরা কাজ করে চলেছে।

ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল

পণ্যের গুণগতমান যাচাইয়ের ধারণা গড়ে তোলা ও সমাজকে সচেতন করে তুলতে বিদ্যালয়ে গঠন করা হয়েছে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ক্লাব। যার অধীনে বছরভর নানা কর্মসূচি হয়। ছবি আঁকা, প্রবন্ধ রচনার মতো প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

রয়েছে শিশু সংসদ। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছে দশম শ্রেণির অর্পিতা রায়। স্কুল ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় তাকে যোগ্য সঙ্গ দেয় দ্বাদশের রূপশ্রী পাল। সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন শিক্ষকরা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশিত হয় দেওয়াল পত্রিকা 'প্রত্যুষা'। সেখানে পড়ুয়াদের বাছাই করা লেখা জায়গা করে নেয়।

প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনাপর্বে জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি গাওয়া হয় দেশাত্মবোধক গান। একেকদিন একেকটি। বার্ষিক ফুড ফেস্টিভাল নিয়ে পড়ুয়াদের মতোই সমান উৎসাহী অভিভাবকরা। চলতি বছর জাতীয় স্তরের শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে স্কুলের ছাত্রী ভগবতী মণ্ডলের তৈরি করা পার্থেনিয়াম থেকে সার তৈরির মডেল তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের। প্রত্যেক পড়ুয়ার মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা গড়ে তুলতে আলোচনা, মডেল তৈরি সহ নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

ক্যাম্পাস-কথা

মানুষই মানুষের বিপদ ডাকছে

শিলিগুড়ি সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ, গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার উদ্যোগে ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল একদিবসীয় আন্তর্জাতিক বহু শাখাভিত্তিক তরুণ গবেষক সম্মেলন। সম্মেলনের শিরোনাম ও বিষয়বস্তু, 'গ্রহ, পাঠ ও প্রেক্ষিত : পরিবেশতত্ত্বভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।'

অফলাইন ও অনলাইন মাধ্যম মিলিয়ে মোট ৪৬ জন নিজেদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। মেইনজ, এডিনবরো, ঢাকা, টেলমসেন, অক্সফোর্ড এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যোগ দিয়েছিলেন সেমিনারে। মূল বক্তা ছিলেন ডঃ রসলিন জয় আর্ভিং। রসলিন জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক এবং অধ্যাপক। প্লেনারি বক্তা হিসেবে ছিলেন, ঘোষপুকুর কলেজের ডঃ সোমশ্রী সরকার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ইউল্যাব-এর অনিকা তাহসিন ও অধ্যাপক সুতপা সাহা এবং ডঃ বাবলি মণ্ডল।

সূর্য সেন কলেজে সেমিনার

কী আলোচনা হল মূলত?

বর্তমানে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষকরা। পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত জরুরি কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছেন কয়েকজন। তাঁদের ব্যাখ্যা, মানুষ উন্নয়নের অজুহাতে বনাঞ্চল ধ্বংস করছে। প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করে নিজেদের চরম বিপর্যয় ডেকে আনছে। গত কয়েক শতকে, বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের পর, প্রযুক্তিনির্ভর দ্রুত উন্নয়নের কারিগর হিসেবে ভূপ্রকৃতিতে বড় পরিবর্তন ঘটানোর প্রধান কারণ মানুষ। অন্য কোনও প্রাণী গ্রহের ওপর এমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু এই দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপন আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। সুনামি, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রান্তিক মানুষ এবং পশুপাখির জন্য সবথেকে বেশি কঠিন। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির ফলে উপকূলবর্তী বহু বাসিন্দা হারিয়েছেন নিজেদের বসতবাটী।

সেমিনারে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো সমস্যা মানুষের কার্যকলাপ থেকেই সৃষ্ট। পৃথিবীতে প্রতিটা প্রাণের একে অপরের সঙ্গে যে গভীর যোগসূত্র রয়েছে, তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন উপস্থাপকরা। সাহিত্য, চলচ্চিত্র, তত্ত্ব, ইতিহাস ও বিভিন্ন বিষয়ের মিলিত আলোচনা গ্রহজাগতিক ভাবনার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে।

অস্কারজয়ী ভারতীয় সিনেমা 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'-এর প্রসঙ্গ টেনে বোঝানো হয় মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণের আত্মিক যোগাযোগের কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ' আর সুকুমার রায়ের লেখা 'হযবরল'-তে পশুপাখিদের চরিত্রায়িত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, ওদের ভাবনা এবং অনুভূতি রয়েছে মানুষের মতোই। 'জুরাসিক পার্ক'-এর উদাহরণ দিয়ে সেমিনারে প্রশ্ন তোলা হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবদের ফিরিয়ে আনার গবেষণা আদৌ কতটা জরুরি? কতটাই বা নিরাপদ?

স্বামীজির মূর্তি

৩০ এপ্রিল অবসরগ্রহণ করবেন ফালাকাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তার আগে পিতা নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও মা বীথিকা ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসালেন তিনি। মূর্তির নীচে স্তম্ভের গায়ে লেখা বিবেকানন্দের বাণী, 'আমরা সেই শিক্ষা চাই যা চরিত্র গঠন করে, মানসিক শক্তি বাড়ায় এবং বুদ্ধিকে প্রসারিত করে।'

অধ্যক্ষ চাইছেন, স্বামীজির বাণী ও তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে চলুক প্রিয় পড়ুয়ারা। আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে চরিত্র গঠনে বিবেকানন্দের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সুভাষ সেনগুপ্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ঝড়, বজ্রপাতে নির্ঘুম রাত

সানি সরকার ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : বিকেলে আকাশে নজর রেখে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল, বৃষ্টি কি হবে? বৃষ্টি হলে যে ধুলো-ঝড় থেকে রক্ষা মিলবে, বলতে ভুললেন না তেমন কেউই। কিন্তু বৃষ্টির জন্য যাঁরা প্রহর গুনছিল, মাঝরাতে তাঁরাই সিঁটিয়ে রইলেন বিছানার এক পাশে, পরিবার সহ। এছাড়া উপায়ও বা কি! যেভাবে বুধবার রাতে শিলিগুড়িতে বজ্রপাত ঘটেছে, তাতে ভয়ে পেয়েছে কমবেশি প্রত্যেকেই। রাত শেষে ক্ষতির পরিমাণও বুঝতে পেরেছেন শহরবাসী। বজ্রবিদ্যুতে কারও বাড়ির টিভি, রেফ্রিজারেটার নষ্ট হয়েছে, কারও আবার ফ্যান। কারও কারও সমস্ত কিছুই। তবে এমন মানুষেরও খোঁজ মিলেছে, যাঁরা সকালে বিছানা ছাড়ার পর বাড়ির বাইরে পা রেখে চারপাশের জলকাদা দেখে ঝড়-বৃষ্টির টের পেয়েছেন।

বিকেলের মেঘেই জন্ম নিয়েছিল রাতের বৃষ্টি। কিন্তু দুপুরের রোদের জন্য যে এভাবে মাঝরাতে বজ্রপাত ঘটবে, তা ক'জনারই বা জানা ছিল। ফলে রাতে বৃষ্টি শুরু হতেই যাঁরা আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মন খারাপ হতে বেশি সময় লাগেনি। মন খারাপের থেকে ভীতি বড় হয়ে ওঠে, যখন ধারাবাহিকভাবে একের পর এক বজ্রপাত ঘটতে থাকে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ এমন বৃষ্টি তাঁদের কল্পনাতে ছিল না বলে বৃহস্পতিবার অনেকেই বললেন। সুভাষপল্লির বাসিন্দা মণিকা বসাক প্রত্যেকদিন সূর্যনগর মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ করেন। আবহাওয়ার এমন ভোলবদল নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বলছিলেন, 'রাতের বৃষ্টিকে স্বস্তি মনে করেছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাত জেগেই কাটাতে হয়েছে। এতটা ভয় পেয়েছিলাম যে বলে বোঝাতে পারব না।' রাতভর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে কাটিয়ে দেওয়ার কথা বললেন দেশবন্ধুপাড়ার জয়ন্ত সরকার, ভক্তিনগরের সঞ্জীব পালের মতো অনেকেই।

একেই বাজ পড়া, তার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ উপড়ে পড়ায় রাতের ঘুম উড়ে যায় বলে মন্তব্য করলেন অনেকেই। বুধবার রাতে বেশকিছু এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ উপড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। মাঝরাতে শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় একটি বট গাছ উপড়ে পড়ে। সেসময় এলাকাটি শুনসান থাকায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। সকালে পুরনিগমের তরফে গাছটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে একটি ময়না গাছ উপড়ে পড়ে আপার বাগডোগরা পানিঘাটা রোডে। ফলে বাগডোগরা-পানিঘাটা পূর্ত দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট মেজর রোডে যান চলাচল বন্ধ থাকে প্রায় ২ ঘণ্টা। এলাকাটি যথেষ্ট জনবহুল। ফলে ভোর রাতের পরিবর্তে অন্যসময় গাছটি পড়লে বড় দুর্ঘটনা ঘটত বলে মনে করছেন অনেকেই। অবশ্য সড়কের পাশে দোকান ও বাড়িঘরের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। বন দপ্তরের বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা গাছ কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'বেশকিছু এলাকাতেই গাছ পড়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। সেইমতো পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

আপার বাগডোগরা পানিঘাটা রোডে ভেঙে পড়া গাছ। -সংবাদচিত্র

ঝড় ও বাজে ক্ষতি

- বুধবার রাতে শিলিগুড়িতে যেভাবে বজ্রপাত হয়েছে, তাতে ভয় পেয়েছেন অনেকেই
- বজ্রবিদ্যুতে কারও বাড়ির টিভি, রেফ্রিজারেটার নষ্ট হয়েছে, কারও আবার ফ্যান
- প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় বেশ কয়েক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ায় রাতের ঘুম উড়ে যায়
- মাঝরাতে জংশন এলাকায় একটি বট গাছ উপড়ে পড়ে, সকালে তা সরিয়ে দেওয়া হয়
- বৃহস্পতিবার ভোরে একটি ময়না গাছ উপড়ে পড়ে আপার বাগডোগরা-পানিঘাটা রোডে

বজ্রপাতের জেরে অনেকের বাড়ির বৈদ্যুতিন সামগ্রী নষ্ট হয়। রথখোলার বাসিন্দা বিকাশ বসু বলেন, 'সকালে বুঝতে পারি টিভি, রেফ্রিজারেটার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' দক্ষিণ ভারতনগরের দুলাল সূত্রধরের বাড়ির তিনটি ফ্যানই জ্বলে গিয়েছে। 'তবে বৃষ্টি এবং বাজ পড়ার ঘটনা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর জানতে পেরেছি' স্বীকারোক্তি দুলালের।

এবার শহরের তকমা চায় শিবমন্দির

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : রাস্তার পাশে সারি সারি রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বড় বড় মল-শোরুম। রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সবদিক থেকে শিবমন্দির শিলিগুড়ির সঙ্গে যেন পাল্লা দিচ্ছে। জায়গাটি এখনও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। প্রথম কেউ এসে সবকিছু দেখে এই কথা শুনলে নির্ঘাত অবাক হবেন। এত উন্নত, এত সুযোগসুবিধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়ে গিয়েছে শিবমন্দির, প্রশ্ন স্থানীয়দের। ক্ষোভও রয়েছে বিস্তর।

এলাকার উন্নতির দিকে তাকিয়ে শিবমন্দিরকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় নিয়ে আসার দাবি উঠতে শুরু করেছে। এই দাবির পক্ষে খোদ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। বিষয়টি বিধানসভায় তুলেছেন, দাবি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়কের। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ আরেক ধাপ এগিয়ে মাটিগাড়া ব্লকের বেশিরভাগ এলাকা নিয়ে আলাদা পুরসভা গঠনের দাবি তুলেছেন। দাবিটা অবশ্য দীর্ঘদিনের।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন জনাকয়েক তরুণ-তরুণী। তাঁদের একজন বাংলা বিভাগের ছাত্রী অরুণিতা সাহা। বললেন, 'ভাবতে অবাক লাগে, এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটি এখনও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ। শিবমন্দিরকে পুরনিগমের অধীনে আনা উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

অনুজ কুমার স্থানীয় ব্যবসায়ী। তাঁর মতে, 'আমি যে পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে রয়েছি, তা কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। চারদিকে বহুতল মাথা তুলছে। শিলিগুড়ি কিংবা অন্য কোনও শহর থেকে কোনও অংশে কম নয়। তাহলে কেন এখনও গ্রামের তকমা থাকবে।'

সায়ন কুণ্ডু নামে স্থানীয় এক তরুণের গলায় একই সুর। পঞ্চায়েত এলাকা হওয়ায় যে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সে কথা তুলে ধরে বললেন, 'এখনও আমাদের রাস্তা খারাপ হলে সময়মতো সংস্কার হয় না। পথবাতির সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় না। ফান্ডের অজুহাত দেখান জনপ্রতিনিধিরা। পুরনিগমের অধীনে থাকলে অনেক তাড়াতাড়ি সুরাহা মিলতে পারে।'

শিবমন্দির পুরনিগমের আওতায় এলে যে আরও বেশি উন্নয়ন হবে, তা মনে করেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সুজয় সাহার কথায়, 'অনেকদিন আগে থেকে পুরনিগমের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। তবুও লাভ হয়নি। এখন শিবমন্দিরে পড়াশোনা থেকে চাকরিসূত্রে বাইরে থেকে বহু মানুষ আসছেন। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নার্সিংহোম ও হোটেল- রয়েছে সবই।'

আঠারোখাই পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের যুথিকা রায় খাসনবিশের বক্তব্য, 'শিবমন্দির পুরনিগমের অধীনে এলে অবশ্যই সকলের আরও সুবিধা হবে। এই এলাকাকে এখন আর গ্রাম বলা যায় না।' মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'আমি এই ইস্যুতে পুরমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। মাটিগাড়া থেকে শিবমন্দির, পুরো এলাকা এখন শহরে পরিণত। কাছেই রয়েছে উত্তরায়ণ, সিটি সেন্টার। সেসব জীবনযাপনের মান বদলে দিয়েছে।'

দ্রুত বদলে যাচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ে -২-এর পাশের জনবসতি এলাকা।

MOULIN ROCK
100% Cotton Shirts
@ ₹ 495/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991- 99999

দাবির ভিত্তি

- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিংহোম, শোরুম থেকে মল
- কাছেই থাকা উত্তরায়ণ, সিটি সেন্টার বদলে দিয়েছে জীবনযাপনের ধরন
- শিক্ষা থেকে কর্মসূত্রে বাইরে থেকে আসছেন বহু মানুষ
- শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় আসতে চাইছেন স্থানীয়রা
- সমর্থন আঠারোখাইয়ের প্রধান, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়কের

ধৃত চার দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : জংশন এলাকায় অপরাধমূলক কাজের জন্য জড়ো হওয়ার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুনীল তামাং, সাগর তামাং, কমল রায় ও শিবম বিশ্বকর্মা। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ধিক্কার সভা

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বাঘা যতীন পার্কের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে ধিক্কার সভারও আয়োজন করা হয়। ধিক্কার সভায় বক্তব্য রাখেন এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, এবিপিটিএ'র সভাপতি সংগ্রাম দে দাস সহ অন্যরা।

বেহাল নালায় ভোগান্তি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১০ এপ্রিল : বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে চরম ভোগান্তির শিকার ইসলামপুর পুরসভার বাসিন্দারা। বর্ষা আসার আগেই এলাকায় জল জমে এমন পরিস্থিতির কারণে চিন্তিত তাঁরা। কোথাও রাস্তার ওপর জল জমে রয়েছে, আবার কোথাও বাড়িতে ড্রেনের নোংরা জল ঢুকে নাজেহাল অবস্থা। বৃহস্পতিবার সকালে লাগাতার কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টির কারণে এমনই চিত্র ধরা পড়েছে ইসলামপুর পুরসভার ২ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে।

পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশ্বরী ভবনের সামনের রাস্তায় জল জমে যায়। তবে এই সমস্যা শুধু এবারের নয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অল্প বৃষ্টিতেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সত্ত্বেও কেউ এই সমস্যার সমাধান করছেন না। স্থানীয় কাউন্সিলারকে সমস্যার কথা জানালেও তিনি শুধু আশ্বাস দিয়েই মুখ ফিরিয়ে রাখছেন বলে অভিযোগ। রাস্তার পাশে ড্রেন থাকলেও তা নজরে পড়ছে না। কারণ নিকাশি ব্যবস্থার এমন বেহাল অবস্থা যে ড্রেনে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে একদিনের বৃষ্টিতেই হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যাচ্ছে।

ওই এলাকার বাসিন্দা ললিত বাহেতি বলেন, 'প্রতি বছর আমরা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। রাস্তার পাশে ড্রেনে বৃষ্টির জল জমে থাকার কারণে বিশেষ করে এলাকার বাচ্চা এবং বৃদ্ধরা যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়েন।'

ইসলামপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রীতি যাদব বলেন, 'বড় নিকাশিনালার কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন করে এবং ড্রেন পরিষ্কার করে এই সমস্যার সমাধান করা হবে।'

অন্যদিকে, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার কার্যালয়ের ঠিক পিছনদিকে নিউটাউন এলাকায় প্রায় দু'মাস আগে ড্রেনের ওপর স্ল্যাব বসানোর ফলে নোংরা জল এলাকায় জমে থাকছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্ল্যাব বসানোর জন্য ড্রেনের যেই অংশ ভাঙা হয়েছিল, তা ড্রেনের ভেতরেই ফেলা হয়েছে। সেই কারণে ড্রেন ভরাট হয়ে আছে এবং ড্রেনের নোংরা জল উপচে পড়ছে।

বিশ্বজিৎ থাপা নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা অভিযোগ করে বলেন, 'স্ল্যাব বসানোর সময় বারবার করে বলা হল ড্রেনের ভিতরে ফেলা কংক্রিটগুলি পরিষ্কার করে তারপর স্ল্যাব বসাতে পারত। কেউ কর্ণপাত করলেন না। বাড়ির জল ড্রেনে যাওয়ার পরিবর্তে এখন ড্রেন ভরাট হয়ে উলটে ড্রেনের নোংরা জল বাড়িতেই ঢুকে যাচ্ছে। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।' পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানিক দত্তকে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালের বর্ষণে রাস্তায় নর্দমার জল। -সংবাদচিত্র

নদীর চরে জুয়ার আসর

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীর চর এলাকায় বসছে জুয়ার আসরও। তা বসছে একেবারে নদীর মাঝে জেগে ওঠা চরে। এমনই ছবি দেখা গিয়েছে এয়ারভিউ মোড়ের মহানন্দা সেতু লাগোয়া এলাকায়।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, মহানন্দা নদীর মাঝের চরে বসেছে জুয়ার আসর। স্থানীয় অনেকে বললেন, আসলে পুলিশ থেকে বাঁচতে এই নতুন পন্থা। যেহেতু এই চর কোনও ওয়ার্ডের অন্তর্গত নয়, তাই লোকজনের মাথাব্যথাও কম। সেই কারণে আসরও চলছে রমরমিয়ে। মাঝেমধ্যে পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয় ঠিকই। তখন জুয়ার আসর সাময়িক বন্ধ হলেও কয়েকদিন পর পরিস্থিতি যে-কে-সেই।

মহানন্দা নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ পাল বললেন, 'আগে নদীর তীরে এই আসর বসত। স্থানীয়দের সক্রিয়তা ও পুলিশের অভিযানের কারণে এখন জুয়ারিরা আসর বসাচ্ছে নদীর মাঝের চরে।'

আরেক বাসিন্দা অজয় সরকারের কথায়, 'আমরা প্রতিবাদ করলে তাতে কোনও কাজ হয় না। ওরা পুলিশ ও প্রশাসনেরও তোয়াক্কা করছে না। আসর বন্ধ করতে পুলিশের তরফে কঠোর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

গুরুং বস্তির রাজেন ছেত্রীর কথায়, 'আমরা কিছু বললে এরা দলবদ্ধভাবে আমাদের উপর চড়াও হয়। সেই কারণে অনেকেই প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'এভাবে শহরে নদীর মাঝে জুয়ার আসর চলতে পারে না। আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শক্তিগড় যুব সংঘ ক্লাবের তরফে নবরূপে তৈরি করা হয়েছে কালাসাধুর মা কামাখ্যা মন্দির। পুজোপাঠের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, কালাসাধু নামে এক তান্ত্রিক প্রায় ৮০ বছর আগে মন্দিরটি স্থাপন করে সেখানে তন্ত্রসাধনা করতেন। ওই তান্ত্রিক মারা যাওয়ার পর থেকে মন্দিরটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। সেই কারণে ক্লাবের তরফে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করা হয়। কমিটির তরফে বুদ্ধ রায় জানান, বাংলা নববর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে।

বার্ষিক উৎসব

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : আগামী ১৯ ও ২০ এপ্রিল হায়দরপাড়ার সাই মন্দিরে বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হবে। পুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল উৎসব সহ নানা অনুষ্ঠান চলবে সাই মন্দিরে। বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে হায়দরপাড়া সাই দরবারের সম্পাদক সঞ্জীব নাট্টা জানিয়েছেন।

আশ্বাসে আর ভরসা নেই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : প্রতি বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। স্থায়ী সমাধান দীর্ঘদিনের দাবি। জলনিকাশি ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে তাই পিডব্লিউডি মোড়ে জ্যাক পুশিং শুরু হয়। বর্তমানে সেই কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে। যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড়, অশোকনগর এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লিবাসী। এবারও কি তবে জুতো হাতে নিয়ে পার হতে হবে রাস্তা? প্রশ্ন সাধারণের।

চলতি বছর বর্ষার আগে কাজ শেষ হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। বললেন, 'বাকি কাজ শেষ করতে টেন্ডার করা হয়েছে। আশা করি, এ বছর বর্ষা শুরুর আগেই শেষ হবে কাজ।'

ভুক্তভোগীরা যে প্রতিশ্রুতির মোহে বাঁধা পড়বেন না, তা স্পষ্ট হল কথা বলে। অশোকনগরের বাসিন্দা দীপঙ্কর রায়ের ক্ষোভ, 'দীর্ঘদিন ধরে শুনছি, জল জমার সমস্যা মিটে যাবে। এদিকে, বছরের পর বছর কেটে গেলেও সমাধান হল কই। তিন বছর আগে পিডব্লিউডি মোড়ের কাছে কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ এক বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ। মনে হচ্ছে, এবারও জলমগ্ন হবে এলাকা।'

মাঝপথে কাজ বন্ধ হল কেন?

সূত্রের খবর, যে সংস্থা জ্যাক পুশিংয়ের কাজটি করছিল, তারা

অর্ধসমাপ্ত পিডব্লিউডি মোড়ের জ্যাক পুশিং

অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে চলে গিয়েছে।

শক্তিগড়ের বাসিন্দা অমিতাভ সরকার বললেন, 'অন্তত দশ বছর ধরে শুনছি, সমস্যা মিটবে। তাই আর বিশ্বাস হয় না।'

কথা ছিল, পিডব্লিউডি মোড়ে জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শেষ হলে নিকাশিনালার জল সহজে এলাকা থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব হবে। সেই সুদিন আপাতত বিশবাঁও জলে।

রাস্তাজুড়ে ফের পসরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : আশঙ্কাই বাস্তবের পথ ধরল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। বুধবার পুরনিগমের অভিযানের সময়ই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, বৃহস্পতিবার সকালের ছবিতে উচ্ছেদের চিহ্নমাত্র নেই। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে ফের পসরা সাজিয়ে বসে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযানকে 'ডোন্ট কেয়ার' ব্যবসায়ীদের মনোভাবে স্পষ্ট। এক ব্যবসায়ীর সোজাসাপটা জবাব, 'বুধবার সরিয়ে দিয়েছিল, চলে গিয়েছি। আজ তো সরাতে আসেনি, তাই দোকান নিয়ে বসে পড়েছি।' এখানে ব্যবসা না করলে খাবেন কী? বললেন বাকিরা। বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'উচ্ছেদের পর দোকান নিয়ে বসলে, আবার অভিযান হবে। শহরের ব্যস্ত জায়গাগুলিকে দখলমুক্ত করা হবে।'

সাধারণ মানুষের মন জয়ে শহরের ব্যস্ততম জায়গাগুলিকে দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। কিন্তু হাসপাতালের সামনে পুরনিগমের ওষুধে কোনও কাজ হচ্ছে না। বারবার একই ঘটনায় অভিযানটা হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকদেখানো। যেমন বুধবার এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত দোকান। কিন্তু বৃহস্পতিবার আগের মতোই সমস্ত দোকান রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গায়। কেন তাঁরা ফিরে এসেছেন? রামপ্রসাদ রায় বললেন, 'স্থায়ী জায়গা পেলে তো চলেই যেতাম। অনেকবার নাম লিখে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু জায়গা পাইনি। তাই যতবার ওঠাবে, ততবার পুনরায় ফিরে আসব।'

শুধু জেলা হাসপাতালের সামনে নয়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পাশে এবং ভুটিয়া মার্কেটের সামনেও মঙ্গলবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল পুরনিগমের তরফে। বৃহস্পতিবার দেখা গেল ছবিটা আগের মতোই। ভুটিয়া মার্কেটের সামনে থেকে গোষ্ঠ পাল মূর্তি যাওয়ার রাস্তায় ফের দোকান বসেছে। ৬৬ বছর বয়সি প্রবীর সরকার বললেন, 'আমার একটা কৃত্রিম পা লাগানো। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। বাড়িতে বিধবা দিদি রয়েছেন। আমি যা উপার্জন করি, তাতেই দুজনের চলে। এখান থেকে সরিয়ে দিলে কী করব?' ৫৮ বছর বয়সি সুকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য, তাঁর বাড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম দুজন রয়েছেন। তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে কীভাবে চলবে সংসার।

ফুটপাথের একটি দোকান থেকে জিনিস কেনার ফাঁকে চিন্ময়ী সরকার বললেন, 'ওঁরা আর কোথায় যানজট সৃষ্টি করে? ভুটিয়া মার্কেটের সামনে চিকিৎসকদের গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকে সেটা দেখা উচিত।'

হাসপাতালের সামনে ফের রাস্তায় দোকান। ছবি : সূত্রধর

কর্মখালি
উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য প্রুফরিডার এবং ডিটিপি অপারেটর
প্রুফরিডার
বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে, ভুল বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণগত ভুল পীড়া দেয় এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। যোগ্যতা : অন্তত ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

ফের ট্রেনের এসি কোচে ধোঁয়া

দেরিতে ছাড়ল উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস

প্রসেনজিৎ সাহা ও সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১০ এপ্রিল : দিন পনেরো আগের ঘটনা। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এসি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। ওই ধোঁয়া ধীরে ধীরে কোচের ভিতরেও প্রবেশ করে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বৃহস্পতিবার বামনহাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এসি কোচ বি-১'এর এসি বক্স থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। যাত্রীরা রীতিমতো ঘাবড়ে যান। অনেকেই ট্রেন থেকে নেমেও পড়েন। তৎক্ষণাৎ রেলকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা এসে আগুন নিভিয়ে দেন।

পরপর এধরনের ঘটনায় এলএইচবি কোচের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দিনহাটা-কোচবিহার রেলযাত্রী মঞ্চের আহ্বায়ক রাজা ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এদিনের ঘটনার কথা শুনেছি। বড় কোনও দুর্ঘটনা না হলেও রেল আধিকারিকদের এবিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে। কোচগুলি পরিবর্তনেরও প্রয়োজন রয়েছে।'

যদিও বড় কোনও ঘটনা না হওয়ায় ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময় থেকে কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

বামনহাট স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে এসি টিয়ার বি-১ কামরার দরজা খুলতে গিয়ে এক যাত্রী প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পান। এরপরই তিনি বাকিদের বিষয়টি জানান। যাত্রীরা ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। যাত্রী মিম হোসেন বলেন, 'রেলকর্মীরা এসে দ্রুত আগুন নেভাতে তৎপর হন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্বস্তি মেলে। কোনওভাবে শর্টসার্কিট থেকে হয়তো আগুন লেগেছে।'

উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার কথায়, 'স্মোক অ্যালার্ম বেজেছিল বলে বিষয়টি জানতে পারি। যদিও সেখানে থাকা কর্মীদের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সেরকম বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট দেরিতে বামনহাট স্টেশন থেকে ছাড়ে।'

কিছুদিন আগে শিয়ালদা থেকে বামনহাট আসার পথে এনজেপির আগে যাত্রীরা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এসি কন্ট্রোল প্যানেলে ধোঁয়া দেখতে পান। সেসময় রেলকর্মীদের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন ফের একই ঘটনা ঘটে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এসি কোচে আগুন লাগার ঘটনায় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যাত্রী আনোয়ার মিয়াঁ বলেন, 'যেভাবে রেল দুর্ঘটনা ঘটছে তাতে আমরা আতঙ্কিত। তাই কোচগুলিতে নিয়ম করে পর্যবেক্ষণ জরুরি বলেই আমার মনে হয়।'

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এই কোচেই ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক ছড়ায়।

> স্মোক অ্যালার্ম বেজেছিল বলে বিষয়টি জানতে পারি। যদিও সেখানে থাকা কর্মীদের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সেরকম বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

আয় তোকে আদর করি।। *বৃহস্পতিবার কোচবিহার ধলুয়াবাড়িতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

বিধাননগরে আসতে পারেন রাষ্ট্রপতি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : সব ঠিক থাকলে চলতি মাসেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে আসতে পারেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই দাবি করেছে ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিল।

২৪ এবং ২৫ এপ্রিল বিধাননগরের সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের মাঠে হতে চলেছে ইন্টারন্যাশনাল আদিবাসী সাঁওতাল কনফারেন্স। সেই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি ছাড়াও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কনফারেন্সে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে কাউন্সিল।

ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী সভাপতি নরেশকুমার মুর্মু বলেছেন, 'আদিবাসী-সাঁওতালদের নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি তুলে ধরার পাশাপাশি সাংবিধানিক অধিকার, লিপি, সংস্কৃতি সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হবে কনফারেন্সে। কথা হবে বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো বিষয় নিয়েও।' কাউন্সিলের সম্পাদক চুনিয়া মুর্মুর বক্তব্য, 'প্রতি দুই বছর অন্তর এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এবারই তা প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রথমে বাংলাদেশে কনফারেন্স আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তা করা হয়েছে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এতে অংশ নেবেন।'

সাঁওতাল কাউন্সিলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২৪ এপ্রিল বিকেলে বিধাননগরের সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের মাঠে রাষ্ট্রপতি কনফারেন্সে যোগ দেবেন।

> ইন্টারন্যাশনাল আদিবাসী সাঁওতাল কনফারেন্সে রাষ্ট্রপতির আসার কথা। তাই বাছাই করা ১৫০০ জনকে নিয়ে এই কর্মসূচি করা হবে। প্রশাসন বিষয়টি দেখছে। ২৫ এপ্রিলের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত আমলারা থাকবেন।
>
> **চুনিয়া মুর্মু** সম্পাদক
> ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিল

চুনিয়া মুর্মুর সংযোজন, 'এই কনফারেন্সে দেশের রাষ্ট্রপতির আসার কথা। তাই বাছাই করা ১৫০০ জনকে নিয়ে এই কর্মসূচি করা হবে। প্রশাসন বিষয়টি দেখছে। ২৫ এপ্রিলের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত আমলারা থাকবেন।'

চুনিয়া, নরেশের পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছোটন কিসকু, জশাই মুর্মু, সঞ্জয় মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিল।

নেপাল চায়ের আমদানি বন্ধের সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : নেপাল থেকে আসা নিম্নমানের চায়ের দাপটে দেশের বাজারে মার খাচ্ছে দার্জিলিং চা। শুল্কমুক্তভাবে ভারতে প্রবেশ করে ওই চা দার্জিলিং চায়ের নাম ব্যবহার করে খোলাখুলিভাবে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। এই পরিস্থিতিতে নেপালের চায়ের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে সংসদের বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

আর তা সম্ভব না হলে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি উচ্চ শুল্ক আরোপ করার পরামর্শ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কমিটির তরফে সুপারিশ করা হয়েছে যে, বর্তমানে অধিকাংশ খাদ্যসামগ্রী প্লাস্টিকের প্যাকেটে প্যাকেজিং করা হচ্ছে, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দেশের সমস্ত খাদ্যসামগ্রী ও চিনি প্যাকেজিংয়ে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান ওষুধের মূল্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওই কমিটি। তারা জানিয়েছে, জীবনদায়ী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। চর্মশিল্পে দেশের অগ্রগতির রূপরেখা তৈরি করতে গিয়ে সংসদীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির বিষয়টি তুলে ধরেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের চর্মশিল্পে যে অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রশংসা করেছেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ রমেশ অবস্থি বলে জানা গিয়েছে।

'নিরাপদ আশ্রয়'

প্রথম পাতার পর

এসে ওই তরুণ গা-ঢাকা দেয়। ভিনজেলা থেকে নাবালিকাদের ফুসলিয়ে নিয়ে এসে শহরে গা-ঢাকা দেওয়ার সংখ্যা আরও বেশি। এমনকি বাংলাদেশিরাও শহরে থাকছে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। বুধবার রাতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাটিগাড়া থানার পুলিশ বাংলাদেশি দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের দেড় বছরের সন্তানও রয়েছে। স্বামী শহরে অনলাইন ফুড ডেলিভারির কাজ করছিল।

অপরাধীদের আশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর রয়েছেই। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার মনে করছেন, 'বর্ডারগুলোরতে এব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নজরদারি দেওয়া প্রয়োজন।' তবে তিনি এও স্বীকার করছেন, 'বাড়ির মালিকরা এখনও সচেতন নন।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'যারা এমন করছে, খোঁজ নিয়ে দেখবেন, পেছনে নিশ্চয়ই কোনও শাসকদলের নেতা রয়েছে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'শিলিগুড়িতে সবসময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজনের যাওয়া-আসা চলছে। ওই সুযোগে দুষ্কৃতীদেরও আসছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে আমরা বহিরাগত দুষ্কৃতীদের যোগ পাচ্ছি। আমরা এব্যাপারে নজরা রাখছি।'

দায়ী নির্যাতিতা, রায়ে বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

সেই মামলাটিও ছিল ধর্ষণ সংক্রান্ত। যাতে বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্র বলেছিলেন, মেয়েদের বুকে হাত দেওয়া বা পাজামার দড়ি ছিঁড়ে ফেললেই ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণের চেষ্টা বলা যায় না। শেষপর্যন্ত অবশ্য ওই রায় নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। ওই রায় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন দেশের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীও।

সুপ্রিম কোর্ট ওই রায়ে সংবেদনশীলতার চূড়ান্ত অভাব আছে বলে ভর্ৎসনা করেছিল। বিচারপতি সঞ্জয়কুমার সিংয়ের রায়ে তেমনই অভাবের প্রতিফলন আছে বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। যে ঘটনা নিয়ে এই মামলা, সেটি ঘটেছিল গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। অভিযোগকারিণী তরুণী উত্তরপ্রদেশের নয়ডার একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিন বান্ধবীর সঙ্গে একটি পানশালায় গিয়ে পূর্বপরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

মদ্যপানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়ার নাম করে ওই পুরুষদের একজন আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেছিল বলে ওই তরুণী অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছরের ১১ ডিসেম্বর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল। মামলায় বিচারপতির বক্তব্য, 'নির্যাতিতা নিজেই জামিনের আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলেন। অভিযুক্ত নির্যাতিতাকে নিজের বদলে আত্মীয়ের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে দু'বার ধর্ষণ করেছিলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণের পরিপন্থী।'

বিচারপতি বলেন, 'নির্যাতিতা যা বয়ান দিয়েছেন, তাতে এটি কোনও ধর্ষণের মামলাই নয়, বরং দুই পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে সম্পর্কের মামলা বলা যেতে পারে।' অভিযুক্তের নাম নিশ্চল ছন্দক। জামিন মঞ্জুর করলেও তাকে তদন্তে সহায়তা করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত এখন জেলে বন্দি। তার অতীত অপরাধের ইতিহাস নেই।

বিচার প্রক্রিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়া বা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার সুযোগ নেই বলে হাইকোর্টকে জানান অভিযুক্তের আইনজীবী। উত্তরপ্রদেশ সরকারের আইনজীবী অবশ্য জামিন মঞ্জুর করার বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিচারপতি সেই আপত্তিতে কান দেননি। ধর্ষণের মতো অভিযোগ অত্যন্ত সংবেদনশীল। এরকম অভিযোগে দেশের জনমত বারবার গর্জে ওঠে। নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক মহল সকলেই ধর্ষকের কঠোর সাজা দাবি করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে সেই দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় তাই প্রশ্ন উঠছে।

উত্তরবঙ্গে কমলা সতর্কতা

কালবৈশাখীর তাণ্ডবের পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বুধবারের মতো লক্ষ্মীবারেও বৃষ্টি হয়েছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। সঙ্গে বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়া। ক'দিন আগেও বৃষ্টির জন্য যে আফসোস ছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা উধাও। বরং বাঙালির মনে পয়লা বৈশাখ নিয়ে নতুন শঙ্কা জন্ম নিয়েছে। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই বলছেন, 'এবছরটাও মনে হয় মাটি হবে বৃষ্টির জলে।' টানা কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, বাংলা নতুন বছরের প্রথমদিন কোথায়, কতটা বৃষ্টি হবে, তা এখনও নিশ্চিত করেনি আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার জন্য আগামী তিনদিন কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'উত্তর-পূর্ব বিহারে বাতাসের উপরিভাগে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এমন ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর বাংলাদেশেও। ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায় ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতি বেশ কিছুদিন থাকবে।'

ঝোড়ো হাওয়ায় উপড়ে পড়েছে বটগাছ। শিলিগুড়ির বাংলাদেশ মার্কেটে।

বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সর্বত্রই। কিন্তু প্রস্তুতির মাঝেই আশঙ্কার মেঘ এসে হাজির। তবে পয়লা বৈশাখে বৃষ্টি হবে কি না, তা নির্ভর করছে উত্তর-পূর্ব বিহারের উপর সৃষ্টি ঘূর্ণাবর্তটির স্থায়িত্বের ওপর। তবে তার আগে আগামী তিনদিন যে উত্তরবঙ্গে টানা বৃষ্টি চলবে, সেই পূর্বাভাস দিয়ে এখানকার আটটি জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবারের পর শুক্র এবং শনিবারও মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি হবে এই তিন জেলার দু'-একটি জায়গায়। হাওয়ার গতিবেগ কিছুটা কম থাকলেও উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও যথারীতি বজ্রপাত এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দফায় দফায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে নজর রেখে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা বলেছে আবহাওয়া দপ্তর। এখনও কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। বৃহস্পতিবার দুপুরের রোদ অনেককেই খুশি করেছে। কিন্তু এই রোদেই লুকিয়ে ছিল আগামীর বিপদ। কেননা, ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান, জলীয় বাষ্পের জোগানের মধ্যে যদি রোদের জন্য বায়ুস্তর তপ্ত হয়ে ওঠে, তবে তা বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির ক্ষেত্র তৈরি করে। যে কারণেই বুধবার মাঝরাতে একাধিক জায়গায় আছড়ে পড়েছে বজ্রপাত, কালবৈশাখীর তাণ্ডবে উপড়ে পড়েছে একের পর এক গাছ। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বৃহস্পতিবারও।

জওয়ানের মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ১০ এপ্রিল : ফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বন্দরগছে বৃহস্পতিবার বজ্রপাতে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। মৃত দীপক কুমার (৪২) বিহারের বাসিন্দা। তিনি বিএসএফের ১৮ নম্বর ব্যাটালিয়নে কনস্টেবল হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। টহল দেওয়ার সময় সূর্যাপুর এলাকার ২৩ নম্বর গেটে ওই জওয়ান বজ্রপাতে প্রাণ হারান। জওয়ানরা তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এক চেয়ারে

প্রথম পাতার পর

যতই অনলাইনে টেন্ডার হোক না কেন, কাছের লোক এবং নির্দিষ্ট অঙ্কের কাটমানি না পেলে কোনও কাজের বরাত দেওয়া হয় না। আর এই চক্রে দপ্তরে বহুদিন ধরে চেয়ার আঁকড়ে থাকা একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধেই বরাবরের অভিযোগ রয়েছে। মহকুমা পরিষদে নতুন বোর্ড আসে, নতুন কর্তারা দায়িত্ব নেন ঠিকই কিন্তু ওই আধিকারিকদের দাপট এতটাই যে কেউই ব্যবস্থা নিতে পারেন না। আর শুধু মহকুমা পরিষদই নয়, ওই অফিস ভবনেই ভাড়ায় থাকা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মাধ্যমেও শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় কোটি কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ হয়। মহকুমা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং দুই দপ্তরের কিছু বাছাই করা কর্মকর্তাদের নিয়ে এই সিন্ডিকেট চলে বলে অভিযোগ।

দিনভর অফিস চলার পরে সন্ধ্যায় মহকুমা পরিষদের এক ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে ঠিকাদারদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানেই কে কোন কাজ পাবেন, কত শতাংশ কাটমানি দিতে হবে এই সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত হয়। বহুবার এনিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পদক্ষেপ হয়নি।

গত মাসের শুরুতে আলিপুরদুয়ার থেকে একজনকে পদোন্নতি দিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার করে পাঠানো হয়েছে। অথচ এখানে ১৩-১৪ বছর ধরে চেয়ারে থাকা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার এখনও দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি বলে অভিযোগ। দপ্তর সূত্রের খবর, এখানে নতুন একজনকে দায়িত্বে পাঠানো হলেও বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বদলির নির্দেশিকা আসেনি। ফলে তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি। পুরো বিষয়টি নিয়েই দপ্তরের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যদিও দপ্তরে সিন্ডিকেটরাজের অভিযোগ সভাধিপতি মানতে চাননি। তিনি বলেছেন, 'অফিসে একটি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দুজন রয়েছেন। শীঘ্রই আগের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বদলির নির্দেশ এসে যাবে।'

প্রাথমিকে অধ্যক্ষের ক্লাস

ধূপগুড়ি, ১০ এপ্রিল : নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে স্কুলে স্বেচ্ছাশ্রমের আহ্বান জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। অথচ খুদে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কলেজ প্রিন্সিপালকে ক্লাস করাতে দিয়ে শোকজের মুখে পড়েছেন ধূপগুড়ি গাদং ২ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল সাত্তার। স্কুল শিক্ষা দপ্তর তথা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের বিষনজরে পড়ে ইতিমধ্যেই লিখিত জবাবদিহি করতে হয়েছে প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। সাত্তার অবশ্য বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার কাছে যা যা জানতে চেয়েছে সবটাই বিস্তারিত লিখিত জানিয়েছি। সেসব নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলব না।'

ঘটনার সূত্রপাত গত ৪ এপ্রিল। ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিজয় দেবনাথ প্রাইমারি স্কুলে 'ফান অ্যান্ড লার্ন' কর্মসূচি বাস্তবায়নে গিয়েছিলেন। ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যাপকদের উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক শিক্ষামূলক একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে বুনিয়াদি শিক্ষা স্তরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার আধুনিক ও মনোগ্রাহী পদ্ধতি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকরা প্রাথমিক স্কুলগুলিতে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সমস্যা কোথায়, বোঝার চেষ্টা করেন।

'ফান অ্যান্ড লার্ন' শীর্ষক এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই সেদিন ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ওই স্কুলে যান এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বলেন। এরপর অভিভাবকদের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়।

শোকজ প্রধান শিক্ষককে

সেই আলোচনায় শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু বিষয় নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই তোলপাড় শুরু হয় জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে। কেন অধ্যক্ষকে স্কুলে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তার কৈফিয়ত চাওয়া হয় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে।

ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার পোষিত প্রাইমারি স্কুলে যে মানের ইংরেজি পাঠ্যবই রয়েছে তা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। সেই পাঠ্যবইকে পড়ুয়াদের কাছে আরও মনোগ্রাহী করে তুলতে কিছু পদ্ধতি নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন কাজ করছি। ন্যাক প্রতিনিধিদলের সামনেও সেটা আমরা তুলে ধরেছিলাম এবং প্রশংসা পেয়েছি। সেদিন সেই 'ফান অ্যান্ড লার্ন' নিয়েই পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এর পিছনে বিতর্ক কেন হচ্ছে জানি না।'

কলেজের একজন অধ্যক্ষ প্রাথমিক পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা করায় কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে স্থানীয় শিক্ষক মহলেও। এক প্রবীণ প্রাথমিক শিক্ষকের কথায়, যতদূর জানি এনিয়ে প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক আবদুল সাত্তারকে ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাঁকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। ধূপগুড়ি সার্কেলের এসআই তাপস দাস প্রধান শিক্ষকের লিখিত জবাবদিহি জমা দেওয়ার কথা মেনে নিয়েছেন। তবে এলাকার অভিভাবকরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সংকট তীব্র

প্রথম পাতার পর

একাধিক এমন বাড়ি রয়েছে যেখানে পানীয় জলের সংযোগ থাকলেও জল আসছে না। শহরে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে প্রায় প্রতিটি টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেই অভিযোগ আসছে। গত কয়েকদিন ধরে পুরনিগমের ৪-৯ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। এই ওয়ার্ডগুলিতে বাড়ি বাড়ি জল তো দূরের কথা, রাস্তার স্ট্যান্ডপোস্টেই ঠিকমতো জল মিলছে না। অভিযোগ, প্রতিদিন দুই বেলা ১০ থেকে ২০ মিনিটের জন্যে জল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু জলের চাপ কম থাকায় ওই সময়ের মধ্যে সকলে পানীয় জল নিতে পারছে না। বোতল বা জারবন্দি জল কিনে খেতে হচ্ছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই এলাকাগুলিতে পানীয় জল পরিষেবাই মেলেনি। এর জেরে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুপ্রীতি আগরওয়ালের বক্তব্য, 'আমাদের বাড়িতে জলের সংযোগ আছে। কিন্তু ওই সংযোগ দিয়ে কোনওদিন জল আসেনি। রাস্তার স্ট্যান্ডপোস্টে জলের আশা করি না। জারের জল কিনে খাই।' ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রবি সাহানির বক্তব্য, 'জল তো খুব আস্তে পড়ে। কিন্তু আজ তো জলই আসেনি।'

ঝাঁঝ বাড়ল

প্রথম পাতার পর

আইনজীবীদের সঙ্গেও বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব দফায় দফায় আলোচনা করেন। এক মাস হাতে সময় আছে মনে করছে রাজ্য। সেজন্য রিভিউ পিটিশন করা হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একইসঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষকদের আগামী মাসের বেতন দিতে রাজ্য সরকারের লিগ্যাল সেলের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা। চলতি মাসে বেতনের পোর্টাল বন্ধ হতে আর ১০ দিন হাতে সময় রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করলে স্বস্তি পাবে সরকার।

আন্দোলনের চাপ বাড়তে থাকায় শিক্ষামন্ত্রী ফের বৃহস্পতিবার চাকরিহারাদের উদ্দেশে আবেদন করেন, 'আন্দোলন না করে কাজে ফিরুন। আলোচনা এবং আন্দোলন একসঙ্গে চলতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করতে ডেকেছেন। আলোচনা চলছেও। আমরা কোনও দেওয়াল রাখতে চাইছি না। চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আইনি লড়াইয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আমরা রয়েছি।' এর মধ্যে আবার পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পুরমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকদের কাজ পড়ানো। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীর কথায় যেন চাকরিহারারা গ্যাস না খান।' পালটা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'শিক্ষকদের পাশে না থাকতে পারলে অন্তত অসম্মান করবেন না।'

তবে তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক, পুলিশের এমন আচরণ করা উচিত নয়। যাঁদের রুজিরুটি চলে গিয়েছে, যাঁরা যোগ্য, তাঁদের প্রতি মানবিক হওয়া উচিত।'

বহিরাগত তত্ত্ব ও গুজব উদ্বেগের বড় কারণ

প্রথম পাতার পর

এই ছেলেগুলোকে তাতাল কে? গুজব ছড়াল কারা?

দুটোর স্পষ্ট জবাব নেই। রাজনীতিবিদদের দিকেই তুলতে হবে আঙুল। বৃত্ত আরও ছোট করে আনলে বিজেপি এবং তৃণমূলের দিকে। সিপিএম বা কংগ্রেসের (বিশেষ করে কংগ্রেসের) ভোট এই দুই জেলায় বেশি হতে পারে, তবে সংগঠন বলে কারও নেই কিছুই।

বহিরাগত আনতে, তাদের এক করতে, অনেক সময় এবং সংগঠন লাগে। কোনও বিধায়ক বা স্থানীয় পুলিশ অফিসাররা ওই বহিরাগতদের জমায়েতের খবর, টেনশনের চোরাস্রোতের খবর না জানতে পারলে, তাঁদেরই দোষ। এক যুগ আগে ক্যানিংয়ে যে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ২০০-র বেশি বাড়ি-দোকান পুড়ে যায়, তার পিছনেও ছিল সেই গুজব এবং অন্য গ্রামের লোক। পুলিশ বুঝতে পারেনি প্রথমে।

বহিরাগত ওষুধ প্রয়োগ যে শুধু রাজনীতিতে দরকার হয়, তা নয়। খেলার কর্তাদেরও দরকার পড়ে। ঠিক সংস্থায় নির্বাচনের মুখে। সবাইকে ম্যানেজ করতে পারলে নির্বাচন দরকার হয় না। দিনের পর দিন জাদুমন্ত্রে ক্ষমতায় থেকে যাওয়া যায়। নির্বাচন হলে দরকার পড়ে বহিরাগত মাসলম্যানদের। ময়দানের বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এমন বেআইনি পথে ক্ষমতায় থেকে গিয়েছেন ভোটে বহিরাগতদের কাজে লাগিয়ে।

অতীতে ময়দানের ভোট হলে ভোটারদের পাড়ার পোস্ট অফিসে নির্বাচনি ব্যালট যেত। সদস্যর বাড়ি যাওয়ার আগে ছিনতাই হয়ে যেত সব ব্যালট। যে কর্তাদের গোষ্ঠী যত ব্যালট জোগাড় করত, জিতত তারাই। এই সময় বহিরাগতরা হঠাৎ উদয় হত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ক্লাবের লনে। গণহারে।

আজ ভাবলে অবাক লাগে, আগের বাম সরকার এই গাজোয়ারি নিয়ম বন্ধে কোনও নজর দেয়নি। এই তৃণমূল সরকার যেমন দাদা-ভাইদের ময়দানে নামিয়ে খেলার শোক মিছিল সেরে ফেলেছে, বামেরাও নিজেদের প্রার্থী নামিয়ে দিয়েছিল। উদাহরণ, ইস্টবেঙ্গলে শচীন সেন, সিএবিতে প্রসূন মুখোপাধ্যায়।

তাকাই আরও অন্যদিকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য...। সব জায়গাতেই এই বহিরাগতদের দাপট। আপনি এদের মধ্যেই দালালরাজ, দাদাগিরির দুই 'দ' খুঁজে পাবেনই পাবেন। ইংরেজি ধরলে ডি ফর ডেঞ্জার।

কথায় কথায় কোথায় ভুলে যাব বলতে-- এখানে লিখে ফেলি।

ভালো ব্যাপার হল, মোথাবাড়ির প্রভাব পড়েনি মালদা শহরে। প্রথম দিন পড়েছিল। এখন সব উধাও। মুসলিম ও হিন্দু টোটোচালক স্বচ্ছন্দে গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়িতে প্রায় সারা রাত টোটো মিলবে। উত্তরবঙ্গে এমন জমজমাট মোড় নেই। রাত এগারোটা নাগাদ দেখা যাবে, অন্তত পাঁচছয়েক ভলভো বাস কলকাতার দিকে যাওয়ার জন্য তৈরি। গোটা আটেক টিকিট কাউন্টার। সেখানে ভালো ভিড় সব সম্প্রদায়ের।

বিজেপি এবং তৃণমূল এখন ধর্মের নামে যে খেলাটা খেলছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাপের খেলা দেখানোয় ওস্তাদ অনেক সাপুড়েই মারা গিয়েছেন সাপের ছোবলে। এক নেতার যে কোনও কথা থেকে, যে কোনও একটা গুজব থেকে ঝামেলা হতে পারে। ২০২৪ সালের এক সমীক্ষায় সেন্টার ফর সোসাইটি অ্যান্ড সেকুলারিজম (সিএসএসএস) যে হিসেব দিয়েছে, তা চমকে দেওয়ার মতো। ২০২৪ সালে ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ছিল ৫৯। ২০২৩ সালে সংখ্যাটা ছিল ৩২। ২০২৪ সালে সেটা ৫৯। সংখ্যার হারে ৮৪ শতাংশ বেড়েছে। দাঙ্গায় মারা গিয়েছেন ১৩ জন। ১০ জন মুসলিম, ৩ জন হিন্দু।

এমন শুকনো পরিসংখ্যান অধিকাংশ সময় বিরক্তি তৈরি করে। আবার চমৎকার কিছু দৃশ্যপট ও ভাবনা তৈরি করে দেয়। যেমন এই সমীক্ষা থেকেই জানি, দেশে সবচেয়ে বেশি দাঙ্গা হয়েছে মহারাষ্ট্রে, সংখ্যাটা ১২। তারপরই উত্তরপ্রদেশ ও বিহার (৭), গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড (৬), কর্ণাটক (৪), বাংলা ও তেলেঙ্গানা (৩), ওডিশা ও রাজস্থান (২), ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, রাজস্থান ও হরিয়ানা (১)। স্বস্তিতে থাকা রাজ্যের মধ্যে তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম বা অন্ধ্রপ্রদেশ আছে।

সিএসএসএসের সমীক্ষা বলছে, অধিকাংশ হাঙ্গামা হয়েছে ধর্মীয় উৎসব বা মিছিলের সময়। অযোধ্যা রামমন্দির হওয়ার সময় ৪ দাঙ্গা হয়েছে। সরস্বতী বিসর্জনের সময় ৭টি। গণেশ উৎসব চলাকালীন ৪টি। ইদুজ্জোহার সময় ২টি।

ভোট আসছে। ভোটও তো অনেকের কাছে উৎসবের মতো। 'বহিরাগত' এবং গুজব থেকে দূরে থাকাই ভালো।

ছিটকে গেলেন রুতু, ফের নেতৃত্বে ধোনি

চেন্নাই, ১০ এপ্রিল : দিনগুলো কেমন বদলে যায়! ২৬ মে ২০২৪। দিনটা কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকরা কখনও কি ভুলতে পারবেন? মনে হয় না। চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে সেই রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে উড়িয়ে দিয়ে তিন নম্বর আইপিএল খেতাব জিতে নিয়েছিল কেকেআর। মাঝের সময়ে অনেক কিছু বদলেছে। নাইটদের সেই চ্যাম্পিয়ন দলটাও বদলেছে। শ্রেয়স আইয়ারের পরিবর্তে আজিঙ্কা রাহানে এখন কেকেআরের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে দল হিসেবে এখনও গুছিয়ে উঠতে পারেনি নাইটরা। চলতি আইপিএলেই তার প্রমাণ মিলেছে বারবার। সঙ্গে রয়েছে পিচ নিয়ে তুলকালাম বিতর্ক। বিশেষ করে দিন দুয়েক আগে ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজিগত ভুলের পাশে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ ও কিউরেটারকে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়ার পর নাইট শিবিরও খুব একটা স্বস্তিতে নেই।

কাল চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে কেকেআরের অস্বস্তি আরও বেড়েছে। সৌজন্যে চেন্নাই সুপার কিংসের নেতৃত্ব বদল। কনুইয়ের চোটের কারণে প্রতিযোগিতা থেকেই ছিটকে গিয়েছেন সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড। তাঁর পরিবর্তে দলের নেতৃত্বের দায়ভার ফের নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন মহেন্দ্র

খেতাব জয়ের মাঠে আজ নেতা মাহির সামনে নাইটরা

সিং ধোনি। এমন একটা সময়ে তিনি ফের দলের দায়িত্ব নিয়েছেন, যখন পাঁচ ম্যাচে মাত্র দুই পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে নয় নম্বরে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা সিএসকের। মাহির স্পর্শে ছবিটা কি আগামীকাল বদলে যাবে? চেন্নাই কি জয়ের সরণিতে ফিরবে? কেকেআর অধিনায়ক রাহানে ও নাইট সংসারের ইংরেজ অলরাউন্ডার মইন আলি দীর্ঘসময় চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছেন। নাইটদের বর্তমান মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো একসময় ধোনির দলের নিউক্লিয়াস ছিলেন। ফলে তিনিও অধিনায়ক ধোনি ও সিএসকের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। একথাও জানেন, কুড়ির ক্রিকেটে মাহির মস্তিষ্ক কতটা ক্ষুরধার। তাছাড়া ক্যাপ্টেন কুলের একটি সিদ্ধান্ত, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে ৪৩ বছর বয়সেও ছক্কা হাঁকানোর স্কিল নাইট সংসারে অশনিসংকেত হিসেবে হাজির হতেই পারে।

আজ সন্ধ্যার দিকে সিএসকের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানেই তিনি সিএসকে-র নেতৃত্ব বদলের ঘোষণা করেন। আর তারপর থেকে কালকের ম্যাচ কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে কেকেআর বনাম মাহি। ফিনিশার ধোনি কি শেষ হয়ে গিয়েছেন? চলতি আইপিএলে বারবার উঠেছে প্রশ্নটা। ধোনি বেশ কয়েকটি ম্যাচে পরের দিকে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরুর পরও দলের জয় নিশ্চিত করতে পারেননি। সম্ভবত সেই কারণেই এমন প্রশ্ন ও জল্পনা। অধিনায়ক ধোনি কি আগামীকাল সেই জল্পনারও শেষ করে দেবেন? জবাব কালই পাওয়া যাবে।

তার আগে চেন্নাই ম্যাচের লক্ষ্যে প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তন করতে চলেছে কেকেআর। চেন্নাইয়ে নাইটদের অন্দরমহলে ফোন করে এমনই তথ্য জানা গিয়েছে। চিপকের মন্থর, স্পিন সহায়ক বাইশ গজে স্পেনসার জনসনের বদলে মইন আলিকে দেখা যেতে পারে।

ঘরের মাঠে সম্প্রতি টানা দুইটি ম্যাচ হেরেছে সিএসকে। আগামীকাল কেকেআরের বিরুদ্ধে হার মানে ঘরের মাঠে পরাজয়ের হ্যাটট্রিক হবে ধোনিদের। অধিনায়ক মাহি নিজে দলের পারফরমেন্সের এমন বেহাল দশা নিয়ে ওয়াকিবহাল। আগামীকাল চিপকে কেকেআর বনাম সিএসকে ম্যাচের আরও একটি দিক রয়েছে। স্পিন বনাম স্পিন। চেন্নাইয়ের ছেলে বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিন যদি নাইটদের তুরুপের তাস হয়। তাহলে চেন্নাইয়ের অভিজ্ঞ তথা ঘরের ছেলে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অফস্পিন ও ক্যারম বলের চ্যালেঞ্জও থাকবে নাইট ব্যাটারদের জন্য। কেকেআর সংসারে ওপেনার সুনীল নারায়ণ ও কুইন্টন ডি ককের ধারাবাহিকতার অভাব

কেকেআর ম্যাচের প্রস্তুতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ও আন্দ্রে রাসেলের চূড়ান্ত অফ ফর্ম যেমন দুশ্চিন্তা। তেমনই সিএসকে শিবিরেও রয়েছে ব্যাটিং নিয়ে উদ্বেগ। রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়ের জুটি এখনও জমেনি। রাহুল ত্রিপাঠী (প্রাক্তন নাইট) তিন নম্বরে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থ। শিবম দুবের ব্যাটেও রান নেই। ফলে চাপ বাড়ছে রবীন্দ্র জাদেজা ও ধোনির উপর।

নেতৃত্বে ফিরে মাহি কীভাবে চাপ সামলে নাইটদের জন্য দুঃস্বপ্নের রাত উপহার দিতে পারেন কাল, সেটাই এখন দেখার।

সেমির দুয়ারে বার্সেলোনা

জোড়া গোলের উল্লাস বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

> মাথায় রাখতে হবে, আমরা কিন্তু এখনও সেমির যোগ্যতা অর্জন করিনি। এখনও একটা ম্যাচ বাকি। আর ফুটবলে কখন কী হয় তা বলা মুশকিল। ফিরতি লেগেও একইরকম ভালো খেলতে হবে আমাদের।
> – হ্যান্সি ফ্লিক

মার্টিনেজের ব্যর্থ লড়াই, জিতল পিএসজি

বার্সেলোনা ও প্যারিস, ১০ এপ্রিল : স্বমহিমায় বার্সেলোনা। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে চার গোলে চূর্ণ করল কাতালান জায়েন্টরা। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। অন্যদিকে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ চারের পথে পা বাড়িয়ে রাখল প্যারিস সাঁ জাঁ।

টানা ২৩ ম্যাচ অপরাজিত। বুধবারও সেই রেশ বজায় থাকল। নিজেদের মাঠে ডর্টমুন্ডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল বার্সা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে প্রতিপক্ষের রক্ষণ কাঁপিয়ে দিলেন লামিনে ইয়ামাল, লেওয়ানডস্কিরা। ফলস্বরূপ ২৫ মিনিটেই রাফিনহার গোলে এগিয়ে যায় কাতালান ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্বিতীয় গোল লেওয়ানডস্কির। ৬৬ মিনিটে ফের বল জালে পাঠান পোলিশ স্ট্রাইকার। ৭৭ মিনিটে ডর্টমুন্ডের কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন লামিনে ইয়ামাল। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ, সব বিভাগেই জার্মান ক্লাবটিকে পিছনে ফেলল বার্সেলোনা।

ফলাফল

বার্সেলোনা ৪-০ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড	প্যারিস সাঁ জাঁ ৩-১ অ্যাস্টন ভিলা

চার গোলে জয়ের সুবাদে দীর্ঘ ছয় বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনাল খেলার মুখে দাঁড়িয়ে বার্সা। কোচ হ্যান্সি ফ্লিক অবশ্য এখনই সেই জোয়ারে গা ভাসাতে নারাজ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'মাথায় রাখতে হবে, আমরা কিন্তু এখনও সেমির যোগ্যতা অর্জন করিনি। এখনও একটা ম্যাচ বাকি। আর ফুটবলে কখন কী হয় তা বলা মুশকিল। ফিরতি লেগেও একইরকম ভালো খেলতে হবে আমাদের।' তবে তিনি একথা মানছেন যে, ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে এই জয়ের পর তাঁর দল অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে।

অন্যদিকে, পিএসজি-র জয়ের ব্যবধানটা আরও বড় হতে পারত। তবে অ্যাস্টন ভিলা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ কার্যত বারবার দেওয়াল তুলে দাঁড়ালেন ওসমানে ডেম্বেলে, ভিটিনহাদের সামনে। তবে শেষ পর্যন্ত পারলেন কই। ৩৫ মিনিটে ভিলা স্রোতের বিপরীতে গোল করার পর প্যারিসের ক্লাবটি আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ায়। স্বভাবতই সমতা ফেরাতে বেশি সময় লাগেনি। ৩৯ মিনিটে প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে গোল করেন দেসিরে দোয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিএসজি-কে এগিয়ে দেন কাভারাস্কেইয়া। সংযুক্তি সময় নুনো মেন্ডেজের গোলে জয় নিশ্চিত করে লুইস এনরিকের দল। ম্যাচ শেষে অবশ্য ফিরতি লেগে প্রত্যাবর্তনের হুঁশিয়ারি দেন অ্যাস্টন ভিলা কোচ উনাই এমেরি।

বাইশ গজ বিতর্কে মন্তব্যে নারাজ সৌরভ

'৪৩-এর ধোনি এখনও ছক্কা মারতে পারে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : তিনি মন্তব্য করলেন। আর তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এল সেই খবর। মহেন্দ্র সিং ধোনি ফের চেন্নাই সুপার কিংসের নেতৃত্বে। কনুইয়ের চোটে আইপিএলের বাকি পর্ব থেকেই ছিটকে গেলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। কাল চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাহিই সিএসকের নেতৃত্বে ফিরছেন।

পাঁচ ম্যাচে চারটি হার। পয়েন্ট মাত্র দুই। আইপিএল লিগ টেবিলে নয় নম্বরে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। চেন্নাইয়ের এমন খারাপ অবস্থা কেন? কেন ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ হারছে সিএসকে? এমন সব প্রশ্ন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

ক্রিকেটমহলে কম চর্চা হয়নি। আজ বিকেলে কলকাতার ইএম বাইপাসে আইটিসি রয়েল বেঙ্গল হোটেলে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নয়া এআই অবতারে আবির্ভাব হল আজ মহারাজের। সেই অনুষ্ঠানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সৌরভ নিজেই ধোনির প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বলে দেন, 'ধোনির বয়স এখন ৪৩। এখনও ছক্কা মারতে পারে ও। তবে ওর থেকে এখন ২০০৫ সালের পারফরমেন্স আশা করা অন্যায়। তবে সিএসকে-র হয়ে ধোনি খেললে ওরই দলের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।'

মাহি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরার পাশে কেকেআর নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন সৌরভ। বলেছেন, 'ইডেনে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে এক ওভার বাকি থাকতে জেতা উচিত ছিল কেকেআরের। এমন ম্যাচে হার আগামীর লক্ষ্যে চাপের।' লখনউ ম্যাচ হারের পর নাইটরা আপাতত চেন্নাইয়ে। কাল ধোনির সিএসকে-র বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে কেকেআরের। সেই ম্যাচের আগে ইডেন পিচ বিতর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সৌরভ। নাইটদের প্রথম একাদশে কি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবেও পাশ কাটিয়েছেন সৌরভ। চওড়া হাসি নিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'আমি কীভাবে এই প্রশ্নের জবাব দেব। আপনারা আজিঙ্কা রাহানেকে প্রশ্ন করুন।' ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনাকেও স্বাগত জানিয়েছেন মহারাজ। ব্যক্তিগত কাজে কাল রাতে দুবাই যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাই ইচ্ছা থাকলেও শনিবারের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএলের ফাইনালে মোহনবাগান ম্যাচে হাজির থাকতে পারছেন না তিনি। ফাইনালের দুই প্রতিপক্ষ মোহনবাগান ও বেঙ্গালুরুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সৌরভ।

মেসি ম্যাজিকে সেমিতে মায়ামি

ফ্লোরিডা, ১০ এপ্রিল : কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে হার। ফিরতি লেগে সেই লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-কে ৩-১ গোলে হারিয়ে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ইন্টার মায়ামি।

দ্বিতীয় লেগে ম্যাচের শুরুতেই অবশ্য এক গোলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামির দলটি। দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে খেলায় ফেরে মায়ামি। সৌজন্যে লিওনেল মেসি। ৩৫ মিনিটের মাথায় বক্সের এক প্রান্ত থেকে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৬১ মিনিটের মাথায় গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন ফেডেরিকো রেডোন্ডো। দুই লেগ মিলিয়ে ফল দাঁড়ায় ২-২। ম্যাচের শেষ বেলায় আরও একবার মেসি ম্যাজিক। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি পায় মায়ামি। হুগো লরিসকে পরাস্ত করে বল জালে পাঠান আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

বিশ্বকাপ ঘরে আনার সুযোগ করল ফিফা

জুরিখ, ১০ এপ্রিল : পেলে, দিয়েগো মারাদোনা, জিনেদিন জিদান থেকে লিওনেল মেসি ছুঁয়েছেন যে ফিফা বিশ্বকাপ এবার তা এবার স্পর্শ করতে পারবেন সমর্থকরাও। এমনকি বিশ্বকাপ কিনে বাড়িতে রাখতেও পারবেন। সৌজন্যে বর্তমান বিশ্বকাপ ট্রফির ৫০ বছর পূর্তি (১৯৭৪-২০২৪) উদযাপন। ফিফার এক কর্তা বলেছেন, 'ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি রেপ্লিকার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ফিফার এই ক্ল্যাসিকস লাইসেনসিং প্রোগ্রাম।' এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় সংস্থার এক কর্তার মন্তব্য,

'প্রতিটি ট্রফি ১ কেজি ২৪ ক্যারট খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। গোটা বিশ্বে এই রকম ট্রফি রয়েছে মাত্র ১১টি। ফলে একমাত্র সৌভাগ্যবানরাই এই ট্রফি নিজেদের নামে করার সুযোগ পাবেন।' ওই কর্তা আরও বলেছেন, 'ইংল্যান্ড, ওমান, সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং স্পেনের মতো দেশের ফুটবল ক্লাব, সেলিব্রিটি, বিত্তবান সমর্থকরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দৌড়ে পিছিয়ে নেই ভারতও। এগিয়ে ভারতের মুম্বই, কেরালা, নয়াদিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মতো শহর থেকে চাহিদা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।'

ব্যর্থ সিন্ধু, জিতলেন তৃষারা

বেজিং, ১০ এপ্রিল : খারাপ সময় যেন কাটছে না তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর। এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলাদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন তিনি। জাপানের শাটলার আকানে ইয়ামাগুচির কাছে ১২-২১, ২১-১৬, ১৬-২১ ফলে পরাজিত হন সিন্ধু।

এদিকে পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রিয়াংশু রাজাওয়াত ও কিরণ জর্জ। জাপানের কোদাই নারাওকার কাছে ১৪-২১, ১৭-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন প্রিয়াংশু। প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিদিতসার্নের কাছে ১৯-২১, ২১-১৩, ২১-১৬ পয়েন্টে হারেন কিরণ। সিন্ধু, কিরণদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের সিঙ্গলসে ভারতের আশা শেষ হয়ে গিয়েছে।

একই অবস্থা পুরুষদের ডাবলসেও। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন রেথিনাসাবাপাথি-আমাসাকারুয়নন জুটি। তাঁরা হেরেছেন মালয়েশিয়ার অ্যারন চি-সোহ ইক জুটির কাছে ২১-১৫, ২১-১৪ পয়েন্টে। মিক্সড ডাবলস থেকে আমরুথা প্রমথেশ-অসিত সূর্য জুটি চিনের ওয়েই-জিয়াং জুটির কাছে ২১-১১, ২১-১৪ ফলে হেরে বিদায় নিয়েছেন। এশিয়ান ব্যাডমিন্টনে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন ধ্রুব কপিলা-তৃষা ক্রাস্টো জুটি। মিক্সড ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁরা হারিয়েছেন চাইনিজ তাইপেইয়ের ইয় হং ওয়ে-নিকোলা গঞ্জালেজ জুটিকে। খেলার ফলাফল ১২-২১, ২১-১৬, ২১-১৮। পরের রাউন্ডে তাঁরা খেলবেন হংকংয়ের ত্যান চুং মান-ইয়ুং সুয়েটের বিরুদ্ধে।

পিচ নিয়ে ভিন্ন সুর ভেঙ্কটেশের গলায়

চেন্নাই, ১০ এপ্রিল : সময়টা ভালো যাচ্ছে না কলকাতা নাইট রাইডার্সের। ঘরের মাঠে দিন দুয়েক আগেই লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচে হারতে হয়েছে। সেই হারের ধাক্কা সামলানোর চ্যালেঞ্জের মধ্যেই আগামীকাল চিপকে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। রুতুরাজ গায়কোয়াড কনুইয়ের চোটে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়ার ফলে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কাল তিনিই আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে টস করতে নামবেন।

তার আগে আজ বিকেলে কেকেআরের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার। লখনউ ম্যাচে নাইটদের ভুল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি। কেন আন্দ্রে রাসেল ও রিঙ্কু সিংকে ব্যাটিং অর্ডারের সাত-আট নম্বরে নামানো হয়েছিল, তা নিয়ে আজ মুখ খুলেছেন ভেঙ্কি। নাইটদের সহ অধিনায়ক স্পষ্ট করেছেন, টিম ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ, কেকেআরের সংসারে এখন প্রতিযোগিতা বিস্তর। ভেঙ্কির কথায়, 'রাসেল আমাদের দলে বহুদিন ধরে রয়েছে। প্রচুর ম্যাচও জিতিয়েছে। কিন্তু বর্তমান স্কোয়াডে, বিশেষ করে ব্যাটিং লাইনে এখন প্রচুর প্রতিযোগিতা রয়েছে। তাই টিম ম্যানেজমেন্ট পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেই রাসেলকে পরের দিকে নামিয়েছিল। রিঙ্কুর কথাও মাথায় রাখতে হবে। ওর জন্যও এমনই পরিকল্পনা ছিল।' দলের অন্দরে থাকা প্রতিযোগিতার কথা জানানোর পাশে ডান ও বাঁহাতি কম্বিনেশনও রাসেল-রিঙ্কুদের পরের দিকে নামানোর একটা কারণ ছিল বলে জানাচ্ছেন ভেঙ্কি। নাইটদের সহ অধিনায়কের কথায়, 'বাউন্ডারির মাপ ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে অনেকসময় ডান-বাঁহাতি কম্বিনেশন বজায় রাখার কথা ভাবতে হয়। লখনউ ম্যাচে সেটাও আমাদের ভাবনায় ছিল।'

পরিকল্পনা করেই সাত নম্বরে রাসেল

নাইটদের ভাবনা, পরিকল্পনা যাই থাকুক না কেন, খেলার ফল কী হয়েছে, এখন সবারই জানা। পাঁচ ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে কেকেআর এখন পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে। আগামীকাল সিএসকে-র বিরুদ্ধে ম্যাচ হারতে হলে চাপ আরও বাড়বে। উপরি হিসেবে রয়েছে পিচ ও হোম অ্যাডভান্টেজ বিতর্ক। ভেঙ্কির গলায় অবশ্য পিচ বিতর্কে ভিন্ন সুর। তিনি বলেছেন, 'একটা দলকে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে হবে। দলের সঠিক কম্বিনেশন গড়তে হবে। আমাদের ঠিক এমনই পিচ চাই, এমন ভাবনা নিয়ে মাঠে নামলে পরবর্তী সময়ে সমস্যা বাড়তে পারে।' পিচ নিয়ে নাইট শিবিরে 'নানা মুনির নানা মত' এর মেগা সিরিয়াল আপাতত থামার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং আগামীদিনে আরও বাড়তে পারে।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ওজন বিভাগ বদলাবেন লভলিনা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে নতুন ওজন বিভাগে নামতে চলেছেন টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী লভলিনা বরগোঁহাই। তিনি যে ৭৫ কেজি বিভাগে খেলতেন সেই ওজন বিভাগ থাকছে না লস অ্যাঞ্জেলেসে। ফলে লভলিনাকে হয় ৭০ কেজির কম অথবা ৮০ কেজির ঊর্ধ্ব ওজন বিভাগে নামতে হবে। লভলিনা বলেছেন, '৮০ কেজির ঊর্ধ্বে অংশ নেওয়া কঠিন হবে। তাই ৭০ কেজির কম ওজন বিভাগে খেলাই এখন আমার লক্ষ্য।'

পুরোনো দলকে হারিয়েও খুশি নন বাটলার

হারের সঙ্গে জরিমানা সঞ্জুর

আহমেদাবাদ, ১০ এপ্রিল : লম্বা সময় কাটিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালস সংসারে।

গোলাপি জার্সিতে রং ছড়িয়েছেন। সেই দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামা এবং জয়। যে সাফল্যে অবদানও রাখলেন। যদিও সাফল্যের খুশিটা পুরোদস্তুর চেটেপুটে নিতে পারছেন না জস বাটলার! বরং একদা প্রিয় দলের বিরুদ্ধে খেলাটাই তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। অবাক করার মতো অনুভূতি।

বুধবার রাতের ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ২১৭/৬ স্কোর করে বাটলারের নতুন দল গুজরাট টাইটান্স। বিসাই সুদর্শনের ৮২-র পাশাপাশি বাটলার নিজে ৩৬ করেন। জবাবে রাজস্থান ১৫৯। ব্যাটে-বলে একপেশে টক্করের পর বাটলার বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। তবে এদিন জেতার জন্য খুব মরিয়া ছিলাম। জয়টা দলগত পারফরমেন্সের সুফল। নতুন দল, নতুন চ্যালেঞ্জ উপভোগ করছি।'

রাজস্থানে থাকাকালীন বেশিরভাগ সময় ওপেন করেছেন। গুজরাটের হয়ে তিন নম্বর পজিশনের ভার। বাটলারের কথায়, ইংল্যান্ডের হয়েও তিনে ব্যাট করছেন সম্প্রতি। ফলে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি। দুই ওপেনার সুদর্শন-শুভমান গিল প্রায় প্রতি ম্যাচে মঞ্চ করে দিচ্ছে। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইনিংসকে টেনে নেওয়ার দায়িত্বটা উপভোগ করছেন।

অভিষেকের বছরে আশিস নেহেরা-হার্দিক পান্ডিয়া জুটি ট্রফি এনে দিয়েছিল। হার্দিক গত বছর থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। নেতৃত্বে শুভমান। তবে নিজেকে শিক্ষার্থী মনে করেন তারকা ওপেনার। সবার থেকে যেমন শিখছেন, তেমনই সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন। শুভমান বলেছেন, 'ভালো স্কোর করেছি আমরা। মোটেই যা সহজ ছিল না। সাই এবং জস দুর্দান্ত ব্যাট করল। বুঝিয়ে দিল, আমরা যে কোনও দিন ২২০ করার ক্ষমতা রাখি। প্রত্যেকেই অবদান রাখছে। দুর্দান্ত একটা দল হয়ে ওঠার ইঙ্গিত যা। কে সেরা বেছে নেওয়া মুশকিল। এটাই আমাদের দলের সম্পদ।'

> ভালো স্কোর করেছি আমরা। মোটেই যা সহজ ছিল না। সাই এবং জস দুর্দান্ত ব্যাট করল। বুঝিয়ে দিল, আমরা যেকোনও দিন ২২০ করার ক্ষমতা রাখি। প্রত্যেকেই অবদান রাখছে। দুর্দান্ত একটা দল হয়ে ওঠার ইঙ্গিত যা। কে সেরা বেছে নেওয়া মুশকিল। এটাই আমাদের দলের সম্পদ।
> **শুভমান গিল**

দলে বাটলার সহ একঝাঁক সিনিয়ার সতীর্থ। তরুণ অধিনায়ক হওয়ার ফলে সিনিয়ারদের চাপ কি থাকে? যে প্রশ্নে শুভমানের জবাব, কোনও চাপ নেই। প্রত্যেকেই দুর্দান্ত। দলে ইশি ভাই (ইশান্ত শর্মা) রয়েছে। দেশের হয়ে যিনি ১০০টা টেস্ট খেলেছে। সিনিয়ার-জুনিয়ার, সবাই মিলে দারুণ একটা পরিবেশ তৈরি করেছে দলের সাজঘরে।

অপরদিকে, রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন নিজে রান পেলেও, দলকে জেতাতে ব্যর্থ। তার সঙ্গে মন্থর ওভাররেটের কারণে জরিমানার ধাক্কা। ২৪ লাখ টাকা কাটা যাচ্ছে। সঞ্জু অবশ্য জরিমানা নয়, হারের কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি গুজরাটকে দুশোর মধ্যে বেঁধে রাখতে না পারাকে দুষছেন। দাবি, পরিকল্পনা ঠিকই ছিল। কিন্তু বাইশ গজে তার প্রতিফলন ঘটাতে না পারার কারণেই হেরে ফেরা। ভুল শোধরাতে সবাইকে নিয়ে বসবেন।

পৃথ্বীর পথে যশস্বী, আশঙ্কা প্রাক্তনের

ফোকাস সরলে কাঁদতে হবে

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : দীর্ঘদিন রানের বাইরে।

টি২০ বিশ্বকাপে দলে থেকেও একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ মেলেনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে শেষ মুহূর্ত বাদ। চাপটা কি ভালোমতো টের পাচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল? আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে যশস্বীর চলতি ব্যর্থতা যে প্রশ্নটা উসকে দিচ্ছে।

প্রাক্তনদের অনেকের মতো ক্রিকেট থেকে ফোকাস সরছে। পৃথ্বী শ-র মতো হাল না হয় যশস্বীর। পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা বাসিত আলি সেই সাবধান বাণীই শোনালেন ভারতের তরুণ ওপেনারকে উদ্দেশ্যে। বাসিতদের মতে, ফোকাস সরছে। এভাবে চললে কাঁদতে হবে। হাতের সামনে পৃথ্বীর উদাহরণ রয়েছে। যার থেকে শিক্ষা নিক যশস্বী।

চলতি আইপিএলে ৫ ম্যাচের মাত্র ১০৭ রান করেছেন। এরমধ্যে একটি ৬৭ রানের ইনিংস বাদ দিলে বাকি চার ম্যাচে চূড়ান্ত ফ্লপ। গত ২ বছরে আইপিএলে হাজারের বেশি রান করা যশস্বীর পাশে চলতি বছরের পরিসংখ্যানটা বেশ সাদামাটা। বাসিত যার মধ্যে পৃথ্বীর ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন পাক তারকা বলেছেন, 'যশস্বীর পেট বোধহয় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এখন তাই ক্রিকেটে সেভাবে ফোকাস করছে না। ওর জন্য প্রকাশ্যে বার্তা দিতে চাই- ক্রিকেট তোমাকে প্রচুর কাঁদাবে। পৃথ্বীকে দেখো। ক্রিকেটকে ভালোবাসো। ফিরিয়ে আনো আবেগটা।'

২০১৮ সালে অভিষেকে শতরান দিয়ে টেস্ট আঙিনায় পা রেখেছিলেন পৃথ্বী। আরও এক শচীন তেন্ডুলকারের ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। যদিও বর্তমান ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় দল থেকে আগেই ছাঁটাই হয়েছেন। এখন জায়গা নেই মুম্বই রনজি ট্রফি দলেও। নিলামেও অবিক্রিত।

যশস্বী বর্তমানে মাঠ-বহির্ভূত বিষয়ে বেশি চর্চায়। বান্ধবী থেকে আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে ঝামেলা। মুম্বই ছেড়ে গোয়া রনজি দলে যোগ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন কয়েকদিন আগে। যশস্বী দাবি করেন, গোয়া তাঁকে লিডারশিপ ভূমিকা দিতে চাইছে। ভারতীয় দলের পাশাপাশি সেই ভূমিকা নিয়েও তিনি উৎসাহী।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধেও ব্যর্থ হয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

অলিম্পিক ক্রিকেটে হাফডজন দেশের টক্কর

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : গলায় অলিম্পিক পদক।

পদক জয়ী হিসেবে পোডিয়াম ভাগ করে নেওয়া। এবার সেই সম্মানপ্রাপ্তির জন্য লড়াইয়ের আসরে নামার সুযোগ ক্রিকেট দুনিয়ার। ২০২৮, আগামী লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ১২৮ বছরের প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। বহু প্রতীক্ষিত যে আসরে সোনার পদকের জন্য লড়াই হবে ছয় দলের মধ্যে।

পুরুষ এবং মহিলা, দুই বিভাগেই ৬টি করে দল অংশ নেবে ক্রিকেটে। বুধবার রাতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়োজক হিসেবে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। বাকি দলগুলি কীভাবে যোগ্যতা অর্জন করবে, তা পরিষ্কার নয় এখনও।

তিরন্দাজিতে সুখবর ভারতের জন্য

১৯০০ সালে শেষবার অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। সেই শুরু, সেই শেষ। তারপর অজ্ঞাত কারণে অলিম্পিক মঞ্চে দেখা যায়নি ক্রিকেটকে। টি২০ ফরম্যাটের হাত ধরে অবশেষে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা। ভারতীয়দের জন্য সুখবর তিরন্দাজি নিয়ে অলিম্পিক কমিটির সিদ্ধান্তে।

কম্পাউন্ড তিরন্দাজি লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। যে ইভেন্টে পদকের সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের। রিকার্ভ তিরন্দাজিতে বারবার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। তবে গত কয়েক বছরে কম্পাউন্ড বিভাগে বিশ্বকাপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মতো সেরা আসরে ভারতের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। অলিম্পিকে কম্পাউন্ড তিরন্দাজি যুক্ত হওয়া তাই স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

এদিকে, পুরুষদের ফুটবলে দল কমছে। ১৬ বদলে আগামী অলিম্পিকে ১২টি দল অংশগ্রহণ করবে। তবে মহিলা ফুটবলে ১৬টি দেশ অংশ নেবে। মহিলা ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে গুরুত্ব দিয়েই এই পদক্ষেপ। বেশ কিছু ক্ষেত্রে মিক্সড ইভেন্ট রাখা হচ্ছে। তিরন্দাজি ছাড়া এই তালিকায় অন্যতম টেবিল টেনিস, গলফ, জিমনাস্টিক্স।

শেষমুহূর্তের গোলের নায়ক হওয়ার লড়াই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : খেলা শেষের বাঁশি বাজতে আর বাকি কয়েক সেকেন্ড। হতাশা প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে সমর্থকদের। হঠাৎই গোওলললললল...!

গুনে দেখেছেন, এবারের আইএসএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে কতবার ঘটেছে, এই ঘটনা? এই বিষয়ে সর্বশেষ তিন নিদর্শন যারা রেখেছে, তাদের মধ্যে দুই দলই খেলছে ফাইনাল। ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি দিমিত্রিস পেত্রাতোসের করা শেষমুহূর্তের

সুনীল না দিমিত্রিস

গোলে শিল্ড জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। হার না মানা মনোভাবের সঠিক প্রদর্শন করে গত সোমবার ফের তারা ফাইনালের রাস্তা তৈরি করে নেয় ৯৪ মিনিটে আপুইয়ার করা গোলের সাহায্যে। ঠিক তেমনিভাবেই ৫ এপ্রিল ফতোরদার মাঠে যখন এফসি গোয়া ২-০ এগিয়ে এবং মনে হচ্ছে ম্যাচটা হয়ত অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াবে, তখনই সুনীল ছেত্রীর উড়ন্ত হেডে গোল। স্বপ্নভঙ্গ গোয়ার, ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি।

অনেকে তো মনে করছেন, এবার শেষমুহূর্তের গোলে জয়ের রেকর্ড গড়েছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। তা যদি হয়, তাহলে এই বিষয়ে আইএসএলের রেকর্ড কিন্তু সুনীলের পকেটে। আরও অনেক রেকর্ডের মতো শেষ বাঁশি বাজার মুহূর্তে গোল করার ব্যাপারেও এগিয়ে দেশের এই কিংবদন্তি স্ট্রাইকারই। বহু ম্যাচের মোড় তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন যাকে বলে 'ডায়িং মোমেন্ট' গোলে। সংযুক্তি সময়ে এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলসংখ্যা নয়। যার শেষতমটি এবারের দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনালে। নিজেদের মাঠে ২ গোলে জিতলেও গোয়ায় গিয়ে বেঙ্গালুরু হারছিল একই ব্যবধানে। এবং ৯২ মিনিটে হঠাৎই পিছন থেকে উড়ে এসে হেডে গোল করে ফাইনালের রাস্তা তৈরি করে দেন সুনীল নিজে। তাঁর পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রয় কৃষ্ণা, জাভি হার্নান্ডেজ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে, দিয়েগো মৌরিসিও, ক্লেইটন সিলভারা ফাইনালে না পৌঁছাতে পারলেও এই তালিকার অন্যতম সেরা পেত্রাতোসের দলও তৈরি সুনীলদের মহড়া নিতে। শেষমুহূর্তে এখনও পর্যন্ত চার গোল করেছেন দিমি। যার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ও নিশ্চিতভাবেই সেরা এবারের শিল্ড জয়ের ম্যাচে করা গোল। তার আগে প্রায় মাস দুয়েক গোলের মধ্যে ছিলেন না তিনি।

সুনীল ছেত্রী বনাম দিমিত্রিস পেত্রাতোসের লড়াই কি ঠিক করে দেবে শনিবারের আইএসএল ফাইনালের ভাগ্য?

নিজের সঙ্গেই লড়াই করেছেন প্রতি মুহূর্তে, ফুঁসেছেন সুযোগ না পেয়ে। ওই গোল তাঁকে আবার সমর্থকদের হৃদয়ে পুরোনো জায়গা ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্দরের চুঁইয়ে আসা খবর হল, আবারও নিজেকে ফাইনালের জন্য আলাদা করে তৈরি করছেন দিমি। নিজের ভিতরের আগুনটাকে উসকে দিয়েছেন ফের নিয়মিত দলে জায়গা না মেলায়।

এই দুই ফুটবলারই দুই মরশুম আগে ফাইনালে মুখোমুখি হন। সেবার কিন্তু শেষ হাসি হাসেন দিমিই। এবারের ফাইনালে তারই প্রতিশোধ নিতে নিশ্চিতভাবে তৈরি হয়ে আসছেন সুনীলরা। ২০২২-'২৩ মরশুমে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকার পর্যন্ত। সেবারও ফাইনালে গোল ছিল এই দুই ফুটবলারের। এবারও কি সুনীল বা দিমির মধ্যেই কেউ ফ্যাক্টর হবেন, উত্তর মিলবে শনিবার রাতে।

রাহুলের দাপটে চারে চার দিল্লি

বেঙ্গালুরু, ১০ এপ্রিল : দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দেওয়ার পর থেকে ছন্দে রয়েছেন লোকেশ রাহুল। গত ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৭৭ রানের ইনিংস এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। বৃহস্পতিবার লোকেশের (৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩) দাপটেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চলতি আইপিএলে চারে চার করল দিল্লি ক্যাপিটালস। টানা চারটি জিতে ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছে গেল তারা।

এর আগে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুর শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে রুখে দিয়েছিলেন কুলদীপ যাদব (১৭/২), মুকেশ কুমাররা (২৬/১)। বেঙ্গালুরু আটকায় ১৬৩/৭ স্কোরে। পাওয়ার প্লে-তে অবশ্য চেনা মেজাজে শুরু করেছিলেন আরসিবি ওপেনার ফিল সল্ট (১৭ বলে ৩৭)। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে প্রথম ৩ ওভারে আরসিবি-র স্কোর ছিল ৫৩/০। বিরাট কোহলির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে ফেরেন সল্ট। তারপর আরসিবি-র রানের গতিতে ভাটা পড়ে। ফলে পরের তিন ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে আরসিবি তোলে ১১ রান। ভিপরাজ নিগমের বলে ইনসাইড আউট খেলতে গিয়ে মিচেল স্টার্কের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন বিরাট (২২)। এরমধ্যেই আইপিএলে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১ হাজার বাউন্ডারি (চার ও ছয় মিলিয়ে) মারার নজির গড়েন কোহলি। ৩.৪ ওভারে ৬১/০ স্কোর থেকে ৪১ রানে ৫ উইকেট হারায় আরসিবি। অধিনায়ক রজত পাতিদার (২৫) সেট হয়েও বড় রান পাননি। কুলদীপ, মুকেশ, মোহিত শর্মাদের (১০/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিং আরসিবি-র কাজ কঠিন করে দেয়। শেষদিকে টিম ডেভিড (২০ বলে ৩৭) দলকে দেড়শো পার করিয়ে দেন।

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে লোকেশ রাহুল। বৃহস্পতিবার।

রান তাড়ায় নেমে শুরুটা ভালো হয়নি দিল্লিরও। ফাফ ডুপ্লেসি (২), জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (৭), অভিষেক পোড়েলদের (৭) ব্যর্থতায় ৩০/৩ হয়ে গিয়েছিল তারা। চতুর্থ ওভারে লোকেশর ক্যাচ পাতিদার না ফেললে আরও সমস্যায় পড়ত দিল্লি। জীবন পাওয়া রাহুল এরপর দুরন্ত ব্যাটিংয়ের নমুনা রাখেন। পাশে পেয়ে যান ট্রিস্টান স্টাবসকে (অপরাজিত ৩৮)। তাদের ১১১ রানের অবিচ্ছেদ্য পার্টনারশিপ দিল্লিকে জয় এনে দেয়। দিল্লি ১৭.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৯ রান তুলে নেয়।

জুনিয়ারদের সঙ্গে সময় কাটালেন সিনিয়াররা

পেনাল্টি অনুশীলনে বাগান ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : রাজদীপ পালদের চোখ আগামীর স্বপ্নে চকচক করে ওঠে!

একদিন ওরাও লড়বে এই ট্রফিটার জন্য। এদিন তাই সিনিয়ার দল অনুশীলনে নামার আগে গ্রেগ স্টুয়ার্ট-শুভাশিস বসুদের গার্ড অফ অনার দিতে গিয়ে গর্বিত বোধ হয় ওই বাচ্চা ছেলেদেরই। ফাইনালের আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে ঢোকার সুযোগ পেল তাদেরই অনূর্ধ্ব-১৫ ও সুব্রত পালের অ্যাকাডেমির ছেলেমেয়েরা। সেখানে ফুটবলারদের সঙ্গে তো বটেই, সুযোগ এল আইএসএল ট্রফির সঙ্গেও ছবি তোলার। এদিন থেকেই আসন্ন ফাইনালকে ঘিরে হইহই ব্যাপার। এই ম্যাচের আয়োজক এফএসডিএল। সম্পূর্ণ ক্লোজ ডোর অনুশীলন রাখা হয়। কোনও সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে দল সূত্রের খবর, সেট পিস তো বটেই বহুক্ষণ দলকে পেনাল্টি অনুশীলনও করালেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে গ্রেগ বলে গেলেন, 'ফাইনাল সবসময়ই শক্ত। তবে আমরা জয়ের চেষ্টা তো অবশ্যই করব।'

মোহনবাগানের কাছে স্বস্তির খবর হল, মনবীর সিংয়ের সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাওয়া। এদিনের অনুশীলনে যথেষ্ট চনমনে ছিলেন তিনি। সম্ভবত ফাইনালে শুরু থেকেই খেলবেন মনবীর। এদিন নিজেও সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'মাঠে ফেরা, লড়াইয়ে ফেরা।' এদিকে, মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে সদস্যদের শুক্রবার দুপুর একটা থেকে টিকিট বণ্টন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জুনিয়ারদের সঙ্গে হালকা মেজাজে জেসন কামিংস, গ্রেগ স্টুয়ার্টরা।

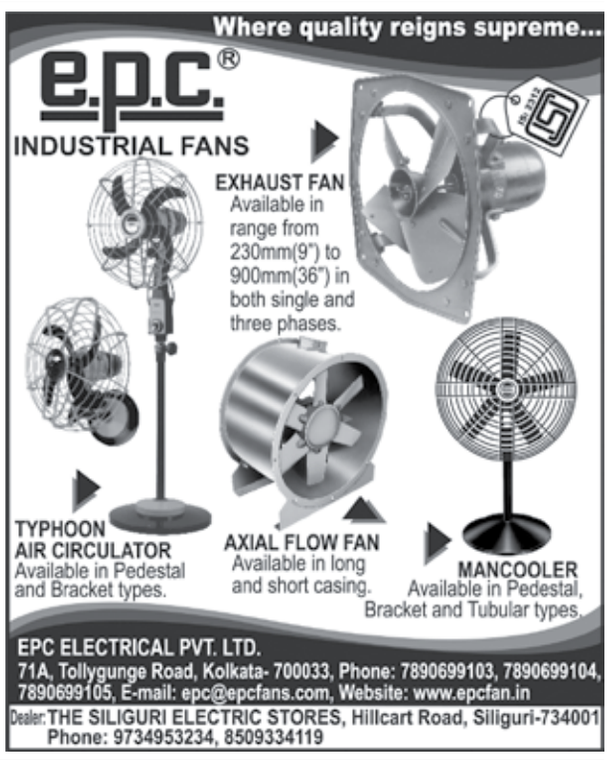

আর্থিক পুরস্কার গ্রহণ ভিনেশের

চণ্ডীগড়, ১০ এপ্রিল : প্যারিস অলিম্পিকে ওজন বেশি থাকায় ফাইনালে নামতে পারেননি ভিনেশ ফোগট। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সেদিন নিশ্চিত সোনা হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো হরিয়ানা সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে তিনটি পছন্দ দেওয়া হয় ভিনেশকে। যার মধ্যে ছিল ৪ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার, আউটস্ট্যান্ডিং স্পোর্টস পার্সনের (ওএসপি) চাকরি ও হরিয়ানা শেহরি প্রাধিকরণের (এইচএসভিপি) প্লট। শেষপর্যন্ত আর্থিক পুরস্কারই বেছে নিয়েছেন ভিনেশ। আর্থিক পুরস্কার গ্রহণ নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই তিনি ক্রীড়ামন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভিনেশ বলেছেন, 'বিষয়টি টাকার নয়। এর সঙ্গে সম্মান জড়িয়ে আছে। রাজ্যের অনেকেই আমাকে আর্থিক পুরস্কার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চতুর্থ শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে চতুর্থ হল শিলিগুড়ি। চার দলের প্রতিযোগিতায় তারা সবার নীচে শেষ করেছে। বৃহস্পতিবার তৃতীয়-চতুর্থ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শিলিগুড়ি ২-০ গোলে উত্তর ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে হেরেছে। বুধবার সেমিফাইনালে মুর্শিদাবাদের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে হেরে যায় শিলিগুড়ি।

ফাইনালের টিকিটের হাহাকার, উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে রাত। তবুও ভিড় কমল না। আইএসএল ফাইনালের টিকিট নিয়ে হাহাকার। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বক্স অফিস থেকে অনলাইনের টিকিট দেওয়া হচ্ছিল। প্রথম দফায় যে ৩৫ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছিল তা অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এদিকে অফলাইন টিকিট ছাড়াই হয়নি। তবুও অফলাইন টিকিট কিনতে ভিড় জমান হাজার হাজার সমর্থক। টিকিট না পেয়ে বিক্ষোভ দেখান বাগান সমর্থকরা। উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। তবে অনলাইনে টিকিট রাত পর্যন্ত দেওয়া হয়।

স্টেট গেমসে পদকজয়ী শিলিগুড়ির অ্যাথলেটিক্স দলের খেলোয়াড়রা।

অ্যাথলেটিক্সে ছয় পদক শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে অ্যাথলেটিক্সে তিনটি সোনা সহ ছয়টি পদক এল শিলিগুড়ির ঘরে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির রমজান আলি পুরুষদের ৫ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন। মহিলাদের ৫ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ এসেছে অনীশা মুন্ডার। মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে রিঙ্কি বর্মন ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

উত্তরের খেলা

সোনা দেব, আকাশের

মালবাজার, ১০ এপ্রিল : মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে তিরন্দাজিতে সোনা জিতলেন ডামডিমের দেব বড়াইক ও আকাশ পাল। দেব ইন্ডিয়ান রাউন্ড মেন্স টিম ইভেন্টে নেমেছিলেন। আকাশ নেমেছিলেন ইন্ডিয়ান রাউন্ড মিক্সড টিম ইভেন্টে।

লিভারপুলেই থাকছেন সালাহ

লন্ডন, ১০ এপ্রিল : লিভারপুলে থাকতে চলেছেন মহম্মদ সালাহ। শোনা যাচ্ছে ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। চলতি মরশুমেই মিশরীয় তারকার সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে লিভারপুলের।

গতবছর সেপ্টেম্বরে সালাহ নিজেও জানিয়েছিলেন, লিভারপুলে এটাই তাঁর শেষ মরশুম। জল্পনা চলছিল, সৌদি প্রো লিগে যোগ দিতে পারেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই অবশ্য জানিয়েছিলেন, ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে চলেছেন তিনি। এদিকে সালাহর পাশাপাশি অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের সঙ্গেও চুক্তি বাড়াতে চলেছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি।

সুরেশকে ছাড়াই প্রস্তুতি বেঙ্গালুরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় আইএসএল ফাইনালের মহড়ায় বেঙ্গালুরু এফসি। বৃহস্পতিবার সকালেই কলকাতায় পা রাখেন সুনীল ছেত্রীরা। আর এদিন সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে ঘণ্টাখানেকের অল্প বেশি সময় প্রস্তুতি সারল জেরার্ড জারাগোজার বেঙ্গালুরু। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে খেতাবি ম্যাচে অনিশ্চিত সুরেশ সিং ওয়াংজাম। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগ সেমিফাইনালে চোট পেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার মাঠে এলেও অনুশীলন করতে দেখা গেল না তাঁকে। শুরুর দিকে রাহুল ভেকেকেও দেখা গেল মাঠের ধারে। যদিও তাঁর চোট রয়েছে এমন কোনও খবর নেই। বাকি সুনীল, জোরগে পেরেরা দিয়াজ, রায়ান উইলিয়ামসরা বেশ ফুরফুরে মেজাজেই অনুশীলন সারলেন।

ফাইনালকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। এদিন বেঙ্গালুরুর অনুশীলনের সময়ও তা টের পাওয়া গেল। বিকেলে মোহনবাগানের অনুশীলন দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা। এদিকে সবুজ-মেরুনের প্রস্তুতি শেষ হতে না হতেই যুবভারতী পৌঁছে যান গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে থেকেও গুটিকয়েক বাগান সমর্থক বেঙ্গালুরুর মহড়ায় চোখ রাখলেন। সঙ্গে চলল সুনীলদের নিয়ে নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ। অনুশীলনে সুরেশকে দেখতে না পেয়ে খানিক স্বস্তির হাসি। আসলে ফাইনালের জন্য প্রতিপক্ষও কীভাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছে সেদিকে নজর রাখছেন সমর্থকরাও।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা রায় পাল - কে 12.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 41K 51544 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "একজন কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন আমার ছিল কিন্তু আমি ভাবতাম তা বাস্তবে পূরণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ডিয়ার লটারি আমার সমস্ত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে একজন কোটিপতিতে পরিণত করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।